INSURANCE DEVELOPMENT AND REGULATORY AUTHORITY

IDRA

BANGLADESH

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১০-১১ হতে ২০১৬-১৭ এবং ২০১৭-১৮ সাল

বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ

সূচীপত্র

ক্রমিক	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
০১	বাংলাদেশের বীমা শিল্প	১
০২	চেয়ারম্যানের বাণী	৩
০৩	কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান, সদস্য এবং অন্যান্য কর্মকর্তা	৫
০৪	বিশ্ব বীমা পরিস্থিতি	৮
০৫	বিশ্ব বীমায় বাংলাদেশের অবস্থান	৯
০৬	বাংলাদেশ বীমা শিল্পের পর্যালোচনা	১২
০৭	লাইফ বীমা	১৪
০৮	প্রিমিয়াম	১৪
০৯	লাইফ বীমা ব্যবসায় নতুন ব্যবসা এবং নবায়ন প্রিমিয়াম	১৫
১০	লাইফ বীমা ব্যবসায় মার্কেট শেয়ার	১৭
১১	প্রিমিয়াম রিটেনশন	১৯
১২	পলিসির সংখ্যা	২০
১৩	লাইফ ফান্ড	২২
১৪	লাইফ বীমার ব্যবসায় সম্পদ	২৩
১৫	বিনিয়োগ	২৫
১৬	ব্যবস্থাপনা ব্যয়	২৮
১৭	দাবি নিষ্পত্তি	৩০
১৮	বীমা দাবির সংখ্যা	৩৩
১৯	নীট পলিসি গ্রাহকের দায় এবং এ্যাকচ্যুরিয়াল উদ্বৃত্ত	৩৪
২০	পরিশোধিত মূলধন	৩৪
২১	লাইফ বীমাকারীর এজেন্ট	৩৫
২২	লাইফ বীমাকারীর শাখা	৩৫
২৩	জনবল	৩৬
২৪	লাইফ বীমাকারীর ট্যাক্স ও ভ্যাট	৩৬
২৫	নন-লাইফ বীমা	৩৭
২৬	প্রিমিয়াম	৩৭
২৭	নীট প্রিমিয়াম	৪০
২৮	মার্কেট শেয়ার	৪২
২৯	পলিসির সংখ্যা	৪৩
৩০	ব্যবস্থাপনা ব্যয় এবং ব্যবস্থাপনা ব্যয় রেশিও	৪৫
৩১	কম্বাইন্ড রেশিও	৪৬
৩২	সম্পদ	৪৭
৩৩	বিনিয়োগ	৫০
৩৪	বিনিয়োগ আয়	৫২
৩৫	দাবি নিষ্পত্তি	৫৩
৩৬	দাবির সংখ্যা	৫৬
৩৭	শাখা	৫৮

ক্রমিক	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
৩৮	এজেন্ট	৫৮
৩৯	জনবল	৫৯
৪০	পরিশোধিত মূলধন	৫৯
৪১	স্ট্যাম্প ডিউটি	৬০
৪২	ট্যাক্স এবং ভ্যাট	৬০
৪৩	**বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ এর কার্যক্রম**	৬১
৪৪	কর্তৃপক্ষ গঠন	৬১
৪৫	জাতীয় বীমা নীতিমালা, ২০১৪	৬১
৪৬	কর্তৃপক্ষের সভা	৬১
৪৭	বীমা কোম্পানির নিবন্ধন সনদ	৬১
৪৮	বীমা জরিপকারী	৬১
৪৯	এজেন্ট লাইসেন্স প্রদান	৬২
৫০	লাইফ বীমা পরিকল্পের অনুমোদন	৬২
৫১	সেন্ট্রাল রেটিং কমিটি (সিআরসি) কর্তৃক নন-লাইফ বীমা পরিকল্পের অনুমোদন	৬৩
৫২	সমন্বয় সভা	৬৩
৫৩	বিধি ও প্রবিধান প্রণয়ন	৬৩
৫৪	পরিদর্শন	৬৩
৫৫	জরিমানা আরোপ	৬৪
৫৬	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ	৬৪
৫৭	নন-লাইফ বীমার ক্ষেত্রে গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপসমূহ	৬৫
৫৮	লাইফ বীমার ক্ষেত্রে গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপসমূহ	৬৫
৫৯	ইনোভেশন টিম	৬৫
৬০	বাংলাদেশ বীমা খাত উন্নয়ন প্রকল্প	৬৫
৬১	বীমা মেলার আয়োজন	৬৫
৬২	ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ফেয়ার	৬৬
৬৩	জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের উন্নয়ন মেলা	৬৬
৬৪	অর্থ পাচার রোধে পদক্ষেপ	৬৬
৬৫	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন	৬৬
৬৬	সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলন	৬৬
৬৭	আইএআইএস এবং আফি এর সদস্যপদ গ্রহণ	৬৬
৬৮	তৃতীয় পুঁজিবাজার উন্নয়ন কর্মসূচীর রূপরেখা প্রণয়ন	৬৭
৬৯	ইউনিফাইড মেসেজিং প্লাটফরম (ইউএমপি)	৬৭
৭০	সেমিনার	৬৭
৭১	বীমা দাবি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত সভা	৬৭
৭২	আর্থিক স্থিতিশীলতার প্রতিবেদন	৬৭
৭৩	মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা নিয়োগ এবং শাখা খোলা	৬৭
৭৪	কর্তৃপক্ষের আয় এবং ব্যয়	৬৮

রূপকল্প

সরকারের লক্ষ্য হচ্ছে আপামর জনসাধারণকে ধাপে ধাপে বীমার আওতায় নিয়ে এসে জীবন, স্বাস্থ্য ও সম্পদের বিভিন্ন অর্থনৈতিক ঝুঁকি মোকাবেলার মাধ্যমে অন্যতম মানবাধিকার হিসেবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

মিশন

দেশের সম্পদ ও জীবনের ঝুঁকির শতভাগ বীমার আওতায় নিয়ে আসা।

লাইফ বীমাকারীর নামের সংক্ষিপ্তরূপ

ক্রমিক নং	বীমাকারীর নাম	বার্ষিক প্রতিবেদনে ব্যবহৃত নামের সংক্ষিপ্ত রূপ
১	আলফা ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড	আলফা
২	বায়রা লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	বায়রা
৩	বেস্ট লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড	বেস্ট
৪	চার্টার্ড লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	চার্টার্ড
৫	ডেল্টা লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	ডেল্টা
৬	ডায়মন্ড লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	ডায়মন্ড
৭	ফারইষ্ট ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	ফারইষ্ট
৮	গোল্ডেন লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড	গোল্ডেন
৯	গার্ডিয়ান লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড	গার্ডিয়ান
১০	হোমল্যান্ড লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	হোমল্যান্ড
১১	যমুনা লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	যমুনা
১২	জীবন বীমা কর্পোরেশন	জীবীক/জেবিসি
১৩	লাইফ ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ লিমিটেড	এলআইসি
১৪	মেঘনা লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	মেঘনা
১৫	মার্কেন্টাইল ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	মার্কেন্টাইল
১৬	মেটলাইফ (আমেরিকান লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি)	মেটলাইফ
১৭	ন্যাশনাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	ন্যাশনাল
১৮	এনআরবি গ্লোবাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	এনআরবি গ্লোবাল
১৯	পদ্মা ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড	পদ্মা
২০	পপুলার লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড	পপুলার
২১	প্রগতি লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড	প্রগতি
২২	প্রাইম ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড	প্রাইম
২৩	প্রগ্রেসিভ লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	প্রগ্রেসিভ
২৪	প্রটেক্টিভ ইসলামী লাইফ ইন্স্যূরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	প্রটেক্টিভ
২৫	রূপালী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	রূপালী
২৬	সন্ধানী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	স্বন্ধানী
২৭	সোনালী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	সোনালী
২৮	সানফ্লাওয়ার লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	সানফ্লাওয়ার
২৯	সানলাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	সানলাইফ
৩০	স্বদেশ লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	স্বদেশ
৩১	ট্রাস্ট ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড	ট্রাস্ট
৩২	জেনীথ ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড	জেনীথ

নন-লাইফ বীমাকারীর নামের সংক্ষিপ্তরূপ

ক্রমিক নং	বীমাকারীর নাম	বার্ষিক প্রতিবেদনে ব্যবহৃত নামের সংক্ষিপ্ত রূপ
১	অগ্রণী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	অগ্রণী
২	এশিয়া ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	এশিয়া
৩	এশিয়া প্যাসিফিক জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	এশিয়া প্যাসিফিক
৪	বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড	বিডি কো-অপরেটিভ
৫	বাংলাদেশ জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	বিডি জেনারেল
৬	বাংলাদেশ ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	বিডি ন্যাশনাল
৭	সেন্ট্রাল জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	সেন্ট্রাল
৮	সিটি জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	সিটি জেনারেল
৯	কন্টিনেন্টাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	কন্টিনেন্টাল
১০	ক্রিস্টাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	ক্রিস্টাল
১১	দেশ জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	দেশ জেনারেল
১২	ঢাকা ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড	ঢাকা
১৩	ইষ্টার্ন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	ইষ্টার্ন
১৪	ইস্টল্যান্ড ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	ইস্টল্যান্ড
১৫	এক্সপ্রেস ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড	এক্সপ্রেস
১৬	ফেডারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	ফেডারেল
১৭	গ্লোবাল ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড	গ্লোবাল
১৮	গ্রীন ডেল্টা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	গ্রীন ডেল্টা
১৯	ইসলামী কমার্শিয়াল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	ইসলামী কমার্শিয়াল
২০	ইসলামী ইন্স্যুরেন্স বাংলাদেশ লিমিটেড	ইসলামী ইন্স্যুরেন্স বিডি
২১	জনতা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	জনতা
২২	কর্ণফুলি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	কর্ণফুলি
২৩	মেঘনা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	মেঘনা
২৪	মার্কেন্টাইল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	মার্কেন্টাইল
২৫	নিটল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	নিটল
২৬	নর্দার্ন জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	নর্দার্ন জেনারেল
২৭	প্যারামাউন্ট ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	প্যারামাউন্ট
২৮	পিপলস্ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	পিপলস্
২৯	ফিনিক্স ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	ফিনিক্স
৩০	পাইওনিয়ার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	পাইওনিয়ার
৩১	প্রগতি ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড	প্রগতি
৩২	প্রাইম ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	প্রাইম
৩৩	প্রভাতী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	প্রভাতী
৩৪	পূরবী জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	পূরবী
৩৫	রিলায়েন্স ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড	রিলায়েন্স

ক্রমিক নং	বীমাকারীর নাম	বার্ষিক প্রতিবেদনে ব্যবহৃত নামের সংক্ষিপ্ত রূপ
৩৬	রিপাবলিক ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	রিপাবলিক
৩৭	রুপালী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	রুপালী
৩৮	সাধারণ বীমা কর্পোরেশন	সাবীক/এসবিসি
৩৯	সেনাকল্যাণ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	সেনাকল্যাণ
৪০	সিকদার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	সিকদার
৪১	সোনার বাংলা ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড	সোনার বাংলা
৪২	সাউথ এশিয়া ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	সাউথ এশিয়া
৪৩	স্ট্যান্ডার্ড ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটড	স্ট্যান্ডার্ড
৪৪	তাকাফুল ইসলামী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	তাকাফুল ইসলামী
৪৫	ইউনিয়ন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	ইউনিয়ন
৪৬	ইউনাইটেড ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	ইউনাইটেড

সংক্ষিপ্তরূপ

মোট দেশজ উৎপাদন	জিডিপি
স্থায়ী আমানত	এফডিআর
বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	ইডরা/কর্তৃপক্ষ
এলায়েন্স অব ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশান	আফি
ইন্টারন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব ইন্স্যুরেন্স সুপারভাইজার	আইএআইএস
ট্যাক্স ডিডাক্ট অ্যাট সোর্স	টিডিএস
ভ্যাট ডিডাক্ট অ্যাট সোর্স	ভিডিএস
নো ইয়োর কাস্টমার	কেওয়াইসি
সেন্ট্রাল রেটিং কমিটি	সিআরসি
মধ্য ও পূর্ব ইউরোপ (এন্ট্রাল এন্ড ইস্টার্ণ ইউরোপ)	সিইই

সম্পাদনা পরিষদ

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	
১	খলিল আহমদ, নির্বাহী পরিচালক (যুগ্মসচিব), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	সম্পাদক
২	কামরুল হক মারুফ, পরিচালক (উপসচিব), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	সদস্য
৩	মোঃ এনায়েত আলী খান, পরামর্শক, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	সদস্য
৪	মোঃ আবু মাহমুদ, অফিসার, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	সদস্য
৫	মোঃ ইখতিয়ার হাসান খান, অফিসার, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	সদস্য
৬	মোঃ শামসুল আলম খান, অফিসার, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	সদস্য
৭	সোহেল রানা, জুনিয়র অফিসার, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	সদস্য
৮	হামেদ বিন হাসান, জুনিয়র অফিসার, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	সদস্য
৯	মোঃ শফিকুল ইসলাম, জুনিয়ার অফিসার, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	সদস্য

সারণি ও সংযুক্তি

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
সারণি ১	গ্রস প্রিমিয়ামের মুদ্রাস্ফীতির সাথে সামঞ্জস্যকৃত প্রকৃত প্রবৃদ্ধির হার ২০১৭	৯
সারণি ২	অঞ্চলভিত্তিক লাইফ এবং নন-লাইফ ব্যবসায় গ্রস প্রিমিয়াম ২০১৭	৯
সারণি ৩	২০১৭ সালে কয়েকটি দেশের ইন্স্যুরেন্স পেনিট্রেশন এবং ডেনসিটি	১০
সারণি ৪	বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) , প্রিমিয়াম আয় এবং পেনিট্রেশন (২০০৯-১৭)	১০
সারণি ৫	জনসংখ্যা এবং বীমার ঘনত্ব (২০০৯-২০১৭)	১১
সারণি ৬	প্রিমিয়াম আয় এবং বীমা শিল্পে প্রবৃদ্ধির হার (২০০৯-২০১৭)	১২
সারণি ৭	লাইফ বীমা শিল্পে উপ-শ্রেণিভিত্তিক গ্রস প্রিমিয়াম এবং উপ-শ্রেণির শেয়ার (%)	১৪
সারণি ৮	লাইফ বীমা শিল্পে প্রথম বর্ষ (নুতন ব্যবসা) এবং নবায়ন প্রিমিয়াম (২০০৯-২০১৭)	১৬
সারণি ৯	১ম বর্ষ, ২য় বর্ষ এবং ৩য় বর্ষ ও তদূর্ধ্ব বর্ষ গ্রস প্রিমিয়াম প্রবৃদ্ধি (%) (২০০৯ -২০১৭)	১৬
সারণি ১০	বীমাকারীভিত্তিক গ্রস প্রিমিয়াম এবং মার্কেট শেয়ার ২০১৫, ২০১৬ এবং ২০১৭	১৮
সারণি ১১	গ্রস প্রিমিয়াম, নিট প্রিমিয়াম, পুনঃবীমায় পরিশোধ এবং রিটেনশন %	১৯
সারণি ১২	লাইফ ইন্স্যুরেন্স ব্যবসায় বিভিন্ন ধরনের পলিসির বিবরণ (২০০৯-২০১৭)	২০
সারণি ১৩	২০১৫, ২০১৬ এবং ২০১৭ সনের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত লাইফ ইন্স্যুরেন্সে খাতওয়ারী সম্পদের বিবরণ	২৩
সারণি ১৪	লাইফ ইন্স্যুরেন্স ব্যবসায় বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগের বিবরণ ২০১৬- ২০১৭	২৬
সারণি ১৫	প্রকৃত ব্যবস্থাপনা ব্যয়, অনুমোদিত সর্বোচ্চ ব্যয় সীমা, অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা ব্যয় (২০০৯-২০১৭	২৯
সারণি ১৬	লাইফ ইন্স্যুরেন্সে বিভিন্ন উপ-শ্রেণিভিত্তিক বীমা দাবির পরিমাণ (২০০৯-২০১৭)	৩০
সারণি ১৭	বীমা দাবি পরিশোধের পরিমাণ এবং নিষ্পত্তির হার (২০০৯- ২১০৭)	৩১
সারণি ১৮	লাইফ ইন্স্যুরেন্সে বিভিন্ন শ্রেণিভিত্তিক বীমা দাবির সংখ্যা (২০০৯-১৭)	৩৩
সারণি ১৯	বীমা দাবি পরিশোধের সংখ্যা এবং শতকরা নিষ্পত্তির হার (২০০৯- ২১০৭)	৩৩
সারণি ২০	নীট পলিসি গ্রাহকের দায় এবং এ্যাকচ্যুরিয়াল উদ্বৃত্ত	৩৪
সারণি ২১	লাইফ বীমা শিল্পে পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ	৩৪
সারণি ২২	লাইফ বীমাকারীর এজেন্ট এবং এমপ্লয়ার অব এজেন্টের সংখ্যা	৩৫
সারণি ২৩	লাইফ বীমাকারীর মোট শাখা অফিসের সংখ্যা (২০০৯-২০১৭)	৩৫
সারণি ২৪	লাইফ বীমা শিল্পে বীমাকারীর অফিসে মোট জনবলের সংখ্যা	৩৬
সারণি ২৫	বীমাকারীর ট্যাক্স এবং ভ্যাট পরিশোধের পরিমাণ (২০০৯-২০১৭)	৩৬
সারণি ২৬	নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় গ্রস প্রিমিয়ামের পরিমাণ এবং প্রবৃদ্ধি (২০০৯-২০১৭)	৩৭
সারণি ২৭	সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের সরাসরি ব্যবসার শ্রেণিভিত্তিক গ্রস প্রিমিয়াম আয় (২০০৯-২০১৭)	৩৮
সারণি ২৮	নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় শ্রেণিভিত্তিক নীট প্রিমিয়াম (সাবীক ছাড়া)	৪০
সারণি ২৯	নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় (সাবীক ছাড়া) রিটেনশনের শতকরা হার	৪০
সারণি ৩০	সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের সরাসরি গ্রস প্রিমিয়াম এবং গ্রস প্রিমিয়াম (পুনঃবীমাসহ)	৪১
সারণি ৩১	সাধারণ বীমা কর্পোরেশন কর্তৃক পুনঃবীমার প্রিমিয়াম পরিশোধ	৪১
সারণি ৩২	নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় বীমাকারীভিত্তিক গ্রস প্রিমিয়াম আয়, মার্কেট শেয়ার এবং প্রবৃদ্ধির হার	৪৩
সরণি ৩৩	নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় উপ-শ্রেণিভিত্তক বীমা পলিসির সংখ্যা (২০০৯-২০১৭)	৪৪

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
সারণি ৩৪	প্রকৃত ব্যবস্থাপনা ব্যয়, অনুমোদিত সর্বোচ্চ ব্যয় সীমা, অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা ব্যয় (২০০৯-২০১৭)	৪৫
সারণি ৩৫	নন-লাইফ ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ব্যয় রেশিও	৪৬
সারণি ৩৬	নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় গ্রস প্রিমিয়াম, ব্যবস্থাপনা ব্যয়, কমিশন, এবং কম্বাইন্ড রেশিও	৪৭
সারণি ৩৭	৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ ও ২০১৭ এ খাতভিত্তিক সম্পদের শেয়ার এবং পরিমাণ বিবরণ	৪৮
সারণি ৩৮	২০১৬ ও ২০১৭ এ খাতভিত্তিক বিনিয়োগের শেয়ার এবং বিনিয়োগের পরিমাণ বিবরণ	৫০
সারণি ৩৯	নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় বিনিয়োগ থেকে আয়ের সাধারণ হার (২০০৯-২০১৭)	৫৩
সারণি ৪০	নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় উপ-শ্রেণিভিত্তিক ক্লেইম রেশিও (%) (২০০৯-২০১৭)	৫৩
টেবিল ৪১	নন-লাইফ ইন্স্যুরেন্সে বিভিন্ন শ্রেণিভিত্তিক বীমা দাবির পরিমাণ (২০০৯-২০১৭)	৫৪
টেবিল ৪২	শ্রেণিভিত্তিক মোট বীমা দাবি পরিশোধের পরিমাণ (২০০৯- ২০১৭)	৫৫
সারণি ৪৩	শ্রেণিভিত্তিক মোট বীমা দাবি পরিশোধের হার (২০০৯- ২০১৭)	৫৬
সারণি ৪৪	নন-লাইফ ইন্স্যুরেন্সে বিভিন্ন শ্রেণিভিত্তিক বীমা দাবির সংখ্যা (২০০৯-২০১৭)	৫৬
টেবিল ৪৫	বীমা দাবি পরিশোধের সংখ্যা এবং নিষ্পত্তির শতকরা হার (২০০৯- ২০১৭)	৫৭
সারণি ৪৬	নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় জনবলের সংখ্যা (২০০৯-২০১৭)	৫৯
সারণি ৪৭	নন-লাইফ বীমাকারীর পরিশোধিত মূলধন (২০০৯-২০১৭)	৫৯
সারণি ৪৮	নন-লাইফ বীমাকারী কর্তৃক স্ট্যাম্প ডিউটি পরিশোধ (২০০৯-২০১৭)	৬০
সারণি ৪৯	নন-লাইফ বীমাকারী কর্তৃক ট্যাক্স এবং ভ্যাট পরিশোধ (২০০৯-২০১৭)	৬০
সারণি-৫০	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংগৃহীত বীমা নিবন্ধন সনদ ইস্যু এবং নবায়ন ফি (২০০৯-২০১৭)	৬১
সারণি-৫১	জরিপকারী প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স নবায়ন ফি (২০০৯-২০১৭)	৬২
সারণি ৫২	২০০৯- ২০১৭ সাল পর্যন্ত এজেন্ট লাইসেন্স ইস্যু এবং নবায়ন ফি	৬২
সারণি-৫৩	২০১১ সাল থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন বীমা কোম্পানির পরিদর্শনের সংখ্যা	৬৩
সারণি ৫৪	২০১০-১১ থেকে ২০১৭-১৮ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপিত জরিমানা	৬৪
সারণি-৫৫	কর্তৃপক্ষের আয়-ব্যয় বিবরণী (২০১০-১১ থেকে ২০১৭-১৮)	৬৮

সংযুক্তি

সংযুক্তি ১	বীমা ব্যবসায় নিবন্ধিত লাইফ বীমাকারীর তালিকা এবং স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্তির বিবরণ	৭০
সংযুক্তি ২	বীমা ব্যবসায় নিবন্ধিত নন-লাইফ বীমাকারীর তালিকা এবং স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্তির বিবরণ	৭১
সংযুক্তি ৩	আইডিআরএ কর্তৃক অনুমোদিত লাইফ বীমা পরিকল্প	৭২
সংযুক্তি ৪	আইডিআরএ কর্তৃক অনুমোদিত নন-লাইফ বীমা পরিকল্প	৭৬
সংযুক্তি ৫	বীমা সংক্রান্ত প্রকাশিত আইন বিধি প্রবিধানমালাসমূহ	৭৭
সংযুক্তি ৬	বিদেশ ভ্রমণ সংক্রান্ত তথ্য জুন, ২০১৭ হতে ডিসেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত	৭৮
সংযুক্তি ৭	লাইফ বীমাকারীর গ্রস প্রিমিয়াম সংগ্রহ (২০০৯-২০১৭)	৮১
সংযুক্তি ৮	লাইফ বীমাকারীর সম্পদের পরিমাণ (২০০৯-২০১৭)	৮২
সংযুক্তি ৯	নন-লাইফ বীমাকারীর গ্রস প্রিমিয়াম সংগ্রহ (২০০৯-২০১৭)	৮৩
সংযুক্তি ১০	নন-লাইফ বীমাকারীর সম্পদের পরিমাণ (২০০৯-২০১৭)	৮৫

লেখচিত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
লেখচিত্র ১	বীমার পেনিট্রেশন (জিডিপিতে বীমা গ্রস প্রিমিয়ামের শতাংশ) (২০০৯-২০১৭)	১১
লেখচিত্র ২	বীমার ঘনত্ব (মাথপিছু গ্রস প্রিমিয়ামের পরিমাণ) (২০০৯-২০১৭)	১১
লেখচিত্র ৩	প্রিমিয়াম আয় এবং বীমা শিল্পে প্রবৃদ্ধির হার (২০০৯-২০১৭)	১২
লেখচিত্র ৪	বাংলাদেশের বীমা শিল্পে মোট সম্পদের পরিমাণ এবং প্রবৃদ্ধির হার (২০০৯-২০১৭)	১৩
লেখচিত্র ৫	বাংলাদেশের বীমাশিল্পে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ এবং প্রবৃদ্ধির হার (২০০৯-২০১৭)	১৩
লেখচিত্র ৬	লাইফ বীমা শিল্পে উপ-শ্রেণিভিত্তিক গ্রস প্রিমিয়ামের শেয়ার (২০০৯-২০১৭)	১৫
লেখচিত্র ৭	লাইফ বীমা শিল্পে গ্রস প্রিমিয়ামের পরিমাণ এবং প্রবৃদ্ধির হার (২০০৯-২০১৭))	১৫
লেখচিত্র ৮	প্রথম বর্ষ (নুতন প্রিমিয়াম), ২য় বর্ষ এবং ৩য় বর্ষ প্রিমিয়ামের মোট গ্রস প্রিমিয়ামের শতকরা শেয়ার (২০০৯-২০১৭)	১৭
লেখচিত্র ৯	প্রথম বর্ষ, ২য় বর্ষ এবং ৩য় বর্ষ গ্রস প্রিমিয়ামের প্রবৃদ্ধির হার (২০০৯-২০১৭)	১৭
লেখচিত্র ১০	মোট প্রিমিয়াম আয়ে শীর্ষ দশ বীমাকারীদের অবদান (২০০৯-২০১৭)	১৯
লেখচিত্র ১১	লাইফ বীমা খাতে পলিসির সংখ্যা (২০০৯-২০১৭)	২১
লেখচিত্র ১২	লাইফ বীমা ব্যবসায় তামাদি পলিসির সংখ্যা (২০০৯-২০১৭)	২১
লেখচিত্র ১৩	লাইফ ফান্ডের পরিমাণ এবং লাইফ ফান্ডের প্রবৃদ্ধি (২০০৯-২০১৭)	২২
লেখচিত্র ১৪	লাইফ ফান্ডের ইল্ড (%) (২০০৯-২০১৭)	২২
লেখচিত্র ১৫	লাইফ বীমা শিল্পে সম্পদের খাতসমূহ (২০০৯-২০১৭)	২৪
লেখচিত্র ১৬	লাইফ বীমা ব্যবসায় সম্পদের পরিমাণ এবং প্রবৃদ্ধি (২০০৯-২০১৭)	২৪
লেখচিত্র ১৭	লাইফ বীমা ব্যবসায় শীর্ষ দশ বীমাকারী এবং অন্যান্য বীমাকারীর সম্পদের শেয়ার (২০০৯-২০১৭)	২৫
লেখচিত্র ১৮	লাইফ বীমা ব্যবসায় বিনিয়োগের পরিমাণ এবং প্রবৃদ্ধি (২০০৯-২০১৭)	২৫
লেখচিত্র ১৯	লাইফ বীমা ব্যবসায় বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগের শেয়ার (২০১৫-২০১৭)	২৬
লেখচিত্র ২০	লাইফ বীমা খাতে মোট বিনিয়োগে শীর্ষ ছয় বীমাকারী এবং অন্যান্য বীমাকারীর অবদান (২০০৯-২০১৭)	২৭
লেখচিত্র ২১	লাইফ বীমা শিল্পে মোট বিনিয়োগ আয় (২০০৯-২০১৭)	২৭
লেখচিত্র ২২	বিনিয়োগের সাধারণ রিটার্ণ (২০০৯-২০১৭)	২৮
লেখচিত্র ২৩	লাইফ বীমা শিল্পে অতিরিক্ত ব্যবস্থপনা ব্যয় (২০০৯-২০১৭)	২৯
লেখচিত্র ২৪	লাইফ বীমা শিল্পে ২০০৯ সাল হতে ২০১৭ সাল পর্যন্ত ব্যবস্থাপনা ব্যয় রেশিও	৩০
লেখচিত্র ২৫	লাইফ বীমা শিল্পে বিভিন্ন উপ-শ্রেণির দাবির পরিমাণের শতকরা শেয়ার (২০০৯-২০১৭)	৩১
লেখচিত্র ২৬	লাইফ বীমা শিল্পে উপ-শ্রেণিভিত্তিক দাবির পরিমাণ নিষ্পত্তির শতকরা হার (২০০৯-২০১৭)	৩২
লেখচিত্র ২৭	লাইফ বীমা শিল্পে বীমা দাবি পরিশোধের শতকরা হার (২০০৯-২০১৭)	৩২
লেখচিত্র ২৮	নন-লাইফ বীমা শিল্পে উপ-শ্রেণিভিত্তিক প্রিমিয়ামের প্রবৃদ্ধির হার (২০০৯-২০১৭)	৩৭
লেখচিত্র ২৯	নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় উপ-শ্রেণিভিত্তিক গ্রস প্রিমিয়ামের শেয়ার (২০০৯-২০১৭)	৩৯

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
লেখচিত্র ৩০	নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় গ্রস প্রিমিয়ামের প্রবৃদ্ধির শতকরা হার (২০০৯-২০১৭)	৩৯
লেখচিত্র ৩১	নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় উপ-শ্রেণিভিত্তিক রিটেনশনের শতকরা হার (সাধারণ বীমা কর্পোরেশন ব্যতীত)	৪১
লেখচিত্র ৩২	নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় শীর্ষ ১০টি বীমাকারীর মার্কেট শেয়ার (২০০৯-২০১৭)	৪২
লেখচিত্র ৩৩	নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় উপ-শ্রেণিভিত্তিক বীমা পলিসির প্রবৃদ্ধির হার (২০০৯-২০১৭)	৪৪
লেখচিত্র ৩৪	নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় উপ-শ্রেণিভিত্তিক পলিসির শেয়ার (২০০৯-২০১৭)	৪৪
লেখচিত্র ৩৫	নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় অনুমোদিত ব্যবস্থাপনা ব্যয়ের অতিরিক্ত ব্যয়ের পরিবর্তনের হার (২০০৯-২০১৭)	৪৫
লেখচিত্র ৩৬	নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ব্যয়ের রেশিও (২০০৯-২০১৭)	৪৬
লেখচিত্র ৩৭	নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় সম্পদের বিভিন্ন খাতের বিবরণ (২০০৯-২০১৭)	৪৮
লেখচিত্র ৩৮	নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় মোট সম্পদের পরিমাণ এবং প্রবৃদ্ধির হার (২০০৯-২০১৭)	৪৯
লেখচিত্র ৩৯	নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় শীর্ষ দশ বীমাকারীর শেয়ার (২০১৫-২০১৭)	৪৯
লেখচিত্র ৪০	নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগের শেয়ার (২০১৫-২০১৭)	৫১
লেখচিত্র ৪১	নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় বিনিয়োগের পরিমাণ এবং প্রদ্ধির হার(২০০৯-২০১৭)	৫১
লেখচিত্র ৪২	নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় শীর্ষ দশ বীমাকারীর বিনিয়োগের শেয়ার (২০০৯-২০১৭)	৫২
লেখচিত্র ৪৩	নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় সম্পদ ও বিনিয়োগের রেশিও (২০০৯-২০১৭)	৫২
লেখচিত্র ৪৪	নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় বীমার উপ-শ্রেণিভিত্তিক ক্লেইম রেশিও (২০০৯-২০১৭)	৫৪
লেখচিত্র ৪৫	নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় উপ-শ্রেণিভিত্তিক দাবির পরিমাণ (২০০৯-২০১৭)	৫৫
লেখচিত্র ৪৬	নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় উপ-শ্রেণিভিত্তিক দাবির সংখ্যা (২০০৯-২০১৭)	৫৭
লেখচিত্র ৪৭	নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় বীমাকারীর শাখার সংখ্যা (২০০৯-২০১৭)	৫৮
লেখচিত্র ৪৮	নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় এজেন্টের সংখ্যা এবং পরিবর্তনের হার (২০০৯-২০১৭)	৫৮

বাংলাদেশের বীমা শিল্প

৭৮টি বীমা প্রতিষ্ঠান

৩২টি লাইফ বীমা প্রতিষ্ঠান (একটি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন)

৪৬টি নন-লাইফ বীমা প্রতিষ্ঠান (একটি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন)

১৩৭টি বীমা জরিপকারী

১৭ মিলিয়ন জনসাধারণ বীমার আওতায় (২০১৭)

বীমা শিল্পের বর্তমান অবস্থা

ক্রমিক নং	বিষয়	২০১৭
১	গ্রস প্রিমিয়াম (লাইফ) (কোটি টাকায়)	৮১৯৮.৪৬
২	গ্রস প্রিমিয়াম (নন-লাইফ) (কোটি টাকায়)	২৯৮১.৪৩
৩	বীমা পলিসি (লাইফ)	১০৯৫১৯২০
৪	বীমা পলিসি (নন-লাইফ)	২৪১৮৬৩০
৫	সম্পদ (লাইফ) (কোটি টাকায়)	৩৭০৫২.৩৬
৬	সম্পদ (নন-লাইফ) (কোটি টাকায়)	১১১২৪.২৯
৭	বিনিয়োগ (লাইফ) (কোটি টাকায়)	২৯৯৩৪.৩৯
৮	বিনিয়োগ (নন-লাইফ) (কোটি টাকায়)	৫৮৫৪.৯৩
৯	দাবি পরিমাণ (লাইফ) (কোটি টাকায়)	৬৮০৩.৪১
১০	দাবি পরিমাণ (নন-লাইফ) (কোটি টাকায়)	২৭১৩.৫৪
১১	দাবি নিষ্পত্তি (লাইফ) (%)	৮১.৫৯
১২	দাবি নিষ্পত্তি (নন-লাইফ) (%)	৩৫.৭৫
১৩	এজেন্ট (লাইফ)	৩৮১৮৩৯
১৪	এজেন্ট (নন-লাইফ)	২৫৮১
১৫	শাখা (লাইফ)	৬৫৫১
১৬	শাখা (নন-লাইফ)	১৩৫২
১৭	স্টাফ (লাইফ)	২২৫৩০
১৮	স্টাফ (নন-লাইফ)	১৬৯৯৮

চেয়ারম্যানের বাণী

বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের ২০১৭-১৮ এবং ২০১০-১১ থেকে ২০১৬-১৭ অর্থ বৎসরের বার্ষিক প্রতিবেদনসমূহ একত্রিতভাবে প্রকাশ করতে পেরে আমি কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। দক্ষিণ এশিয়ায় মানদন্ডের সাথে বীমা নিয়ন্ত্রক হিসাবে আমাদের যাত্রায় অনেক চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও এ বছর আমরা একটি প্রগতিশীল পর্যায়ে যেতে সক্ষম হয়েছি। বীমা দাবি নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে ইতিবাচক মনোভাব তৈরি করা হল চ্যালেঞ্জসমূহের মধ্যে অন্যতম। আমরা বীমা কোম্পানিসমূহে ২০১৭ সালে লাইফ বীমা খাতে প্রায় ৮১.৫২ শতাংশ দাবি নিষ্পত্তি করতে বাধ্য করেছি এবং আমরা আশা করি ভবিষ্যতে লাইফ বীমা খাতে দাবির নিষ্পত্তির পরিমাণ ৯০% এরও অধিক হবে।

দেশের বীমাখাতে প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও ২০১৭ সালে লাইফ এবং নন-লাইফ বীমা উভয়ের ব্যবসায় ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি হয়েছে। ২০১৬ সালে লাইফ এবং নন-লাইফ উভয় বীমার গ্রস প্রিমিয়াম ১০,৩৬১.৩৩ কোটি টাকা এবং ২০১৭ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ১১,১৭৯.৮৯ কোটি টাকা হয়েছে এবং সামগ্রিকভাবে ৭.৯০% প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে । একইভাবে উক্ত সময়ে লাইফ বীমা এবং নন-লাইফ বীমাকারীসমূহের সম্পদ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০১৭ সালের শেষে মোট সম্পদের পরিমাণ ছিল ৪৮,১৭৭ কোটি টাকা, যা পূর্বের বছরের তুলনায় প্রবৃদ্ধির হার ৭.৬৫%। সম্পদ এবং বিনিয়োগের বৃদ্ধির হার ইতিবাচক ছিল তবে এ প্রবৃদ্ধির হার ছিল ক্রমহ্রাসমান এবং ২০১৭ সালে ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধির প্রবণতা ছিল তা সত্যিই উৎসাহব্যঞ্জক। বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়ন্ত্রণমূলক বিধি বিধান প্রবর্তনের কারণে বীমাখাতে গত কয়েক বছরে একটি উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে।

জিডিপি এবং মানব সম্পদ সূচকের (এইচএআই) একই গতিতে বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক দুর্বলতা সূচক (ইভিআই) হ্রাসের সাথে বাংলাদেশ যখন উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হওয়ায় এগিয়ে চলার পথে দেশের আর্থিক স্তম্ভগুলির অন্যতম হিসেবে বীমা খাতটির ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলায় প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচালিত বীমা শিল্পের উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের এবং শিল্পের ব্যাপক প্রচারমূলক কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে আমরা আশা করি জনগণ বীমার ধারণা নিয়ে বীমার আওতায় আসার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হবে। নিঃসন্দেহে বীমা শিক্ষা ভবিষ্যতে জনগণের চাহিদাভিত্তিক বীমা খাত সৃষ্টিতে সহায়তা করবে। কর্তৃপক্ষ ইতোমধ্যে দেশে বীমার পেনিট্রেশন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন বীমা কোম্পানিসমূহের ডিজিটাল বীমা প্রকল্প মধ্যম আয়ের শ্রেণির যথেষ্ট সংখ্যক লোকের কাছে পৌঁছবে বলে আশা করা যায়। বীমা কোম্পানিসমূহ জনসংখ্যায় প্রতিনিধিত্বকারী প্রায় ৫০% মহিলাদের সুরক্ষার ঘাটতি পূরণে অগ্রণী ভূমিকা নিতে পারে। বিভিন্ন গ্রাহক পর্যায়ে বিশেষ করে মহিলাদের জন্য বীমা পণ্য বিপণন ও বিক্রয়ের ক্ষেত্রেও মহিলারাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে নতুন গ্রাহক সৃষ্টির উৎস তৈরি করবে। তাই আমি আশা করি বিভিন্ন স্তরের জনগণের বীমা চাহিদাকে সঠিকভাবে সনাক্ত করতে এ শিল্প তার ক্ষমতার পুনর্মূল্যায়ন করবে এবং তার চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে বীমা পণ্য তৈরী করতে হবে।

কর্তৃপক্ষ এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের ক্যাপিটাল মার্কেট ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রাম (সিএমডিপি), বিশ্বব্যাংক এবং বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে বাংলাদেশ বীমা খাত উন্নয়ন প্রকল্প (বিআইএসডিপি) এর সুবিধাভোগী হবে বীমা খাত। বিশ্ব ব্যাংকের প্রকল্পের বিদ্যমান দেশের আর্থিক খাতের উন্নয়নের বিভিন্ন কম্পোনেন্টের মাধ্যমে আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করে কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং অবকাঠামগত উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের সম্পূর্ণ বীমা খাতকে অটোমেশন করবে। এই প্রকল্পের বিভিন্ন কম্পোনেন্টের মাধ্যমে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, জীবন বীমা কর্পোরেশন, সাধারণ বীমা কর্পোরেশন এবং বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স একাডেমির সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ শক্তিশালী করা হবে। কর্তৃপক্ষের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিধি বিধান প্রণয়নের উদ্যোগে সহায়তা করছে। আমরা আশাবাদী যে, আমাদের ভিশন এবং মিশন অর্জনে এই সংস্কারগুলি খুবই সহায়ক হবে এবং ফলশ্রুতিতে বীমা শিল্পের জন্য আরও অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হবে।

বীমা খাতে ডিজিটাইজেশনের আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে ইউনিফাইড মেসেজিং প্লাটফরম (ইউএমপি) নামক একটি State-of-the-art টেকনোলজি সমৃদ্ধ একটি প্লাটফরম বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের অফিসে স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। উক্ত প্লাটফরমের মাধ্যমে প্রিমিয়াম সংগ্রহ সংক্রান্ত সকল কর্মকান্ড পরিবীক্ষণ করতে কর্তৃপক্ষ সক্ষম হবে।

একটি দিনকে ‘জাতীয় বীমা দিবস’ হিসাবে ঘোষণা করা প্রয়োজন। বীমা গ্রাহকদের স্বার্থ সুরক্ষার জন্য পলিসি গ্রাহকের হিসাব এবং শেয়ারহোল্ডার হিসাব পৃথক করা আবশ্যক। আমরা বীমা গ্রাহকের সুরক্ষার জন্য সলভেন্সি মার্জিন বিধি প্রণয়নের পদক্ষেপ নিয়েছি।

প্রিমিয়ামের পেনিট্রেশন এবং ঘনত্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিতরণ চ্যানেল 'ব্যাংকএস্যুরেন্স' মডেলটি প্রবর্তন করতে হবে এবং আমরা এ নিয়ে কাজ করছি। বীমা গ্রাহকের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্যও আমরা বেশি জোর দিয়েছি।

পরিশেষে বীমা শিল্পের উন্নয়নে বৃহৎ শক্তি হিসেবে বিভিন্ন নীতি নির্ধারণী বিষয়ে মূল্যবান সমর্থন প্রদান এবং অবদান রাখার জন্য কর্তৃপক্ষের সহকর্মীবৃন্দের আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম পরিচালনায় সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের মাধ্যমে সর্বাত্মক সহযোগিতার করার জন্য বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশন (বিআইএ), বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স ফোরাম এবং সার্ভেয়ার এসোসিয়েশনকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সদস্য, নির্বাহী পরিচালক, পরিচালক এবং সকল কর্মচারীদের কাজের প্রতি তাদের একাগ্রতা ও প্রাণোচ্ছল প্রতিজ্ঞা প্রশংসার দাবি রাখে। কর্তৃপক্ষের এই দল আগামী বছরসমূহে ভিশন ও মিশন অর্জনে ইতিবাচক কৌশলসমূহ নিয়ে কাজ চালিয়ে যাবে বলে আমি আত্মবিশ্বাসী ।

২৭/১০/২০১৯

(মোঃ শফিকুর রহমান পাটোয়ারী)
চেয়ারম্যান

কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	হতে	পর্যন্ত
১.	এম. শেফাক আহমেদ, একচ্যুয়ারি	চেয়ারম্যান	২৭ জানুযারি ২০১১	২৬ জানুয়ারি ২০১৪
২.	মোঃ ফজলুল করিম	চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত)	২৯ জানুয়ারি ২০১৪	৩ মার্চ ২০১৪
৩.	মোঃ কুদ্দুস খান	চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত)	৪ মার্চ ২০১৪	৮ এপ্রিল ২০১৪
৪.	এম. শেফাক আহমেদ, একচ্যুয়ারি	চেয়ারম্যান	৯ এপ্রিল ২০১৪	৮ এপ্রিল ২০১৭
৫.	গকুল চাঁদ দাস	চেয়ারম্যান (চলতি দায়িত্ব)	৯ এপ্রিল ২০১৭	২২ আগষ্ট ২০১৭
৬.	মোঃ শফিকুর রহমান পাটোয়ারী	চেয়ারম্যান	২৩ আগষ্ট ২০১৭	-

কর্তৃপক্ষের সদস্য

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	হতে	পর্যন্ত
	প্রশাসন অনুবিভাগ			
১.	মোঃ নুরুল ইসলাম মোল্লা	সদস্য	৩০ মার্চ ২০১১	১১ ডিসেম্বর ২০১৩
২.	মোঃ কুদ্দুস খান	সদস্য	২৭ ফেব্রুয়ারী ২০১৪	২৬ ফেব্রুয়ারী ২০১৭
৩.	গকুল চাঁদ দাস	সদস্য	১ মার্চ ২০১৭	-
	লাইফ অনুবিভাগ			
১.	ড. মোঃ জিয়াউল হক মামুন	সদস্য	৩০ জানুয়ারী ২০১১	৩১ ডিসেম্বর ২০১১
২.	সাঈদ আহমেদ খাঁন	সদস্য	২৯ এপ্রিল ২০১২	২৮ এপ্রিল ২০১৩
৩.	সুলতান-উল-আবেদিন মোল্লা	সদস্য	৪ মার্চ ২০১৪	৩ মার্চ ২০১৭
৪.	ড. এম.মোশাররফ হোসেন, এফসিএ	সদস্য	৪ এপ্রিল ২০১৮	-
	নন-লাইফ অনুবিভাগ			
১.	নব গোপাল বনিক	সদস্য	৩০ জানুয়ারী ২০১১	২৯ জানুয়ারী ২০১৪
২.	জুবের আহমদ খাঁন	সদস্য	৪ মার্চ ২০১৪	৩ মার্চ ২০১৭
	আইন অনুবিভাগ			
১.	মোঃ ফজলুর করিম	সদস্য	৪ এপ্রিল ২০১১	৩ এপ্রিল ২০১৪
২.	মোঃ মুরশিদ আলম	সদস্য	১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৪	১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৭
৩.	বোরহান উদ্দিন আহমদ	সদস্য	২ অক্টোবর ২০১৭	-

নির্বাহী পরিচালক

ক্রমিক	নাম	পদবী	হতে	পর্যন্ত
১.	ড. শেখ মহঃ রেজাউল ইসলাম	নির্বাহী পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)	৪ ডিসেম্বর ২০১৭	-
২.	কাজী মনোয়ার হোসেন	নির্বাহী পরিচালক (যুগ্মসচিব)	১৬ জুলাই ২০১৭	-
৩.	খলিল আহমদ	নির্বাহী পরিচালক (যুগ্মসচিব)	৪ জুন ২০১৭	-
৪.	মোঃ হুসনুল মাহমুদ খান	নির্বাহী পরিচালক (যুগ্মসচিব)	৩০ মে ২০১৭	৪ জুলাই ২০১৭

পরিচালক

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	হতে	পর্যন্ত
১.	মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান	পরিচালক (যুগ্মসচিব)	২২ মে ২০১৯	-
২.	ড. মহাঃ বশিরুল আলম	পরিচালক (যুগ্মসচিব)	১০ আগষ্ট ২০১৭	২৪ মার্চ ২০১৯
৩.	ফারুক আহম্মদ	পরিচালক (যুগ্মসচিব)	১২ আগষ্ট ২০১৭	২২ মে ২০১৯
৪.	মোঃ শাহ আলম	পরিচালক (উপ-সচিব)	০২ জুলাই ২০১৭	-
৫.	আবুল কাশেম মোহাম্মদ ফজলুল হক	পরিচালক (উপ-সচিব)	১১ জুলাই ২০১৭	-
৬.	কামরুল হক মারুফ	পরিচালক (উপ-সচিব)	১১ জুন ২০১৭	-
৭.	এস. এম. তারিক	পরিচালক (উপ-সচিব)	১১ জুন ২০১৭	১৩ জুলাই ২০১৭

কর্মকর্তা

প্রশাসন অনুবিভাগ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	হতে	পর্যন্ত
১.	কাজী আব্দুল জাহিদ	এক্সিকিউটিভ অফিসার	১ সেপ্টেম্বর ২০০১*	-
২.	জিনিয়া আক্তার	অফিসার	২ মে ২০১২	-
৩.	তানিয়া আফরিন	অফিসার	৭ মে ২০১২	-
৪.	মোঃ আবুল হাসনাত	অফিসার	২৬ আগষ্ট ২০১২	-
৫.	মোঃ ইখতিয়ার হাসান খান	অফিসার	১৪ মে ২০১৪	-
৬.	সৈয়দ শরীফুল হক	অফিসার (পিএস টু চেয়ারম্যান)	২২ মে ২০১৪	-
৭.	কাজী শবনম ফেরদৌসী	অফিসার	২৫ জানুয়ারী ২০১৫	-
৮.	মির্জা আবু ইউসুফ	অফিসার	৩০ ডিসেম্বর ২০১৫	-
৯.	মোঃ শাহিদুল ইসলাম	অফিসার	৩০ ডিসেম্বর ২০১৫	-
১০	তাহমিনা আক্তার	জুনিয়র অফিসার	১ আগষ্ট ২০১১	-
১১.	মোঃ মোস্তফা আল মামুন	জুনিয়র অফিসার	৩ জানুয়ারী ২০১২	-
১২.	আলা উদ্দিন	জুনিয়র অফিসার	২ মে ২০১২	-
১৩.	অমিত মজুমদার	জুনিয়র অফিসার	২ মে ২০১২	-
১৪.	সুন্ময় মন্ডল	জুনিয়র অফিসার	২৩ আগষ্ট ২০১২	-

লাইফ অনুবিভাগ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	হতে	পর্যন্ত
১.	মোঃ শামসুল আলম খান	অফিসার	২ মে ২০১২	-
২.	মোঃ আবু মাহমুদ	অফিসার	২৬ আগষ্ট ২০১২	-
৩.	রুকসানা আসাদ বন্যা	জুনিয়র অফিসার	২ মে ২০১২	-
৪.	মোঃ সোহেল রানা	জুনিয়র অফিসার	২ মে ২০১২	-
৫.	তানজিদ-উল-ইসলাম	জুনিয়র অফিসার	২ মে ২০১২	-
৬.	এমদাদুল হক	অফিস সহকারী	২ মে ২০১২	-

নন-লাইফ অনুবিভাগ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	হতে	পর্যন্ত
১.	মোহাম্মদ মোর্শেদুল মুসলিম	সিনিয়র এক্সিকিউটিভ অফিসার	২ মে ১৯৯৪*	-
২.	মোঃ দেলোয়ার হোসেন ভূঁইয়া	এক্সিকিউটিভ অফিসার	১ নভেম্বর ২০০১*	-
৩.	মোঃ রশিদুল আহসান হাবিব	অফিসার	৪ সেপ্টেম্বর ২০১১	-
৪.	মোঃ শফিকুল ইসলাম	জুনিয়র অফিসার	২৪ ফেব্রুয়ারী ২০০৩*	-
৫.	কাজী সাদিয়া আরবী	জুনিয়র অফিসার	৩ জানুয়ারী ২০১২	-
৬.	সমীর চন্দ্র সরকার	জুনিয়র অফিসার	৩ জানুয়ারী ২০১২	-
৭.	সামিয়া আরা চৌধুরী	জুনিয়র অফিসার	২ মে ২০১২	-
৮.	হামেদ বিন হাসান	জুনিয়র অফিসার	২ মে ২০১২	-
৯.	ফারজানা খালেদ	জুনিয়র অফিসার	২২ আগষ্ট ২০১২	-

আইন অনুবিভাগ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	হতে	পর্যন্ত
১.	রুমানা জামান	অফিসার	৯ নভেম্বর ২০১৪	-
২.	ফাহমিদা সারওয়ার	জুনিয়র অফিসার	৩ জানুয়ারী ২০১২	-
৩.	মুহাম্মদ শামছুল আলম	জুনিয়র অফিসার	২ মে ২০১২	-
৪.	সুফিয়া আক্তার	অফিস সহকারী	২ মে ২০১২	-

*সিআরসি কর্তৃক নিয়োজিত

বিশ্ব বীমা পরিস্থিতি

বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

২০১৭ সালে বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। বিশ্ব অর্থনীতিতে প্রকৃত মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) তাৎপর্যপূর্ণ উন্নতি হয়েছে, ২০১৬ সালের প্রবৃদ্ধি ২.৬% থেকে ২০১৭ সনে প্রবৃদ্ধি ৩.৩% হয়েছিল। উন্নত ও ইমার্জিং বাজার উভয়ে ক্ষেত্রে একটি সুসংগত উন্নয়ন এবং বৈশ্বিক বাণিজ্যে প্রবৃদ্ধি উন্নয়নের জন্য চালিকা শক্তি হিসেবে ছিল। ২০০৮-০৯ এর মন্দা পরিস্থিতি কাটিয়ে জিডিপির প্রবৃদ্ধি ২০০৭-২০১৬ সালের গড় ২.৫% এর ওপরে ছিল। ২০১৭ সনে উন্নত বাজারে জিডিপি এর প্রবৃদ্ধি ২.৩% বেড়েছে এবং ২০১৬ সালে এটি ছিল ১.৭%, এ সময়ে ইমার্জিং বাজারগুলিতে বৃদ্ধি দীর্ঘমেয়াদী গড়ের কিছুটা নিচে হতে ৪.০% থেকে বেড়ে ৪.৮% হয়েছে (সুইস রি সিগমা নং ৩/২০১৮)।

বিশ্ব বীমা পরিস্থিতি

পুনঃবীমা প্রতিষ্ঠান সুইস রি কর্তৃক প্রকাশিত ‘ওয়ার্ল্ড ইন্স্যুরেন্স ২০১৭’ প্রতিবেদন অনুসারে, ২০১৭ সালে মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) প্রকৃত হার ৩.৩% বৃদ্ধি পেয়ে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। যুক্তরাজ্য ব্যতীত উন্নত বাজারগুলি ভূয়সী প্রবৃদ্ধির অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। ইমার্জিং বাজারগুলিতে পণ্য রফতানিকারক দেশগুলির উন্নতি, চীন অব্যাহত সম্প্রসারণ এবং মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের (সিইই) তেজী প্রবৃদ্ধি এই উন্নয়নে ইতিবাচকভাবে অবদান রেখেছে। উন্নত বাজারে মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পেতে শুরু করলেও মূলত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে থেকে যায় এবং বেশিরভাগ ইমার্জিং বাজারে স্বাচ্ছন্দ্য বজায় থাকে। দীর্ঘমেয়াদী সুদের হার ঐতিহাসিক মান অনুসারে কম থাকলেও আর্থিক নীতিতে পন্থাগুলি অন্যদিকে পরিবর্তিত হয়েছে।

মোট প্রত্যক্ষ বীমা প্রিমিয়ামের প্রকৃত প্রবৃদ্ধি ২০১৬ সালে ২.২% থেকে কমে গিয়ে ২০১৭ সালে প্রবৃদ্ধি ১.৫% হারে হয়েছে। লাইফ ও নন-লাইফ খাতে উভয় ক্ষেত্রেই ধীরে ধীরে বেড়েছে তবে উন্নত বাজারগুলিতে লাইফ প্রিমিয়ামের পতন সামগ্রিক বৈশ্বিক প্রিমিয়ামের প্রবৃদ্ধি কমে যাওয়ার মূল কারণ ছিল। উন্নত বাজারগুলির মধ্যে লাইফ বীমা খাতে আর্থিক মন্দার পর থেকে অদক্ষতা অব্যাহত রেখেছে, তবে নন-লাইফ বীমা খাত সামগ্রিক অর্থনীতির পুনরুদ্ধারের সাথে এগিয়ে যাচ্ছে।

বিশ্ব লাইফ প্রিমিয়ামের প্রবৃদ্ধির হার ২০১৬ সালে ১.৪% ছিল ২০১৭ মাত্র ০.৫% হারে বৃদ্ধি পেয়ে ২৬৫৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। মন্দাভাব প্রাথমিকভাবে উন্নত বাজারগুলি দ্বারা চালিত হয়েছিল ২০১৭ সালে ২.৭% (২০১৬ সালে-১.৯%) হ্রাস পেয়েছে কারণ সকল অঞ্চলে বেশিরভাগই স্বল্প হারের সুদের কারণে নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি হয়েছিল যা সঞ্চয় পণ্যের সরবরাহ ও চাহিদাকে বিরূপভাবে প্রভাবিত করে। ইমার্জিং বাজারের মধ্যে চীনের লাইফ প্রিমিয়ামের প্রবৃদ্ধির হার ১৪% সবচেয়ে বেশি হয়েছে। অন্যান্য ইমার্জিং বাজারগুলিতে প্রবৃদ্ধির হার ৫.৮% ছিল এবং এর প্রধান কারণ ছিল লাতিন আমেরিকার দুর্বল দক্ষতা, অন্যদিকে এশিয়া এবং মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের অন্যান্য ইমার্জিং বাজার অনুকূলভাবে বিকশিত হয়েছিল।

বিশ্ব নন-লাইফ প্রিমিয়ামের প্রবৃদ্ধির হার ২০১৬ সালে ৩.৩% ছিল ২০১৭ মাত্র ২.৮% হারে বৃদ্ধি পেয়ে ২২৩৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে তবে এই হার ১০ বছরের গড়ের তুলনায় কিছুটা ওপরে থেকে গেছে। মন্দাভাব মূলত ইমার্জিং বাজারগুলিতে প্রবৃদ্ধির হার কম ছিল এবং উন্নত বাজারগুলির বৃদ্ধি সাধারণভাবে স্থির ছিল। উন্নত বাজারগুলিতে প্রবৃদ্ধির প্রবণতা একটু অন্য রকম। উত্তর আমেরিকা এবং পশ্চিম ইউরোপ উন্নতি দেখিয়েছে এবং অন্যদিকে তাইওয়ান ব্যতিত অন্য সকল উন্নত এশিয়ার বাজারে প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেয়েছে। ইমার্জিং বাজারে বৃদ্ধির মন্দাভাব মূলত চীন দ্বারা পরিচালিত হলেও অন্যান্য ইমার্জিং এশিয়া মতোই প্রসারণের গতি এখনও শতকরা দশ ভাগ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সিইইতে মাঝারি গতি অব্যাহত থাকলেও ল্যাটিন আমেরিকা এবং ক্যারিবীয় অঞ্চলে প্রিমিয়াম কমে ছিল।

লাইফ এবং নন-লাইফ বীমা উভয় ক্ষেত্রেই মুনাফা অর্জন খুবই দূরহ কাজ ছিল। লাইফ খাতে স্বল্প সুদের হার বিনিয়োগের রিটার্ণকে প্রভাবিত করেছে, অন্যদিকে প্রতিযোগিতা এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থার কার্যক্রমের পরিবর্তন মুনাফার ওপর চাপ বাড়িয়েছে। অন্যদিকে, প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং অব্যাহত দামের প্রভাবের কারণে ফলে অধিক লোকসানের পাশাপাশি শিল্পটি আন্ডারাইটিং ক্ষতির কারণে টানা তৃতীয় বছরে নন-লাইফ খাতটিতে রিটার্ণ হ্রাস পেয়েছে।

২০১৭ সালে বিশ্ব বীমা খাতে প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে ১৩৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার লোকসান এবং মানবসৃষ্ট বিপর্যয় থেকে ৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্ষতি হয়েছে। সবচেয়ে বড় বীমা লোকসানের সাথে সম্পর্কিত ছিল তিনটি হারিকেন হার্ভে, ইরমা এবং মারিয়ার বাধ্যমে একসাথে আনুমানিক ৯২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার লোকসান হয়।

বিশ্ব বীমায় বাংলাদেশের অবস্থান

গ্লোবাল ইন্স্যুরেন্স মার্কেটে বাংলাদেশের অংশ ২০১৭ সালে ০.০৩ শতাংশ ছিল। ২০১৭ সালে বাংলাদেশে মোট বীমা প্রিমিয়ামের মুদ্রাস্ফীতির সাথে সামঞ্জস্যকৃত প্রকৃত প্রবৃদ্ধির হার ছিল -৩.৭ শতাংশ ছিল এবং বিশ্বব্যাপী মোট বীমা প্রিমিয়ামের প্রকৃত প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১.৫ শতাংশ (সারণি ১) । বিশ্বব্যাপী মোট প্রিমিয়ামের মধ্যে লাইফ বীমা ব্যবসার অংশ ছিল ৫৪.৩২ শতাংশ। বাংলাদেশে লাইফ বিমা ব্যবসায় মোট প্রিমিয়ামের অংশ ৭২.৬০ শতাংশ এবং নন-লাইফ ব্যবসায়ে অংশ ছিল ২৭.৬০ শতাংশ (সারণি ২)।

লাইফ ইন্স্যুরেন্স ব্যবসায় সুইস রি কর্তৃক প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী ৮৮টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ৫৩তম স্থানে রয়েছে। ২০১৭ সালে বিশ্ব বীমা খাতের লাইফ বীমা বাজারে বাংলাদেশের অংশ ছিল ০.০৪ শতাংশ। ২০১৭ সালে বিশ্বব্যাপী লাইফ বীমা প্রিমিয়াম ০.৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল তখন বাংলাদেশের লাইফ বীমা প্রিমিয়াম মুদ্রাস্ফীতির সাথে সামঞ্জস্যকৃত প্রকৃত প্রবৃদ্ধির হার ছিল -৫.৫ শতাংশ (সারণি ১)।

সারণি ১

গ্রস প্রিমিয়ামের মুদ্রাস্ফীতির সাথে সামঞ্জস্যকৃত প্রকৃত প্রবৃদ্ধির হার ২০১৭ (শতকরা হিসেবে)

অঞ্চল / দেশ	লাইফ	নন-লাইফ	লাইফ ও নন-লাইফ
উন্নত বাজার	-২.৭	১.৯	-০.৬
ইমার্জিং বাজার	১৪	৬.১	১০.৩
এশিয়া	৫.৬	৫.৮	৫.৭
ভারত	৮	১৬.৭	১০.১
বাংলাদেশ	-৫.৫ (-২.৫)	১.১ (৪.৩)	-৩.৭
বিশ্ব	০.৫	২.৮	১.৫

সূত্রঃ সুইস রি, সিগমা নং ৩/২০১৭

নোটঃ বন্ধনীর তথ্য নমিনাল প্রবৃদ্ধি প্রদর্শন করছে

২০১৭ সালে বাংলাদেশের নন-লাইফে বীমা খাতের প্রকৃত প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১.১ শতাংশ। একই সময়ে বিশ্বব্যাপী নন-লাইফ প্রিমিয়ামের প্রকৃত প্রবৃদ্ধির ছিল ২.৮ শতাংশ (সারণি ১)। তবে বিশ্বব্যাপী নন-লাইফ বীমা প্রিমিয়ামে বাংলাদেশের প্রিমিয়ামের অংশ ছিল ০.০২ শতাংশ এবং বিশ্বব্যাপী নন-লাইফ বীমা বাজারে বাংলাদেশ স্থান ছিল ৮৬তম। সুইস রি কর্তৃক প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী মোট বীমা ব্যবসায় ৮৮ টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৬৬তম।

সারণি ২

অঞ্চল ভিত্তিক লাইফ এবং নন-লাইফ ব্যবসায় গ্রস প্রিমিয়াম ২০১৭ (বিলিয়ন মার্কিন ডলার)

অঞ্চল/দেশ	লাইফ	নন-লাইফ	লাইফ ও নন-লাইফ
উন্নত বাজার	২০৫৯.৪৮ (৫৩.৯২)	১৭৬০.১৬ (৪৬.০৮)	৩৮১৯.৬৪ (১০০.০০)
ইমার্জিং বাজার	৫৯৭.৭৯ (৫৫.৭৬)	৪৭৪.২৬ (৪৪.২৪)	১০৭২.০৫ (১০০.০০)
এশিয়া	১০৪৩.৬৯ (৬৫.৬১)	৫৪৭.০০ (৩৪.৩৯)	১৫৯০.৬৯ (১০০.০০)
ভারত	৭৩.২৪ (৭৪.৭৩)	২৪.৭৬ (২৫.২৭)	৯৮.০০ (১০০.০০)
বাংলাদেশ	০.৯৮ (৭২.৬০)	০.৩৭ (২৭.৪০)	১.৩৫ (১০০.০০)
বিশ্ব	২৬৫৭.২৭ (৫৪.৩২)	২২৩৪.৪২ (৪৫.৬৮)	৪৮৯১.৬৯ (১০০.০০)

সূত্রঃ সুইস রি, সিগমা নং ৩/২০১৭, নোটঃ বন্ধনীর মধ্যের সংখ্যা শতকরা হিসেবে প্রদর্শন করছে

বাংলাদেশে বিমার পেনিট্রেশন এবং ঘনত্ব কম হওয়ার বিভিন্ন কারণ রয়েছে। বাংলাদেশের কাছে কৃষি বীমা, সার্বজনীন স্বাস্থ্য বীমা, দুর্যোগ বীমা এবং ট্রেনের যাত্রীদের বীমা নেই এবং ১৬০ মিলিয়ন জনসংখ্যার মধ্যে কেবলমাত্র ১৭ মিলিয়ন মানুষ বীমার আওতায় রয়েছে। তদুপরি, কমিশন প্রদানের ক্ষেত্রে অনৈতিক চর্চা, বীমা পণ্য পর্যালোচনার প্রচেষ্টার অনুপস্থিতি এবং উদ্ভাবনী বা ডিজিটাল পণ্যের অভাব বাংলাদেশের বীমা খাতে সঠিক পথে এগিয়ে যেতে পারছে না।

বাংলাদেশের বীমা পেনিট্রেশন এবং ঘনত্ব

বীমা পেনিট্রেশন এবং ঘনত্ব পরিমাপ করেই একটি দেশের বীমা খাতের উন্নয়নের মাত্রা নির্ধারণ করা হয়। জিডিপিতে বীমা প্রিমিয়ামের শতাংশ হিসেব করে বীমা পেনিট্রেশন পরিমাপ করা হয় এবং জনসংখ্যার মাথাপিছু প্রিমিয়ামের পরিমাণকে বীমা ঘনত্ব হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

বাংলাদেশে ২০১০ সালে পেনিট্রেশন ০.৯ শতাংশ থেকে কমে গিয়ে ২০১৪ সালে ০.৭৪ শতাংশ হয়েছিল। ২০১৪ সালের পর থেকে ক্রমান্বয়ে পেনিট্রেশনের মাত্রা হ্রাস পাচ্ছিল এবং ২০১৭ সালে ০.৫৫ শতাংশে নেমে গেছে। বীমা ঘনত্বের মাত্রা ২০১০ সালে ৮.৮ মার্কিন ডলার থেকে ২০১৬ সালে সর্বোচ্চ ১০.২ মার্কিন ডলারে পৌঁছে ছিল এবং ২০১৭ সালে হ্রাসের প্রবণতা ছিল। ২০১৭ সালে লাইফ বীমা ঘনত্বের পরিমাণ ছিল ৮.০০ মার্কিন ডলার এবং ২০১৬ সালে ১০.২ ডলার (সুইস রি, সিগমা রিপোর্টের বিভিন্ন প্রকাশনা) (সারণি ৩)। বাংলাদেশের বীমাকারীদের সরবরাহকৃত নিরীক্ষিত তথ্য থেকে বীমা পেনিট্রেশন এবং ঘনত্ব হিসেব করে উপস্থাপন করা হয়েছে (সারণি ৪ এবং ৫ এবং লেখচিত্র ১ এবং ২)।

সারণি ৩

২০১৭ সালে কয়েকটি দেশের ইন্স্যুরেন্স পেনিট্রেশন এবং ডেনসিটি

দেশ	জিডিপি র‍্যাঙ্ক	প্রিমিয়াম র‍্যাঙ্ক	প্রিমিয়াম (ইউএস মিলিয়ন)	মার্কেট শেয়ার (%)	পেনিট্রেশন (%)	ডেনসিটি (ইউএস ডলার)	প্রবৃদ্ধি (%)
ইউএসএ	১	১	১,৩৭৭,১১৪	২১.১৫	৭.১০	৪২১৬	২
ভারত	৫	১১	৯৮,০০৩	২.০০	৩.৬৯	৭৩	১৯.৭
মালেশিয়া	৩৮	৩৫	১৫,৪০৫	০.৩১	৪.৭৭	৪৮৬	৫.৯
ফিলিপাইন্স	৩৯	৪৫	৫৬০২	০.১১	১.৭৯	৫৩	৫
বাংলাদেশ	৪৪	৬৬	১৩৪৫	০.০৩	০.৫৫	৮	-০.৭
শ্রীলংকা	৬৩	৭৪	৯৮৭	০.০২	১.১৬	৪৭	৪.৫
ভিয়েতনাম	৪৭	৪৮	৪৬৫১	০.১	২.১	৪৯	১৯

সূত্রঃ সুইস রি, সিগমা নং ৩/২০১৮

সারণি ৪

বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) , প্রিমিয়াম আয় এবং পেনিট্রেশন (২০০৯-১৭)

বছর	জিডিপি (চলতি মূল্যে) (কোটি টাকায়)	গ্রস প্রিমিয়াম (কোটি টাকায়)		পেনিট্রেশন (%)		
		লাইফ	নন-লাইফ	লাইফ	নন-লাইফ	লাইফ এবং নন-লাইফ
২০০৯	৭০৫০৭১.৮০	৪৯২৮.৪৮	১৩৮৯.৬৭	০.৭০	০.২০	০.৯০
২০১০	৭৯৭৫৩৮.৭০	৫৮৩৫.০১	১৬৫৭.৫৫	০.৭৩	০.২১	০.৯৪
২০১১	৯১৫৮২৮.৮০	৬২৫৪.৭৪	১৯৬৭.৩৭	০.৬৮	০.২১	০.৯০
২০১২	১০৫৫২০৪.০৪	৬৫৮৭.১০	২১৬৭.২৭	০.৬২	০.২১	০.৮৩
২০১৩	১১৯৮৯২৩.১৭	৬৮৩৯.৭১	২২৯২.৮০	০.৫৭	০.১৯	০.৭৬
২০১৪	১৩৪৩৬৭৪.৪০	৭০৭৬.৩২	২৪৪৫.৭১	০.৫৩	০.১৮	০.৭১
২০১৫	১৫১৫৮০২.৩০	৭৩১৬.০৯	২৬৪৩.০১	০.৪৮	০.১৭	০.৬৬
২০১৬	১৭৩২৮৬৩.৯০	৭৫৮৮.৪৫	২৭৭২.৮৮	০.৪৪	০.১৬	০.৬০
২০১৭	১৯৭৫৮১৫.২০	৮১৯৮.৪৬	২৯৮১.৪৩	০.৪১	০.১৫	০.৫৬

সূত্র: জিডিপি –বিশ্বব্যাংক এবং প্রিমিয়াম –আইডিআরএ

লেখচিত্র ১

বীমার পেনিট্রেশন (জিডিপিতে বীমার গ্রস প্রিমিয়ামের শতাংশ) (২০০৯-২০১৭)

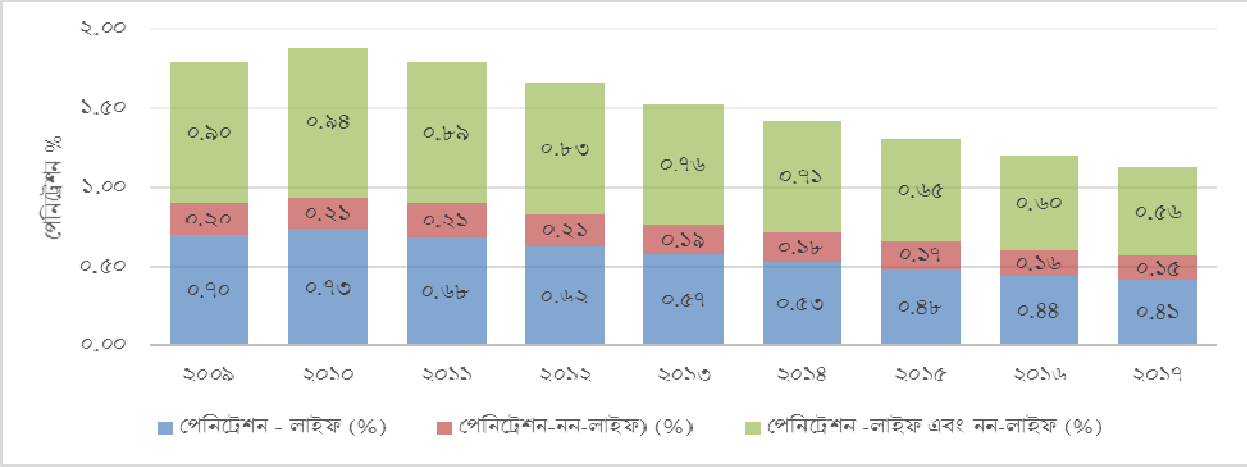

সারণি ৫

জনসংখ্যা এবং বীমার ঘনত্ব (২০০৯-২০১৭)

বছর	জনসংখ্যা (কোটি)	বীমার ঘনত্ব (টাকায়)			ঘনত্ব (ইউএস ডলার)
		লাইফ	নন-লাইফ	মোট ব্যবসা	
২০০৯	১৫.০৫	৩২৭.৫৭	৯২.৩৬	৪১৯.৯৪	৬.১০
২০১০	১৫.২১	৩৮৩.৫১	১০৮.৯৪	৪৯২.৪৫	৭.১২
২০১১	১৫.৩৯	৪০৬.৩৮	১২৭.৮২	৫৩৪.২১	৭.৫০
২০১২	১৫.৫৭	৪২২.৯৯	১৩৯.১৭	৫৬২.১৬	৭.১০
২০১৩	১৫.৭৬	৪৩৪.০৭	১৪৫.৫১	৫৭৯.৫৮	৭.২৫
২০১৪	১৫.৯৪	৪৪৩.৯২	১৫৩.৪৩	৫৯৭.৩৫	৭.৬৯
২০১৫	১৬.১২	৪৫৩.৮৫	১৬৩.৯৬	৬১৭.৮১	৭.৯৫
২০১৬	১৬.৩০	৪৬৫.৬৯	১৭০.১৭	৬৩৫.৮৫	৮.১২
২০১৭	১৬.৪৭	৪৯৭.৮৭	১৮১.০৬	৬৭৮.৯৩	৮.৫৮

লেখচিত্র ২

বীমার ঘনত্ব (মাথপিছু গ্রস প্রিমিয়ামের পরিমাণ) (২০০৯-২০১৭)

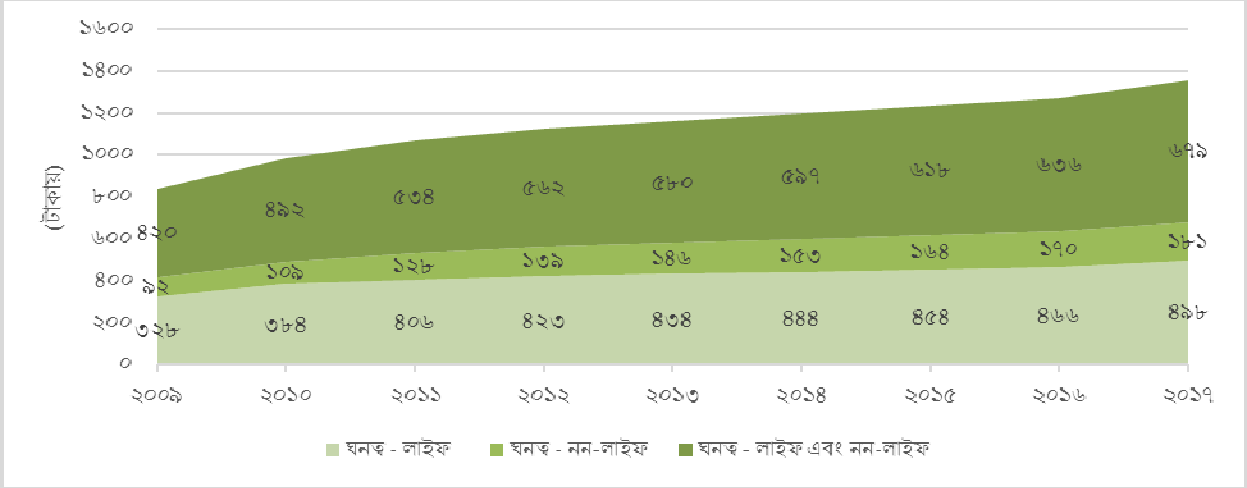

বাংলাদেশের বীমা শিল্পের পর্যালোচনা

বীমা খাতে অনেক বাধা বিপত্তি থাকা সত্ত্বেও ২০১৭ সালটি বাংলাদেশের বীমা শিল্পের জন্য একটি ইতিবাচক বৈশিষ্টের দিকে ধাবিত হয়েছে এবং লাইফ ও নন-লাইফ বীমা খাত থেকে প্রাপ্ত মোট গ্রস প্রিমিয়ামের প্রবৃদ্ধির হার সম্মিলিতভাবে ৭.৯০% এবং ২০১৬ সালে ৪.০৪% ছিল। মোট প্রিমিয়াম আয়ের পরিমাণ ছিল ১১১৭৯.৮৯ কোটি টাকা এবং ২০১৬ সালে ১০৩৬১.৩৩ কোটি টাকা (সারণি ৬ এবং লেখচিত্র ৩)। ২০১৭ সালে বিশ্বের লাইফ ও নন-লাইফ বীমা খাত প্রিমিয়াম যথাক্রমে ২.৯% এবং ৫.৪% প্রবৃদ্ধি রেকর্ড করেছে এবং এটি উল্লেখযোগ্য যে ইমার্জিং বাজার বিশেষত ইমার্জিং এশিয়া দীর্ঘমেয়াদী এবং সাধারণ বীমা উভয় ক্ষেত্রে গ্লোবাল প্রিমিয়াম বৃদ্ধির প্রধান চালিকা খাত হিসেবে ছিল (সিগমা ২০১৭)।

সারণি ৬

প্রিমিয়াম আয় এবং বীমা শিল্পে প্রবৃদ্ধির হার (২০০৯-২০১৭) (কোটি টাকায়)

বছর	গ্রস প্রিমিয়াম (কোটি টাকায়)			প্রবৃদ্ধি (%)		
	লাইফ	নন-লাইফ	লাইফ ও নন-লাইফ	লাইফ	নন-লাইফ	লাইফ ও নন-লাইফ
২০০৯	৪৯২৮.৪৮	১৩৮৯.৬৭	৬৩১৮.১৫			
২০১০	৫৮৩৫.০১	১৬৫৭.৫৫	৭৪৯২.৫৬	১৮.৩৯	১৯.২৮	১৮.৫৯
২০১১	৬২৫৪.৭৪	১৯৬৭.৩৭	৮২২২.১১	৭.১৯	১৮.৬৯	৯.৭৪
২০১২	৬৫৮৭.১০	২১৬৭.২৭	৮৭৫৪.৩৭	৫.৩১	১০.১৬	৬.৪৭
২০১৩	৬৮৩৯.৭১	২২৯২.৮০	৯১৩২.৫১	৩.৮৩	৫.৭৯	৪.৩২
২০১৪	৭০৭৬.৩২	২৪৪৫.৭১	৯৫২২.০৩	৩.৪৬	৬.৬৭	৪.২৭
২০১৫	৭৩১৬.০৯	২৬৪৩.০১	৯৯৫৯.১০	৩.৩৯	৮.০৭	৪.৫৯
২০১৬	৭৫৮৮.৪৫	২৭৭২.৮৮	১০৩৬১.৩৩	৩.৭২	৪.৯১	৪.০৪
২০১৭	৮১৯৮.৪৬	২৯৮১.৪৩	১১১৭৯.৮৯	৮.০৪	৭.৫২	৭.৯০

লেখচিত্র ৩

প্রিমিয়াম আয় এবং বীমা শিল্পে প্রবৃদ্ধির হার (২০০৯-২০১৭)

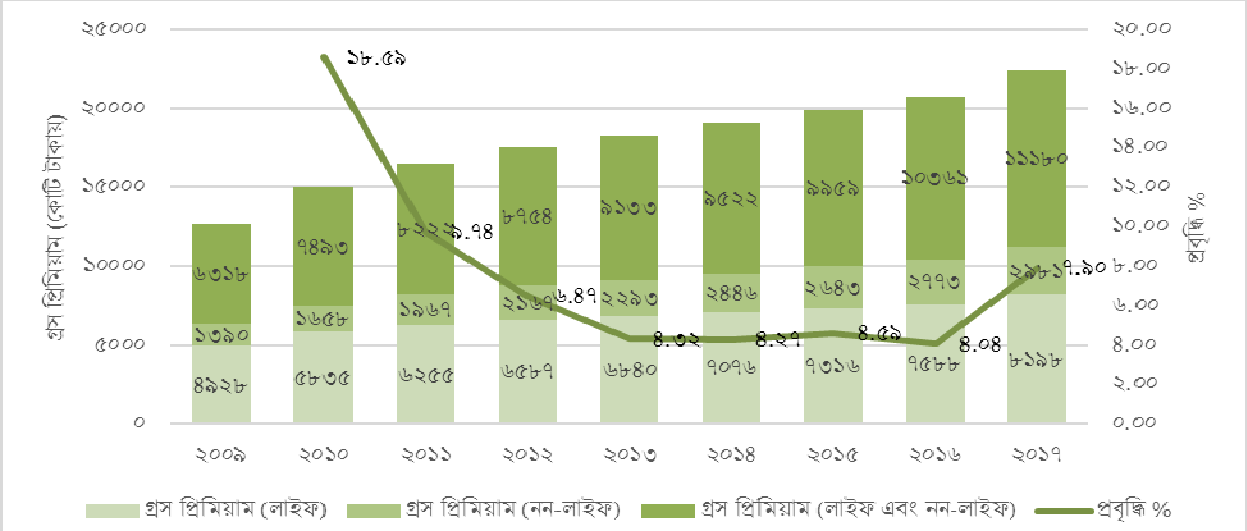

লাইফ বীমা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিকে প্রিমিয়ামের উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধির অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। উল্লেখ্য, আইডিআরএ দাবি নিষ্পত্তির ওপর অধিক গুরুত্ব দেয়ার ফলে বীমার ওপর মানুষের আস্থা যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল। তদুপরি সরকার বীমা খাত উন্নয়নে গুরুত্ব আরোপ করে বীমা উন্নয়ন এবং নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষে কয়েকজন উচ্চ পদস্থ সরকারি কর্মকর্তাকে প্রেষণে নিয়োজিত করে। কর্তৃপক্ষের নির্দেশে বীমাকারী কর্তৃক আয়োজিত বীমা দাবির চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে কর্তৃপক্ষের সরকারি কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থেকে পলিসি গ্রাহকের নিকট চেক বিতরণ করেছে। এটি অত্যন্ত অনুপ্রেরণামূলক যে, গ্রস প্রিমিয়াম প্রবৃদ্ধি

হ্রাসমান হারে হচ্ছিল (১৮.৫৯% থেকে ৪.০৪%) এবং ২০১৬ সালে প্রবৃদ্ধির হার ৪.০৪% হলেও ২০১৭ সালে গ্রস প্রিমিয়ামের প্রবৃদ্ধি হয়েছিল ৭.৯০% (সারণি ৬ এবং লেখচিত্র ৩)। ২০১৭ সালে লাইফ বীমা ব্যবসায় গ্রস প্রিমিয়ামের প্রবৃদ্ধি হার ছিল ৮.০৪% (২০১৬: ৩.৭২%) এবং নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় গ্রস প্রিমিয়ামের প্রবৃদ্ধি হার ছিল ৭.৫২% (২০১৬: ৪.৯১%) (সারণি ৬)। ২০১৩ সাল হতে ২০১৬ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর বীমা খাতে প্রিমিয়ামের ৫% এরও কম হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। কর্তৃপক্ষের নতুন প্রশাসন বেশ কয়েকটি উদ্যোগ নেয়ার ফলে উভয় খাতে প্রিমিয়াম বৃদ্ধি ২০১২ সালে অর্জিত ৬.৪৭% হারের চেয়ে অধিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত বীমা শিল্পের মোট সম্পদের সিংহভাগই ৩৭০৫২ কোটি টাকা এবং ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত ৩৫০১৪ কোটি টাকা লাইফ বীমাকারীর আওতায় ছিল। লাইফ ইন্স্যুরেন্স ব্যবসায়ের সম্পদ ২০১৬ সালের তুলনায় ২০১৭ সালে ৫.৮২% বৃদ্ধি পেয়েছে। নন-লাইফ বীমা ব্যবসায়ে সম্পদের পরিমাণ ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ সালে ৯৭৩৭ কোটি টাকা এবং ২০১৭ সালে ১১১২৪ কোটি টাকা হয়েছে এবং প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১৪.২৫%। নন-লাইফ বীমা খাতে সম্পদের প্রবৃদ্ধির হার বেড়ে যাওয়ায় সামগ্রিকভাবে বীমা শিল্পে সম্পদের বৃদ্ধির হার ২০১৬ সালে ৬.৬৭% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭ সালে ৭.৬৫% হারে বৃদ্ধির পেয়েছিল। এ ছাড়া কয়েকটি বীমাকারীর সম্পদ যুক্তিসঙ্গতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল বলেই ৬.৬৭% থেকে বেড়ে ৭.৬৫% হয়েছে (লেখচিত্র ৪)।

লেখচিত্র ৪
বাংলাদেশের বীমা শিল্পে মোট সম্পদের পরিমাণ এবং প্রবৃদ্ধির হার (২০০৯-২০১৭)

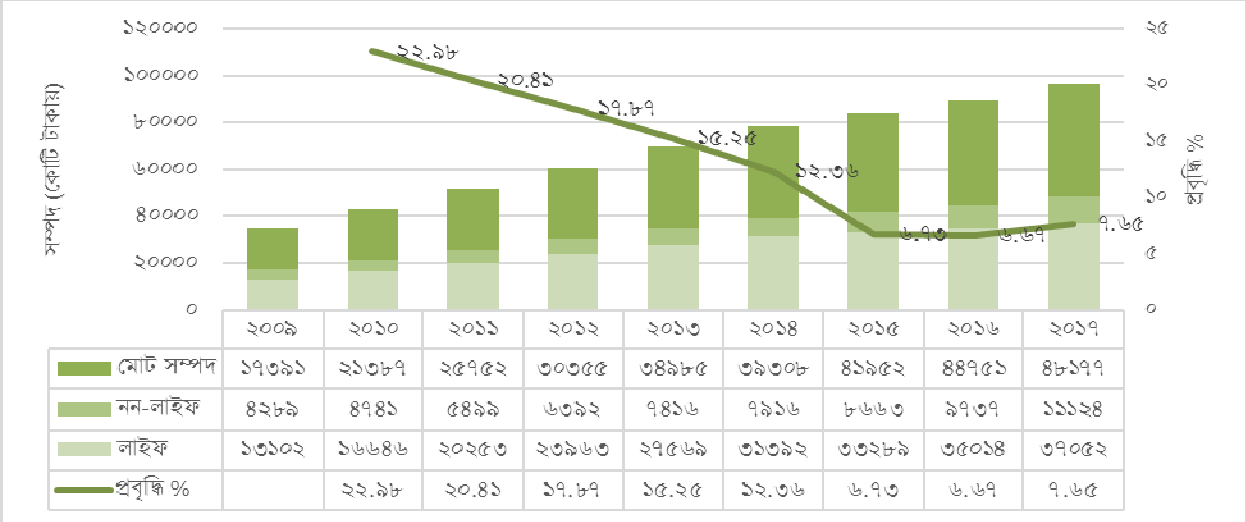

	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭
মোট সম্পদ	১৭৩৯১	২১৩৮৭	২৫৭৫২	৩০৩৫৫	৩৪৯৮৫	৩৯৩০৮	৪১৯৫২	৪৪৭৫১	৪৮১৭৭
নন-লাইফ	৪২৮৯	৪৭৪১	৫৪৯৯	৬৩৯২	৭৪১৬	৭৯১৬	৮৬৬৩	৯৭৩৭	১১১২৪
লাইফ	১৩১০২	১৬৬৪৬	২০২৫৩	২৩৯৬৩	২৭৫৬৯	৩১৩৯২	৩৩২৮৯	৩৫০১৪	৩৭০৫২
প্রবৃদ্ধি %		২২.৯৮	২০.৪১	১৭.৮৭	১৫.২৫	১২.৩৬	৬.৭৩	৬.৬৭	৭.৬৫

লেখচিত্র ৫
বাংলাদেশের বীমাশিল্পে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ এবং প্রবৃদ্ধির হার (২০০৯-২০১৭)

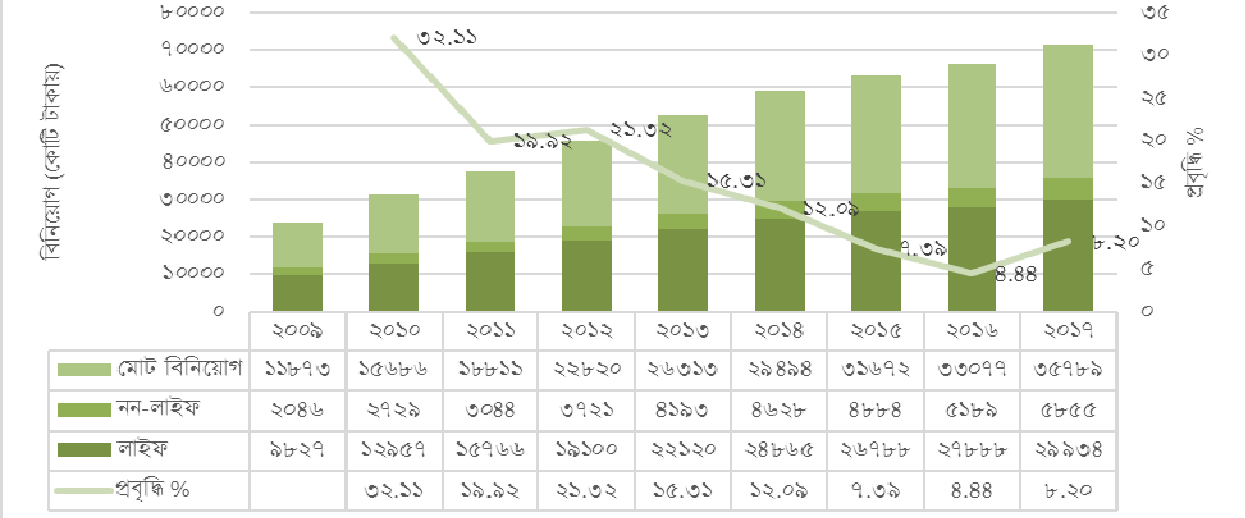

	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭
মোট বিনিয়োগ	১১৮৭৩	১৫৬৮৬	১৮৮১১	২২৮২০	২৬৩১৩	২৯৪৯৪	৩১৬৭২	৩৩০৭৭	৩৫৭৮৯
নন-লাইফ	২০৪৬	২৭২৯	৩০৪৪	৩৭২১	৪১৯৩	৪৬২৮	৪৮৮৪	৫১৮৯	৫৮৫৫
লাইফ	৯৮২৭	১২৯৫৭	১৫৭৬৬	১৯১০০	২২১২০	২৪৮৬৫	২৬৭৮৮	২৭৮৮৮	২৯৯৩৪
প্রবৃদ্ধি %		৩২.১১	১৯.৯২	২১.৩২	১৫.৩১	১২.০৯	৭.৩৯	৪.৪৪	৮.২০

লাইফ ও নন-লাইফ বীমা খাতে বিনিয়োগের পরিমাণের ২০০৯ সালে প্রবৃদ্ধি ছিল ৩২.১১% এবং এই হার ক্রমান্বয়ে কমে ২০১৬ সালে দাঁড়ায় মাত্র ৪.৪৪%। সামগ্রিকভাবে প্রতি বছর বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়ছে তবে প্রবৃদ্ধি হার ছিল ক্রমহ্রাসমান। ২০১৭ সালে কর্তৃপক্ষের পর্যবেক্ষণ এবং পরিবীক্ষণের ফলে বিনিয়োগের পরিমাণের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৮.২০%। মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ২০০৯ সালের ১১৮৭৩ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ২০১৭ সালে ৩৫৭৮৯ কোট টাকা হয়েছে (লেখচিত্র ৫)। ২০১৭ সালের হিসেব অনুযায়ী মোট সম্পদের ৭৪.৮৬% বিনিয়োগ বাংলাদেশের বীমা খাতের একটি উজ্জ্বল সম্ভাবনাকে প্রকাশ করে।

লাইফ বীমা

প্রিমিয়াম

লাইফ বীমা শিল্প ২০১৭ সালে ৮১৯৮.৪৬ কোটি টাকার প্রিমিয়াম আয় করেছে এবং ২০১৬ সনে প্রিমিয়াম আয় ৭৫৮৮.৪৫ কোটি টাকা ছিল, ২০১৭ সনে প্রবৃদ্ধির হার ৮.০৪ শতাংশ (২০১৬ সনে ছিল ৩.৭২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি) (সারণি ৭ এবং লেখচিত্র ৭) অর্জন করেছে। একক বীমা পলিসি ২০১৭ সালে ৬৭.৮০ শতাংশ অবদান রেখেছে (২০১৬ সালে ৬৬.৯৫ শতাংশ) এবং ক্ষুদ্র বীমা পলিসি ২০১৭ সালে ১৪.৬৬ শতাংশ (২০১৬ সালে ১৫.৫৫ শতাংশ) অবদান রেখেছিল। গ্রুপ এবং স্বাস্থ্য বীমা পলিসি ২০১৭ সালে ৬.০ শতাংশ (২০১৬ সালে ৪.৭৯ শতাংশ) এবং তাকাফুল পলিসি মোট গ্রস প্রিমিয়ামের ১১.৫৩ শতাংশ (২০১৬ সালে ১২.৭০ শতাংশ) অবদান রেখেছে (লেখচিত্র ৬ এবং সারণি ৭)। বাংলাদেশ এখনও একটি উন্নয়নশীল পর্যায়ে রয়েছে এবং এখনও আমাদের জনসংখ্যার ১১.৩০% চরম দারিদ্র্য সীমার নীচে রয়ে গেছে (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৯)। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ঋণের ক্ষেত্রে অগ্রণী এবং এ ধারণাটি বিশ্বজুড়ে প্রতিরূপায়িত হচ্ছে। মাইক্রো ইন্স্যুরেন্স বা ক্ষুদ্র বীমা আরও একটি উদাহরণ হতে পারে যার সাহায্যে বাংলাদেশ অতি দরিদ্র মানুষের অনিশ্চয়তা রক্ষা করতে সক্ষম হবে। দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য এবং গরীবের অনিশ্চয়তার বিরুদ্ধে একটি কার্যকর সুরক্ষার জন্য একটি টেকসই মাইক্রো ইনসিওরেন্স ইকোসিস্টেম বিকাশের বিশাল সুযোগ এখনও বাংলাদেশের রয়েছে। বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ ক্ষুদ্র বীমা সম্প্রসারণে ভবিষ্যতে আরও উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

সারণি ৭

লাইফ বীমা শিল্পে উপ-শ্রেণিভিত্তিক গ্রস প্রিমিয়াম এবং উপ-শ্রেণির শেয়ার (%) (২০০৯-২০১৭)

বছর	গ্রস প্রিমিয়াম (কোটি টাকায়)				
	একক	ক্ষুদ্র বীমা	গ্রুপ ও স্বাস্থ্য	তাকাফুল	গ্রস প্রিমিয়াম
২০০৯	৩০১১.৬৪	১২৯১.৫৪	১২৪.৩০	৫০১.০১	৪৯২৮.৪৮
	(৬১.১১)	(২৬.২১)	(২.৫২)	(১০.১৭)	(১০০)
২০১০	৩৪১০.৫৫	১৪৮৩.৩৬	২৮৪.৭২	৬৫৬.৩৮	৫৮৩৫.০১
	(৫৮.৪৫)	(২৫.৪২)	(৪.৮৮)	(১১.২৫)	(১০০)
২০১১	৩৮৭৫.৭৭	১৪৭৪.৪৪	২৫৪.৩১	৬৫০.২২	৬২৫৪.৭৪
	(৬১.৯৭)	(২৩.৫৭)	(৪.০৭)	(১০.৪০)	(১০০)
২০১২	৪১৮৯.৪৯	১৪০৪.৮৯	২৬৪.৬৩	৭২৮.০৯	৬৫৮৭.১০
	(৬৩.৬০)	(২১.৩৩)	(৪.০২)	(১১.০৫)	(১০০)
২০১৩	৪৫২৪.৮৭	১৩৪৩.৮০	৩২১.০২	৬৫০.০২	৬৮৩৯.৭১
	(৬৬.১৬)	(১৯.৬৫)	(৪.৬৯)	(৯.৫০)	(১০০)
২০১৪	৪৬৫৮.৪০	১২৮১.২৬	৩০৫.৯০	(৮৩০.৭৫	৭০৭৬.৩২
	(৬৫.৮৩)	(১৮.১১)	(৪.৩২)	(১১.৭৪)	(১০০)
২০১৫	৪৮০২.১৯	১২৯০.৮৫	৩৩৪.২৪	৮৮৮.৮১	৭৩১৬.০৯
	(৬৫.৬৪)	(১৭.৬৪)	(৪.৫৭)	(১২.১৫)	(১০০)
২০১৬	৫০৮০.৭৩	১১৮০.২৭	৩৬৩.৬১	৯৬৩.৮৫	৭৫৮৮.৪৫
	(৬৬.৯৫)	(১৫.৫৫)	(৪.৭৯)	(১২.৭০)	(১০০)
২০১৭	৫৫৫৮.৮৮	১২০২.১৭	৪৯১.৭৩	৯৪৫.৬৭	৮১৯৮.৪৬
	(৬৭.৮০)	(১৪.৬৬)	(৬.০০)	(১১.৫৩)	(১০০)

নোটঃ বন্ধনীর মধ্যের সংখ্যা শতকরা হিসেবে প্রদর্শন করছে

লেখচিত্র ৬
লাইফ বীমা শিল্পে উপ-শ্রেণিভিত্তিক গ্রস প্রিমিয়ামের শেয়ার (২০০৯-২০১৭)

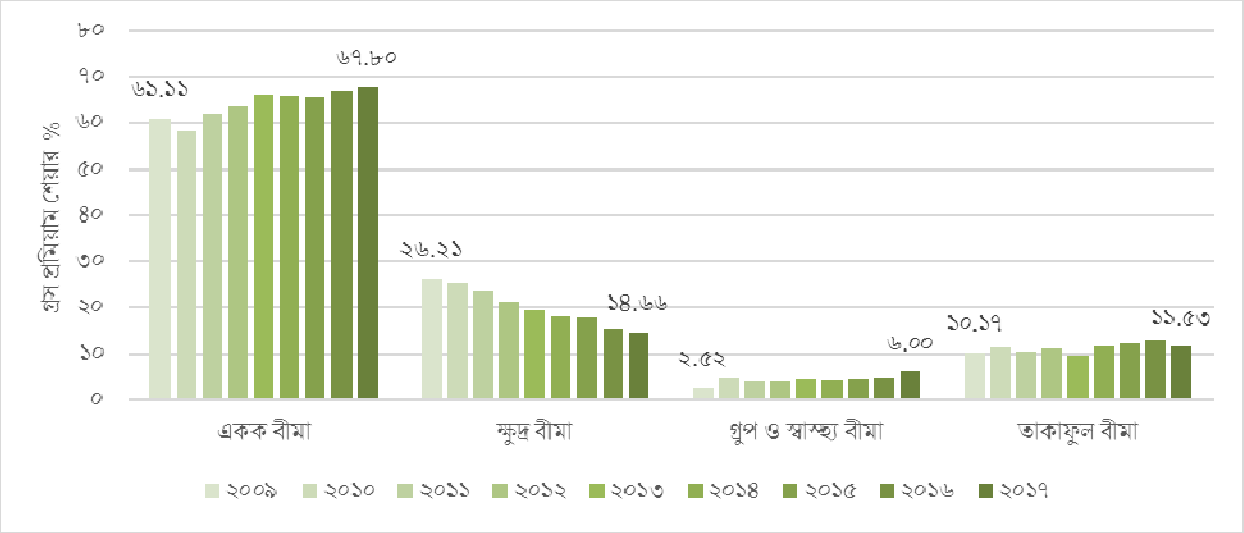

লেখচিত্র ৭
লাইফ বীমা শিল্পে গ্রস প্রিমিয়ামের পরিমাণ এবং প্রবৃদ্ধির হার (২০০৯-২০১৭))

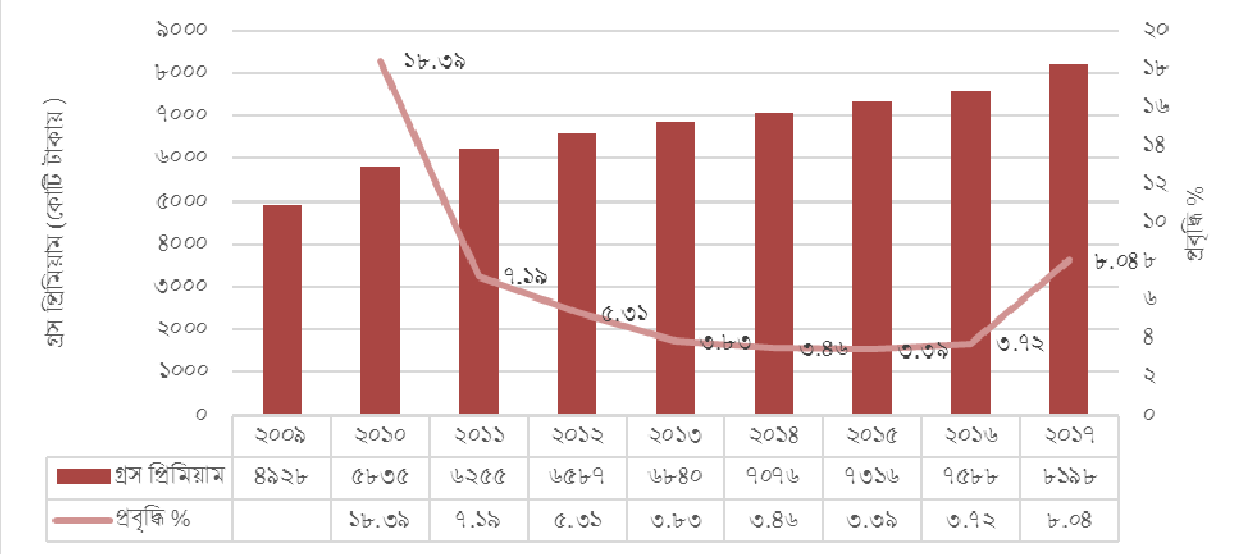

লাইফ বীমা ব্যবসায় নতুন ব্যবসা এবং নবায়ন প্রিমিয়াম

২০১৭ সালে লাইফ বিমাকারীর প্রাপ্ত নবায়ন প্রিমিয়ামের (২য় বর্ষ এবং তৃতীয় ও তদূর্ধ্ব বর্ষ) পরিমাণ মোট প্রিমিয়ামের ৬৫.৯৩ শতাংশ (পূর্ববর্তী বছর ৬৮.২৫ শতাংশ) ছিল এবং নতুন ব্যবসায় প্রিমিয়াম মোট প্রিমিয়ামের বাকী ৩৪.০৭ শতাংশ (গত বছরে ৩১.৭৫ শতাংশ) অবদান রেখেছে। তৃতীয় এবং তদূর্ধ্ব বছরের নবায়ন প্রিমিয়াম লাইফ বীমাকারীর প্রাপ্ত মোট প্রিমিয়ামের ২০১৭ সালে ৫৪.২৩ শতাংশ (পূর্ববর্তী বছরে ৫৫.৬৩ শতাংশ) ছিল, দ্বিতীয় বৎসরের নবায়ন প্রিমিয়াম বাকি ১১.৭০ শতাংশ (পূর্ববর্তী বছরে ১২.৬২ শতাংশ) হয়েছিল। প্রথম বছরের তথা নুতন পলিসির মাধ্যমে সংগৃহীত গ্রস প্রিমিয়ামের প্রবণতার অংশটি ক্রমবর্ধমান প্রবণতা দেখায় তবে দ্বিতীয় বছরের প্রিমিয়াম সংগ্রহের নিম্ন হারের প্রবণতা উৎসাহব্যাঞ্জক নয় এবং এটি ইঙ্গিত দেয় যে বীমা শিল্পে পলিসি তামাদির হার খুব বেশি। লাইফ বীমা শিল্পে মোট প্রিমিয়াম আয়ের গতি বাড়ানোর বিপক্ষে মারাত্মক ক্ষতির কারণ হিসেবে উচ্চ তামাদি হার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ (সারণি ৮ এবং লেখচিত্র ৮)।

লাইফ বীমা শিল্পে ২০১৭ সালে নবায়ন প্রিমিয়ামের প্রবৃদ্ধি হার ছিল ৪.৩৩ শতাংশ (পূর্ববর্তী বছর -০.৬৯ শতাংশ)। নতুন ব্যবসায় প্রিমিয়াম পূর্ববর্তী বছরের ১৪.৬৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধির তুলনায় ১৫.৯৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। ২০১১ থেকে ২০১৩ সালে প্রথম বর্ষের প্রিমিয়ামের বৃদ্ধির হার সন্তোষজনক ছিল না তবে ২০১৪ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে প্রথম বর্ষের প্রিমিয়ামের বৃদ্ধির হার সন্তোষজনক ছিল। ২০১৩ ও ২০১৪ সালে দ্বিতীয় বর্ষের নবায়ন প্রিমিয়ামের প্রবৃদ্ধির হার সন্তোষজনক ছিল না এবং এটি ঋণাতক প্রবৃদ্ধি প্রদর্শন করেছে (লেখচিত্র ৯)। ২০১৫ থেকে ২০১৬ সালে দ্বিতীয় বর্ষের প্রিমিয়ামের বৃদ্ধির হার সন্তোষজনক ছিল তবে ২০১৭ সাল থেকে দ্বিতীয় বছরের প্রিমিয়ামের বৃদ্ধির হার সন্তোষজনক ছিল না এবং এ হার এক শতাংশেরও কম হয়েছিল। ২০১০ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে তৃতীয় এবং তদূর্ধ্ব বছরের প্রিমিয়াম বৃদ্ধির হারটি খুব ভাল ছিল তবে তার পরে বৃদ্ধির হার নেতিবাচক ছিল। তবে ২০১৭ সালে বৃদ্ধির হার কিছুটা সন্তোষজনক ছিল (৫.৩৩%) (সারণি ৯)। নবায়ন প্রিমিয়ামের বৃদ্ধির হার স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত প্রদান করছে যে পলিসি তামাদির হওয়ার প্রবণতা খুব বেশি এবং বীমাকারীরা পলিসি গ্রাহকের সঠিকভাবে আন্ডাররাইট করতে সক্ষম হয় নি।

সারণি ৮

লাইফ বীমা শিল্পে প্রথম বর্ষ (নুতন ব্যবসা) এবং নবায়ন প্রিমিয়াম (২০০৯-২০১৭)

বছর	গ্রস প্রিমিয়াম (কোটি টাকা)			
	১ম বর্ষ	২য় বর্ষ	৩য় বর্ষ এবং তদূর্ধ্ব	মোট
২০০৯	১৮০৫.৪৭	৭২৬.৭০	২৩৯৬.১৮	৪৯২৮.৩৫
	(৩৬.৬৩)	(১৪.৭৫)	(৪৮.৬২)	(১০০)
২০১০	২১৬৩.২৯	১০০২.৮৭	২৬৬৮.৮১	৫৮৩৪.৯৭
	(৩৭.০৭)	(১৭.১৯)	(৪৫.৭৪)	(১০০)
২০১১	২০৪৪.২৭	১০৪৫.৭৯	৩১৬৪.৪৮	৬২৫৪.৫৩
	(৩২.৬৮)	(১৬.৭২)	(৫০.৫৯)	(১০০)
২০১২	১৭৩৪.৯৭	১০৫১.৩৭	৩৮০০.৬২	৬৫৮৬.৯৫
	(২৬.৩৪)	(১৫.৯৬)	(৫৭.৭০)	(১০০)
২০১৩	১৫৮৮.৫২	৮৮৬.৩২	৪৩৬৪.৮৭	৬৮৩৯.৭১
	(২৩.২২)	(১২.৯৬)	(৬৩.৮২)	(১০০)
২০১৪	১৮৮৫.৮৭	৭৭৯.০৭	৪৪১১.২৭	৭০৭৬.২২
	(২৬.৬৫)	(১১.০১)	(৬২.৩৪)	(১০০)
২০১৫	২১০১.০৮	৮৫৩.৯৪	৪৩৬০.৭১	৭৩১৫.৭৪
	(২৮.৭২)	(১১.৬৭)	(৫৯.৬১)	(১০০)
২০১৬	২৪০৯.২১	৯৫৭.৭৪	৪২২১.১৬	৭৫৮৮.১১
	(৩১.৭৫)	(১২.৬২)	(৫৫.৬৩)	(১০০)
২০১৭	২৭৯২.৯২	৯৫৯.৫৭	৪৪৪৫.৯৭	৮১৯৮.৪৬
	(৩৪.০৭)	(১১.৭০)	(৫৪.২৩)	(১০০)

নোটঃ বন্ধনীর মধ্যের সংখ্যা শতকরা হিসেবে প্রদর্শন করছে

সারণি ৯

১ম বর্ষ, ২য় বর্ষ এবং ৩য় বর্ষ ও তদূর্ধ্ব বর্ষ গ্রস প্রিমিয়াম প্রবৃদ্ধি (%) (২০০৯ -২০১৭)

বছর	১ম বর্ষ প্রিমিয়াম	২য় বর্ষ প্রিমিয়াম	৩য় ও তদূর্ধ্ব বর্ষ প্রিমিয়াম
২০১০	১৯.৮২	৩৮.০০	১১.৩৮
২০১১	-৫.৫০	৪.২৮	১৮.৫৭
২০১২	-১৫.১৩	০.৫৩	২০.১০
২০১৩	-৮.৪৪	-১৫.৭০	১৪.৮৫
২০১৪	১৮.৭২	-১২.১০	১.০৬
২০১৫	১১.৪১	৯.৬১	-১.১৫
২০১৬	১৪.৬৭	১২.১৬	-৩.২০
২০১৭	১৫.৯৩	০.১৯	৫.৩৩

লেখচিত্র ৮

প্রথম বর্ষ (নুতন প্রিমিয়াম), ২য় বর্ষ এবং ৩য় বর্ষ প্রিমিয়ামের মোট গ্রস প্রিমিয়ামের শতকরা শেয়ার (২০০৯-২০১৭)

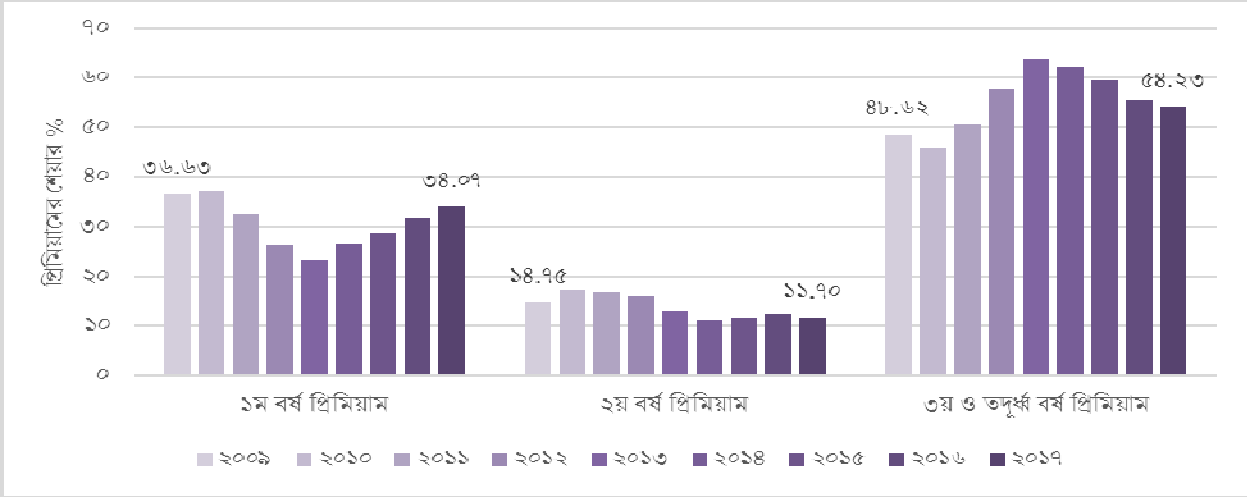

লেখচিত্র ৯

প্রথম বর্ষ, ২য় বর্ষ এবং ৩য় বর্ষ গ্রস প্রিমিয়ামের প্রবৃদ্ধির হার (২০০৯-২০১৭)

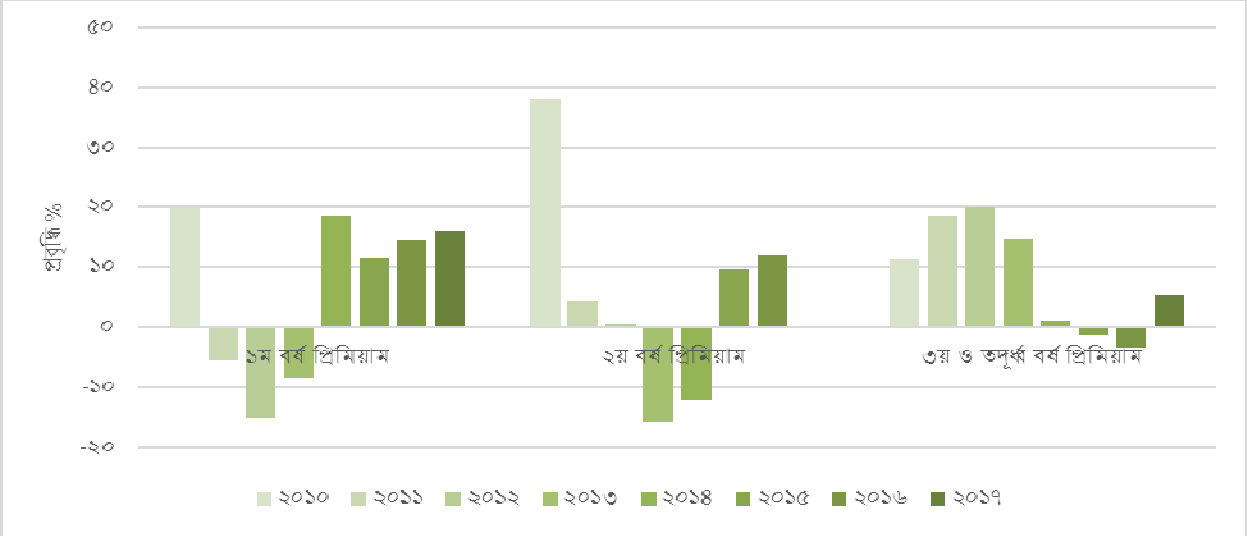

লাইফ বীমা ব্যবসায় মার্কেট শেয়ার

মোট প্রিমিয়াম আয়ের ভিত্তিতে হিসেব করলে মেটলাইফ ক্রমাগত বাজারে প্রভাবশালী অবস্থান ধরে রেখেছে। ২০১৭ সালে মেটলাইফ মার্কেট শেয়ার ১.৫০% বাড়িয়ে ২৮.১৪% থেকে ২৯.৬৪% এ উন্নীত করেছে। ফারইস্ট ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি মোট বাজারের ১২.৩৫% নিয়ে দ্বিতীয় বৃহত্তম লাইফ বীমাকারী, ১০.৬৩% নিয়ে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে ন্যাশনাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি, ডেল্টা লাইফ ৭.৬৩%, পপুলার লাইফ ৬.১২% এবং মেঘনা লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির মোট গ্রস প্রিমিয়ামের ৫.২৩% অংশ সংগ্রহ করেছে। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন জীবন বীমা কর্পোরেশনের সংগৃহীত গ্রস প্রিমিয়াম লাইফ বীমা শিল্পের মোট গ্রস প্রিমিয়ামের মাত্র ৫.৮০% অংশ। ন্যাশনাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির মার্কেট শেয়ার ২০১৬ সালের তুলনায় ১০.৭০% থেকে কিছুটা হ্রাস পেয়ে ১০.৬৩% এ দাঁড়িয়েছে। একইভাবে পপুলার লাইফের তার পূর্ববর্তী বছরগুলোর তুলনায় প্রায় ২% কমে ২০১৭ সালে মার্কেট শেয়ার হয়েছে ৬.১২%। পপুলার লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির মার্কেট শেয়ার ২০১৬ সালের ৭.৯২ শতাংশ থেকে কমে ২০১৭ সালে ৬.১২ শতাংশে এবং ডেল্টা লাইফের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে ২০১৬ সালের ৭.৭৬% থেকে কমে ৭.৭২% হয়েছে। বায়রা, আলফা, বেষ্ট, ডায়মন্ড, চাটার্ড, গোল্ডেন, যমুনা, এলআইসি, মার্কেন্টাইল, এনআরবি গ্লোবাল, প্রগ্রেসিভ, প্রোটেক্টিভ, স্বদেশ, ট্রাষ্ট এবং জেনিথ প্রত্যেক বীমাকারীর মার্কেট শেয়ার শতকরা এক ভাগেরও কম । জীবন বীমা কর্পোরেশন (জেবিসি), গার্ডিয়ান লাইফ, প্রাইম ইসলামী লাইফ এবং সোনালী লাইফ বীমাকারীর দক্ষতা ২০১৬ সালের তুলনায় ২০১৭ সালে ভাল ছিল (সারণি ১০)।

সারণি ১০

বীমাকারীভিত্তিক গ্রস প্রিমিয়াম এবং মার্কেট শেয়ার ২০১৫, ২০১৬ এবং ২০১৭

বীমাকারী	২০১৫		২০১৬		২০১৭	
	গ্রস প্রিমিয়াম (কোটি টাকায়)	মার্কেট শেয়ার (%)	গ্রস প্রিমিয়াম (কোটি টাকায়)	মার্কেট শেয়ার (%)	গ্রস প্রিমিয়াম (কোটি টাকায়)	মার্কেট শেয়ার (%)
আলফা	৩.৪৬	০.০৫	৫.৫৩	০.০৭	৬.০৯	০.০৭
বায়রা	১২.৩১	০.১৭	১৮.০৮	০.২৪	১৩.৯৯	০.১৭
বেস্ট	৭.৫৩	০.১	৮.১	০.১১	১১.৩৪	০.১৪
চার্টার্ড	৫.৩১	০.০৭	৭	০.০৯	৮.৫১	০.১
ডায়মন্ড	৯.১৬	০.১৩	৪.০১	০.০৫	১৩.৩৮	০.১৬
ডেল্টা	৫৫৮.২৪	৭.৬৩	৫৮৮.৬৬	৭.৭৬	৬২৫.১	৭.৬৩
ফারইষ্ট	৮৫১.১২	১১.৬৪	৯২৫.৫	১২.২	১০১২.০৪	১২.৩৫
গোল্ডেন	৫৫.২	০.৭৫	৩১.৭৭	০.৪২	২৫.০৫	০.৩১
গার্ডিয়ান	১০.৭৫	০.১৫	৪৬.১২	০.৬১	১৫০.৭১	১.৮৪
হোমল্যান্ড	১৩৮.১৯	১.৮৯	১১৭.২৮	১.৫৫	১১৩.২৬	১.৩৮
যমুনা	৮.৫৪	০.১২	৯.৪৩	০.১২	১০.৭৫	০.১৩
জীবীক	৪০৩.৭৪	৫.৫২	৪১২.৫১	৫.৪৪	৪৭৪.৭২	৫.৮
এলআইসি	০	০	০.১৪	০	৭.২৯	০.০৯
মেঘনা	৪৩৫.১৫	৫.৯৫	৪২৪.২৬	৫.৫৯	৪২৮.৬১	৫.২৩
মার্কেন্টাইল	৭.২৯	০.১	৮.৩১	০.১১	১০.২৩	০.১২
মেটলাইফ	১৯৩০.০১	২৬.৩৯	২১৩৩.৭৬	২৮.১৪	২৪২৮.১৪	২৯.৬৪
ন্যাশনাল	৭৮১.৫৯	১০.৬৯	৮১১.০৬	১০.৭	৮৭১.১১	১০.৬৩
এনআরবি গ্লোবাল	৪.৯৪	০.০৭	৩.৩৭	০.০৪	৩.১৬	০.০৪
পদ্মা	১৪৩.৫৭	১.৯৬	১৩৩.০৬	১.৭৫	১০৮.৫৩	১.৩২
পপুলার	৬৭০.১১	৯.১৬	৬০০.৫৭	৭.৯২	৫০১.১৬	৬.১২
প্রগতি	১৯৮.৯৮	২.৭২	২২০.৫	২.৯১	২৩১.৯৬	২.৮৩
প্রাইম	২৬০.৭	৩.৫৬	৩১২.১২	৪.১২	৩৪৭.১২	৪.২৪
প্রগ্রেসিভ	৮৯.০২	১.২২	৮০.৫৫	১.০৬	৭৪.৬১	০.৯১
প্রটেক্টিভ	৫.১১	০.০৭	৭.৪৩	০.১	১২.১৯	০.১৫
রূপালী	১৯০.৭১	২.৬১	২০২.২৫	২.৬৭	২০৪.৮২	২.৫
সন্ধানী	২১৬.৩	২.৯৬	১৮১.০৫	২.৩৯	১৮২.০৯	২.২২
স্বদেশ	১.৭৯	০.০২	১.৮৯	০.০২	৩.২৯	০.০৪
সোনালী	২৩.৬৪	০.৩২	১৯.৫৫	০.২৬	৪০.৭৫	০.৫
সানফ্লাওয়ার	৮৯.০৫	১.২২	১১৮.৭৩	১.৫৭	১১৯.৬৩	১.৪৬
সানলাইফ	১৬৫.৩	২.২৬	১১৩.৭২	১.৫	১০৮.৪৭	১.৩২
ট্রাস্ট	১৬.৯৯	০.২৩	২০.১৪	০.২৭	১৮.৬৬	০.২৩
জেনীথ	১৯.০৭	০.২৬	১৬.৯৭	০.২২	২৪.৯২	০.৩
মোট	৭৩১২.৮৩	১০০	৭৫৮৩.৪৫	১০০	৮১৯১.৬৫	১০০

মোট প্রিমিয়াম আয়ে শীর্ষ দশ বীমাকারীদের অবদান

লেখচিত্র ১০ এ দেখা যায় যে, মেটলাইফ, ফারইস্ট ইসলামী, ন্যাশনাল, ডেল্টা, পপুলার, জীবন বীমা কর্পোরেশন, মেঘনা, প্রাইম, প্রগতি এবং রূপালী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি ২০১৭ সালে লাইফ বীমার বাজারের শেয়ারে শীর্ষ দশে অবস্থান করেছে। শীর্ষ দশটি বীমাকারী সম্মিলিতভাবে ২০১৭ সালে লাইফ বীমার গ্রস প্রিমিয়ামের ৮৬.৯০ শতাংশ সংগ্রহ করে এবং ২০১৬ সালে এই হার প্রায় একই ছিল যা ৮৭.৩৯ শতাংশ। লাইফ ইন্স্যুরেন্সের অন্যান্য ২২ বীমাকারীর ২০১৭ সালে লাইফ বীমার গ্রস প্রিমিয়ামের মাত্র ১৩.১০ শতাংশ সংগ্রহ করেছিল যা ২০১৬ সালে ছিল ১২.৬১ শতাংশ। লাইফ বীমা শিল্পে ছোট ছোট বীমাকারীর মার্কেট শেয়ার গত চার বছরে ধীরে ধীরে কমে গেছে।

লেখচিত্র ১০

মোট প্রিমিয়াম আয়ে শীর্ষ দশ বীমাকারীর অবদান (২০০৯-২০১৭)

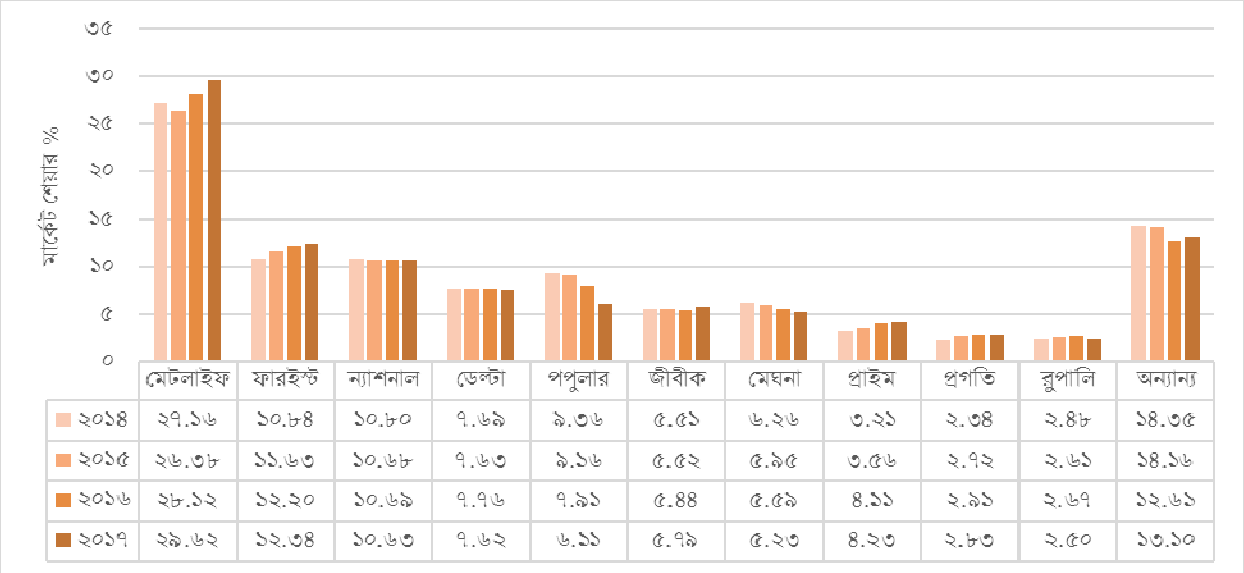

	মেটলাইফ	ফারইস্ট	ন্যাশনাল	ডেল্টা	পপুলার	জীবীক	মেঘনা	প্রাইম	প্রগতি	রুপালি	অন্যান্য
২০১৪	২৭.১৬	১০.৮৪	১০.৮০	৭.৬৯	৯.৩৬	৫.৫১	৬.২৬	৩.২১	২.৩৪	২.৪৮	১৪.৩৫
২০১৫	২৬.৩৮	১১.৬৩	১০.৬৮	৭.৬৩	৯.১৬	৫.৫২	৫.৯৫	৩.৫৬	২.৭২	২.৬১	১৪.১৬
২০১৬	২৮.১২	১২.২০	১০.৬৯	৭.৭৬	৭.৯১	৫.৪৪	৫.৫৯	৪.১১	২.৯১	২.৬৭	১২.৬১
২০১৭	২৯.৬২	১২.৩৪	১০.৬৩	৭.৬২	৬.১১	৫.৭৯	৫.২৩	৪.২৩	২.৮৩	২.৫০	১৩.১০

প্রিমিয়াম রিটেনশন

২০১৭ সালে ২৯.৮৩ কোটি টাকা লাইফ বীমাকারীসমূহ পুনঃবীমা প্রিমিয়াম পরিশোধ করেছে এবং ২০১৬ সালে পুনঃবীমা প্রিমিয়াম পরিশোধ করা হয় ২৩.৩৪ কোটি টাকা। ২০১৭ সালের জন্য লাইফ বীমা শিল্পে রিটেনশনের অনুপাত ছিল ৯৯.৬৪% এবং ২০১৬ সালে এ হার ছিল ৯৯.৬৯% (সারণি ১১) । রিটেশনের হার প্রায় শতভাগ হওয়ার মূল কারণ হচ্ছে বাংলাদেশে পলিসির মোট বীমা অংকের আকার অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র আকারের হওয়ায় লাইফ বীমাকারীরা বিদেশী পুনঃবীমাকারীকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয় নি।

সারণি ১১

গ্রস প্রিমিয়াম, নীট প্রিমিয়াম, পুনঃবীমায় পরিশোধ এবং রিটেনশন % (কোটি টাকায়)

বছর	নীট প্রিমিয়াম	গ্রস প্রিমিয়াম	পুনঃবীমায় পরিশোধ	রিটেনশন %
২০০৯	৪৯১৮.২৬	৪৯২৮.৪৮	১০.২২	৯৯.৭৯
২০১০	৫৮২১.৫৭	৫৮৩৫.০১	১৩.৪৪	৯৯.৭৭
২০১১	৬২৪০.৪০	৬২৫৪.৭৪	১৪.৩৩	৯৯.৭৭
২০১২	৬৫৬৭.৭৬	৬৫৮৭.১০	১৯.৩৪	৯৯.৭১
২০১৩	৬৮২৩.৪৬	৬৮৩৯.৭১	১৬.২৫	৯৯.৭৬
২০১৪	৭০৫৯.৬৩	৭০৭৬.৩২	১৬.৬৯	৯৯.৭৬
২০১৫	৭২৯৯.৫৭	৭৩১৬.০৯	১৬.৫৩	৯৯.৭৭
২০১৬	৭৫৬৫.১১	৭৫৮৮.৪৫	২৩.৩৪	৯৯.৬৯
২০১৭	৮১৬৮.৬৩	৮১৯৮.৪৬	২৯.৮৩	৯৯.৬৪

লাইফ বীমা ব্যবসায় পলিসির সংখ্যা

২০১৬ সালের বিক্রিত পলিসির চেয়ে ৫.১৭ % কমে ২০১৭ সালে লাইফ বীমাকারী ১৮৩২৬১২ নতুন বীমা পলিসি বিক্রয় করেছিল এবং ২০১৬ সালে নুতন পলিসি বিক্রয় হয় ১৯৩২৫০১টি। লাইফ বীমা শিল্পে ২০১৭ সালের শেষের দিকে চলমান পলিসির সংখ্যা হয় ১০৯৫১৯২০টি (২০১৬: ১০৫০৬০৫১)। চলমান বীমা পলিসিগুলি ২০১২ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত ধীরে ধীরে হ্রাস পেয়েছে তবে ২০১৭ সালে চলমান পলিসি ৪.২৪% হারে বৃদ্ধি পেয়েছে (সারণি ১২)। লাইফ বীমা ব্যবসা সম্প্রসারণ না হওয়ার অন্যতম কারণ উচ্চ হারে পলিসি তামাদি হয়ে যাওয়া (লেখচিত্র ১২)।

এই পরিসংখ্যান বাংলাদেশে নিম্নমাত্রার পেনিট্রেশন চিত্রই বিধৃত হচ্ছে এবং লাইফ বীমাকারীদের লাইফ বীমা ব্যবসাকে আরও বিকাশ ও সম্প্রসারিত করতে হবে। বীমাকারীরা পলিসিগ্রাহককে তাদের পণ্য ক্রয়ের জন্য আকর্ষণ করতে সক্ষম হচ্ছে না। বাংলাদেশে লাইফ বীমা পণ্য পর্যালোচনা করার কোনও প্রমাণ নেই এবং দেশে উদ্ভাবনী বীমা পণ্য না থাকার কারণে পেনিট্রেশন হার নিতান্তই কম।

বাংলাদেশের ১৬০ মিলিয়ন জনসংখ্যার শতকরা মাত্র দশ ভাগ লোকের লাইফ বীমা পলিসি রয়েছে এবং এই পরিসংখ্যানও নিম্ন পেনিট্রেশন এবং নিম্ন বীমা অন্তর্ভুক্তির (ইন্স্যুরেন্স ইনক্লুশন) প্রকাশ করে। লাইফ বীমার প্রসারের জন্য বিমাকারীসমূহকে অপ্রচলিত এবং সম্ভাবনাময় বাজার খুঁজে বের করতে হবে।

সারণি ১২
লাইফ ইন্স্যুরেন্স ব্যবসায় বিভিন্ন ধরনের পলিসির বিবরণ (২০০৯-২০১৭)

বছর	চলমান পলিসি	নুতন পলিসি	তামাদি পলিসি	সমর্পিত পলিসি	পুনর্জীবিত পলিসি
২০০৯	১০১০৩৪০২	৩৪২৭২০৭	২৩০৪১৬৬	২৯৮৮৭	৪৪৮৭০৫
২০১০	১২৫০৭৫০৬	৩৪৭৪৫৫৮	২০৩৭১২৩	৩৪৪৯০	১৩০১৬৭৮
	(২৩.৭৯)	(১.৩৮)	(-১১.৫৯)	(১৫.৪০)	(১৯০.১০
২০১১	১৩০১৭৮২১	২৭২৫৫৬৩	২২৮৯২৮২	৪২০৪২	৫৩৩৭৫৯
	(৪.০৮)	(-২১.৫৬)	(১২.৩৮)	(২১.৯০)	(-৫৮.৯৯)
২০১২	১২৮১৭২৫০	১৬৮০০৭২	১৮৪০৮৯৪	৫৭৮১০	৬৫৩৭৩৩
	(-১.৫৪)	(-৩৮.৩৬)	(-১৯.৫৯)	(৩৭.৫১)	(২২.৪৮)
২০১৩	১২৬০৪৬১১	১৪৭৬২৫৪	১৫৩৬৪৯৪	৭২৪০২	৫২৮৪৩১
	(-১.৬৬)	(-১২.১৩)	(-১৬.৫৪)	(২৫.২৪)	(-১৯.১৭)
২০১৪	১২৩৮৮৬৯৮	১৬১৪১৮৫	১৪০১০১৫	৭৫৮৮৬	৪৩৬৭২৮
	(-১.৭১)	(৯.৩৪)	(-৮.৮২)	(৪.৮১)	(-১৭.৩৫)
২০১৫	১১৫২২২০৯	১৭৩৯২১৫	১৬৮৫৮৯৪	৯২৮৩৯	৩১৪৩০৮
	(-৬.৯৯)	(৭.৭৫)	(২০.৩৩)	(২২.৩৪)	(-২৮.০৩)
২০১৬	১০৫০৬০৫১	১৯৩২৫০১	১৪০৮২২২	৮২৫০৯	৪৪৬২৯৮
	(-৮.৮২)	(১১.১১)	(-১৬.৪৭)	(-১১.১৩)	(৪১.৯৯)
২০১৭	১০৯৫১৯২০	১৮৩৯১২৬	১০০৫৪৯৭	১৫৭৩৯০	৩৮০৩৩০
	(৪.২৪)	(-৪.৮৩)	(-২৮.৬০)	(৯০.৭৫)	(-১৪.৭৮)

নোটঃ বন্ধনীর মধ্যের সংখ্যা প্রবৃদ্ধি নির্দেশ করে

লাইফ বীমা শিল্পে ২০১৬ সালে তামাদি বীমা পলিসির সংখ্যা ছিল ১৪০৮২২২টি এবং ২০১৭ সালে পূর্বের বছরের তুলনায় ২৮.৬০% হ্রাস পেয়ে মোট ১০০৫৪৯৭টি তামাদি হয়ে যায়। ২০১১ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত পলিসি তামাদির ক্রমবর্ধমান প্রবণতা রয়েছে। তবে ২০১৬ এবং ২০১৭ সালে তামাদি পলিসি ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে (লেখচিত্র ১২)।

কিছু বীমাকারীর প্রচারমূলক কার্যক্রম বীমা পলিসিসমূহের পুনরুদ্ধার করতে বীমা গ্রাহকদের আকর্ষণ করছে। প্রতিটি বছর নির্দিষ্ট সংখ্যক পলিসি পুনরুদ্ধার হয় এবং ২০১৭ সালে ৩৮০৩৩০টি পলিসি পুনরায় চালু হয়েছিল। সারণি ১২ এবং লেখচিত্র ১১ দেখা যায় যে, পুনর্জীবিত পলিসি তুলনায় তামাদি পলিসির সংখ্যা অধিক এবং এই পরিস্থিতি মোট চলামান পলিসির সংখ্যাকে প্রভাবিত করে।

প্রায় সকল বিমাকারী উচ্চ তামাদি হারের জন্য দায়ী তবে বিশেষত বায়রা, ফারইস্ট, গোল্ডেন, প্রগ্রেসিভ, প্রাইম ইসলামী, পদ্মা ইসলামী, মেটলাইফ, পপুলার, ন্যাশনাল, সন্ধানী, ডেল্টা, প্রগতি, মেঘনা, প্রাইম এবং সানফ্লাওয়ার লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিসমূহ বেশি দায়ী। লাইফ বীমা ব্যবসায়ে পলিসি তামাদির উচ্চ হারের প্রবণতা কমাতে কর্তৃপক্ষ গুরুতর পদক্ষেপ নেবে।

লেখচিত্র ১১

লাইফ বীমা খাতে পলিসির সংখ্যা (২০০৯-২০১৭)

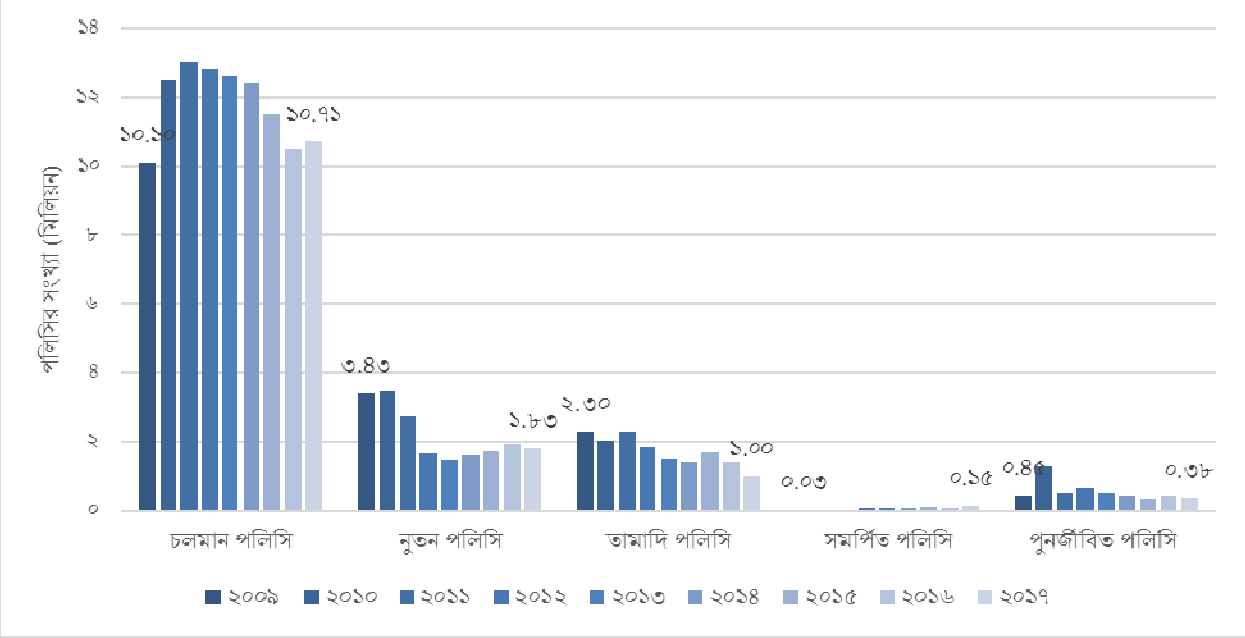

লেখচিত্র ১২

লাইফ বীমা ব্যবসায় তামাদি পলিসির সংখ্যা (২০০৯-২০১৭)

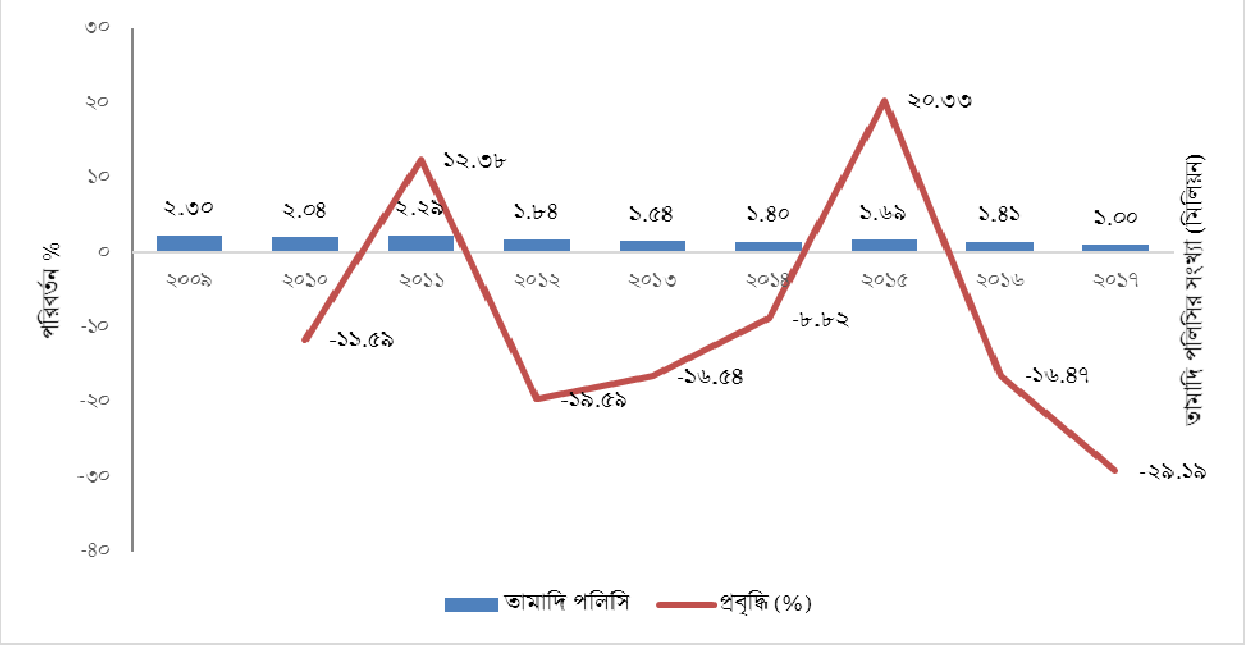

লাইফ ফান্ড

সকল ব্যয় বাদ দিয়ে এবং দাবি পরিশোধের পরে প্রিমিয়াম আয় থেকে প্রাপ্ত অংকটি হচ্ছে লাইফ ফান্ড। লাইফ ফান্ডের প্রকৃতির কারণে এটি বাড়তে ও কমে যেতে পারে। অনুমোদিত সীমাবদ্ধতার চেয়ে অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা ব্যয় লাইফ ফান্ডকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে।

বাংলাদেশের লাইফ বীমা ব্যবসায় লাইফ ফান্ডের পরিমাণের ক্রমহ্রাসমান প্রবণতা উদ্বেগজনক পরিস্থিতি প্রদর্শন করছে (লেখচিত্র ১৩)। যদিও লাইফ ফান্ড পলিসি গ্রাহকদের দায় পরিশোধের ক্ষেত্রে কোম্পানির আর্থিক শক্তি প্রকাশ করে, আমাদের দেশের বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের লাইফ ফান্ড বাড়ানোর ক্ষেত্রে আন্তরিকতা প্রদর্শন করে না। লাইফ বিমাকারীদের লাইফ ফান্ড ২০১৬ সালের তুলনায় ২০১৭ সালে ৪.৫১ শতাংশ প্রবৃদ্ধি করেছে। পপুলার লাইফ, গোল্ডেন, ডায়মন্ড, এনআরবি গ্লোবাল, পদ্মা ইসলামী, সন্ধনী, স্বদেশ ও সানলাইফের লাইফ ফান্ড উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে যা কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এ শিল্পের লাইফ ফান্ড ক্রম হ্রাসমান হারে কমে যাচ্ছে বর্ণিত কয়েকটি বীমাকারীর জন্য এবং এই প্রবণতার কারণে লাইফ ফান্ডের ইল্ড ২০০৯ সালে যেখানে ৫.৯৭% ছিল সেখানে ক্রমান্বয়ে কমে গিয়ে ২০১৭ সালে ৩.৬৩% হয়েছে (লেখচিত্র ১৪)।

লেখচিত্র ১৩

লাইফ ফান্ডের পরিমাণ এবং লাইফ ফান্ডের প্রবৃদ্ধি (২০০৯-২০১৭) (কোটি টাকায়)

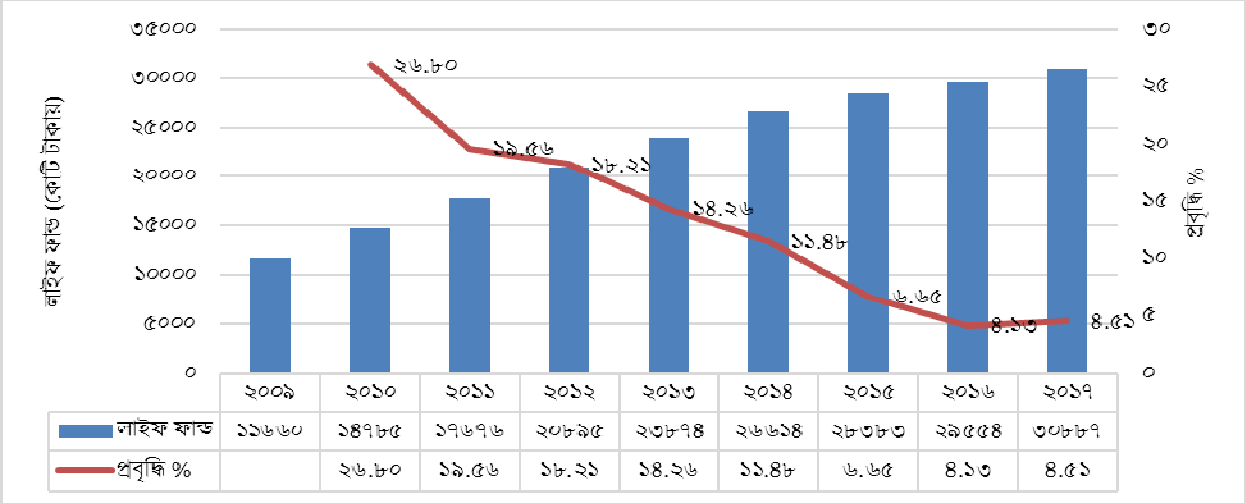

লেখচিত্র ১৪

লাইফ ফান্ডের ইল্ড (%) (২০০৯-২০১৭)

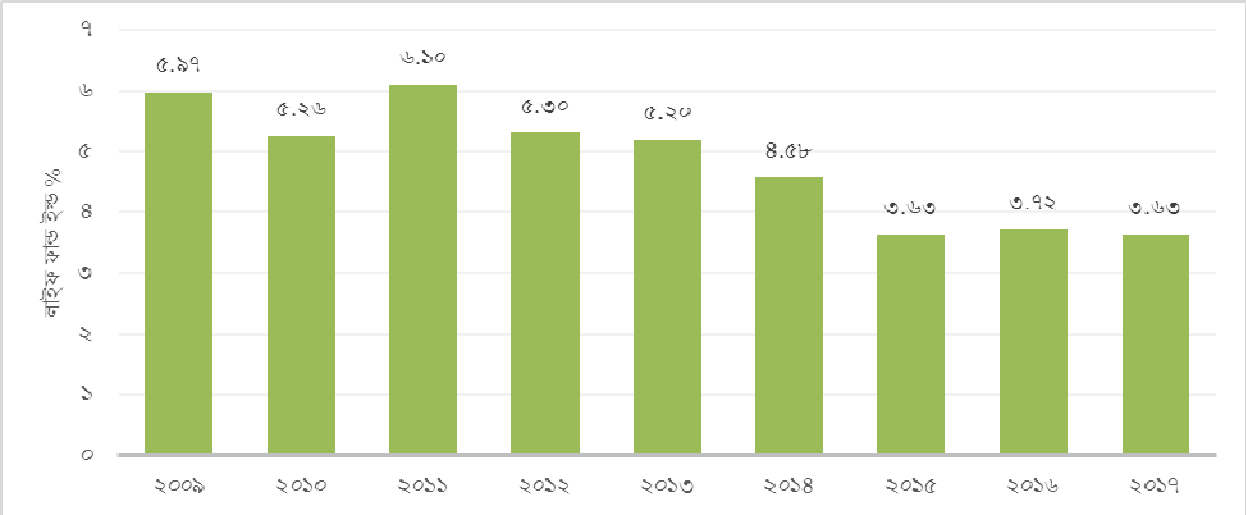

লাইফ বীমা ব্যবসায়ে সম্পদ

বীমাকারীদের সম্পদ প্রিমিয়াম আয় থেকে আসে এবং বিনিয়োগের আয় সম্পদের পুনর্ব্যবহার থেকে আসে। প্রিমিয়াম আয় এবং আর্থিক বাজারের অবস্থা পরিবর্তন সম্পদের প্রবৃদ্ধিকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করে। অন্যদিকে দাবি পরিশোধ এবং মেয়াদোত্তীর্ণ পলিসির নিষ্পত্তি বীমাকারীর সম্পদ হ্রাস করে। ২০০৯ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত মোট সম্পদের পরিমাণের প্রবৃদ্ধি ক্রমহ্রাসমান হারের প্রবণতা অনুসরণ করছে।

লাইফ ইন্স্যুরেন্স ব্যবসায়ে মোট সম্পদের পরিমাণ ছিল ৩১ শে ডিসেম্বর ২০১৭ এ ৩৭০৫২.৩৬ কোটি টাকা যা ৩১ শে ডিসেম্বর ২০১৬ এ ছিল ৩৫০১৪.৮৭ কোটি টাকা (সারণি ১৩)। লাইফ বীমা ব্যবসায়ে সম্পদ ২০১৬ সালের তুলনায় ২০১৭ সালে ৫.৮২% বেড়েছে (লেখচিত্র ১৬)। ৩১ শে ডিসেম্বর ২০১৭ এর হিসাব অনুযায়ী মোট সম্পত্তির মধ্যে ১৮০০৭.৬১ কোটি টাকা (২০১৬ : ১৬৩৪৬.৩৫ কোটি টাকা) বিনিয়োগ (স্থায়ী আমানত ছাড়া) করা হয়েছিল যা লাইফ বীমা শিল্পে মোট সম্পত্তির পোর্টফোলিওয়ের ৪৮.৬০% (২০১৬ : ৪৬.৬৮%) (সারণি ১৩)। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে লাইফ ইন্স্যুরেন্সর প্রবিধান অনুযায়ী বিনিয়োগযোগ্য সম্পদের ন্যূনতম ৩০% তহবিল সরকারি সিকিউরিটিজ খাতে বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা বীমাকারী মেনে চলছে।

সারণি ১৩

২০১৫, ২০১৬ এবং ২০১৭ সনের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত লাইফ ইন্স্যুরেন্সে খাতওয়ারী সম্পদের বিবরণ (কোটি টাকা)

ক্র নং	সম্পদের খাত	২০১৫	%	২০১৬	%	২০১৭	%
১.	ফার্নিচার এন্ড ফিক্সার	৮০.৮০	০.২৪	৮৫.৯৭	০.২৫	৮৪.২৭	০.২৩
২.	ভূমি, ভূমি উন্নয়ন এবং ভবন	২০৩২.১১	৬.১০	২১২৫.৮২	৬.০৭	২৩৩২.৪৬	৬.৩০
৩.	অন্যান্য স্থায়ী সম্পদ	২৮১.৬১	০.৮৫	২৯৩.০৮	০.৮৪	২৮০.২৮	০.৭৬
৪.	পলিসি ঋণ	১১৪৮.৭৬	৩.৪৫	১২০৭.৫০	৩.৪৫	১২৫৩.৯৮	৩.৩৮
৫.	বিনিয়োগ (স্থায়ী আমানত ও ভূমি এবং ভবন ব্যতিত)	১৫২১২.৮০	৪৫.৭০	১৬৩৪৬.৩৫	৪৬.৬৮	১৮০০৭.৬১	৪৮.৬০
৬.	সুদ, লভ্যাংশ এবং ভাড়া	৯৮১.২২	২.৯৫	১০৫৭.৯৬	৩.০২	১০৭৭.৩১	২.৯১
৭.	প্রিলিমিনারী ব্যয় (যদি থাকে)	২.০১	০.০১	১.৫৬	০.০০	১.১১	০.০০
৮.	প্রি-অপারেশন খরচ	০.২৩	০.০০	০.২২	০.০০	০.০০	০.০০
৯.	ডেফার্ড ব্যয় (যদি থাকে)	০.৭০	০.০০	০.৫১	০.০০	০.৩১	০.০০
১০.	রি-ইন্স্যুরেন্স থেকে প্রাপ্য	৭.৪১	০.০২	২৬.৩৩	০.০৮	১৩.৭৫	০.০৪
১১.	এজেন্ট ব্যালেন্স	৩৬.৫৯	০.১১	৪৫.২২	০.১৩	৪৭.৩৯	০.১৩
১২.	আউটস্ট্যান্ডিং প্রিমিয়াম	৯৭৯.৩৫	২.৯৪	১০৬০.৮৬	৩.০৩	১১১৪.৬৬	৩.০১
১৩.	এডভান্স এন্ড ডিপজিট	১৩৭৭.৮৮	৪.১৪	১৫৫৮.৬৯	৪.৪৫	১৬৬৩.৮৯	৪.৪৯
১৪.	স্থায়ী আমানতসহ নগদ ও নগদ সমমান	১০৬৫৯.৩৩	৩২.০২	১০৬৮৮.৭৪	৩০.৫৩	১০৬৯২.২৪	২৮.৮৬
১৫.	স্ট্যাম্প, ফরম এবং স্টেশনারীর মজুদ	১৫.৫৩	০.০৫	১৫.৫৪	০.০৪	১৫.৫৩	০.০৪
১৬.	অন্যান্য সম্পদ	৪৭৩.৪১	১.৪২	৫০০.৫৩	১.৪৩	৪৬৭.৫৬	১.২৬
	মোট সম্পদ	৩৩২৮৯.৭২	১০০.০০	৩৫০১৪.৮৭	১০০.০০	৩৭০৫২.৩৬	১০০.০০

মোট সম্পদের মধ্যে মোট সম্পদের প্রায় অর্ধেক সরকারি সিকিউরিটিজ খাতে বিনিয়োগ করা হয়েছে। এ ধরনের বিনিয়োগ সবচেয়ে লাভজনক এবং বিনিয়োগের নিরাপদ স্থান বলে মনে করা হয়। মেটলাইফের সরকারি সিকিউরিটিজ খাতে বড় বিনিয়োগই মোট বিনিয়োগের আকার পরিবর্তন করতে সহায়তা করেছে। বিভিন্ন ব্যাংকের স্থায়ী আমানতসহ নগদ এবং নগদ সমতুল্য বিনিয়োগের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ অংশ যেখানে মোট সম্পদের ২৮.৮৬% বিনিয়োগ করা হয়েছে। ব্যাংকিং সুদের হারের পতনের প্রবণতা বীমাকারীকে নিরুৎসাহিত করে এবং তাদের সরকারি সিকিউরিটিজ খাতের দিকে ধাবিত করেছে। ২০১৭ সালের শেষে এই দু'টি খাতে বিনিয়োগ করা হয় মোট সম্পদের ৭৭.৬৪%। এছাড়াও জমি ও ভবন খাতে সম্পদ বিনিয়োগের প্রবণতা অধিক এবং ২০১৭

সালে এ খাতে মোট ২৩৩২ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয় যা মোট সম্পদের ৬.৩০% (সারণি ১৩ এবং লেখচিত্র ১৫)। ঋণ পরিশোধ করা বীমাকারী এবং পলিসি গ্রাহক উভয়ের জন্য ভাল, কারণ পুরো প্রক্রিয়াটি বীমাকারী এবং পলিসি গ্রাহকের পক্ষে খুব মসৃণ এবং সহজ। এই পটভূমিতে বিগত নয় বছরে লাইফ বীমাকারীদের সম্পদ বেড়েছিল তবে হ্রাসমান হারে (লেখচিত্র ১৬)।

লেখচিত্র ১৫

লাইফ বীমা শিল্পে সম্পদের খাতসমূহ (২০০৯-২০১৭)

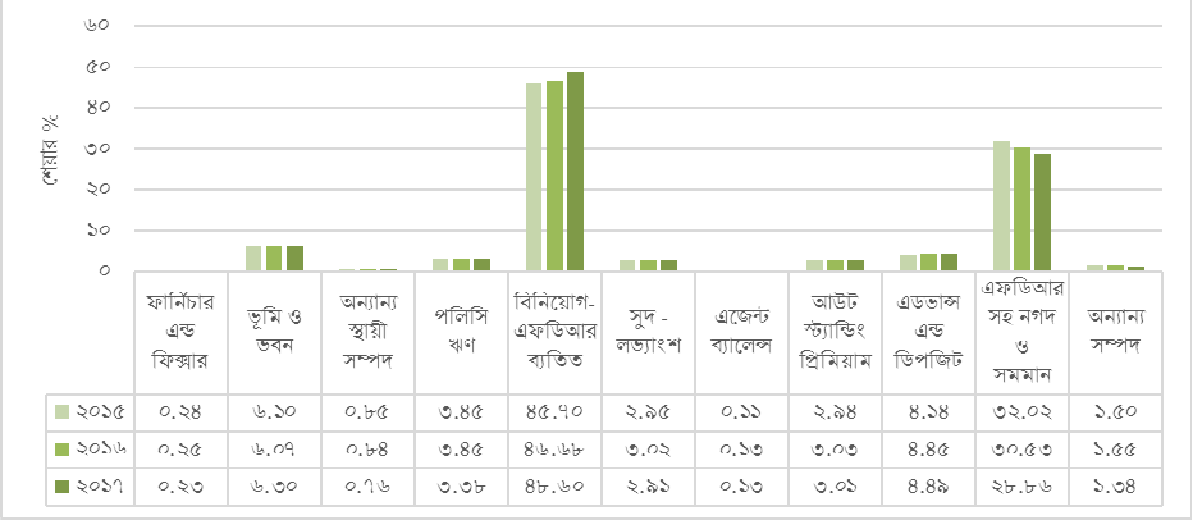

	ফার্নিচার এন্ড ফিক্সার	ভূমি ও ভবন	অন্যান্য স্থায়ী সম্পদ	পলিসি ঋণ	বিনিয়োগ-এফডিআর ব্যতিত	সুদ - লভ্যাংশ	এজেন্ট ব্যালেন্স	আউট স্ট্যান্ডিং প্রিমিয়াম	এডভান্স এন্ড ডিপজিট	এফডিআর সহ নগদ ও সমমান	অন্যান্য সম্পদ
২০১৫	০.২৪	৬.১০	০.৮৫	৩.৪৫	৪৫.৭০	২.৯৫	০.১১	২.৯৪	৪.১৪	৩২.০২	১.৫০
২০১৬	০.২৫	৬.০৭	০.৮৪	৩.৪৫	৪৬.৬৮	৩.০২	০.১৩	৩.০৩	৪.৪৫	৩০.৫৩	১.৫৫
২০১৭	০.২৩	৬.৩০	০.৭৬	৩.৩৮	৪৮.৬০	২.৯১	০.১৩	৩.০১	৪.৪৯	২৮.৮৬	১.৩৪

লেখচিত্র ১৬

লাইফ বীমা ব্যবসায় সম্পদের পরিমাণ এবং প্রবৃদ্ধি (২০০৯-২০১৭)

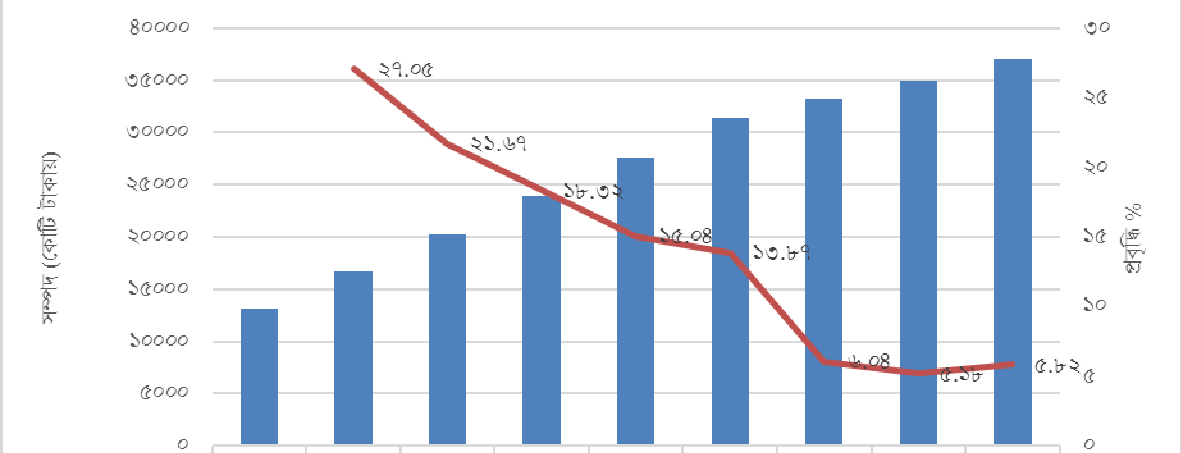

	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭
মোট সম্পদ	১৩১০২	১৬৬৪৬	২০২৫৩	২৩৯৬৩	২৭৫৬৯	৩১৩৯২	৩৩২৮৯	৩৫০১৪	৩৭০৫২
প্রবৃদ্ধি %		২৭.০৫	২১.৬৭	১৮.৩২	১৫.০৪	১৩.৮৭	৬.০৪	৫.১৮	৫.৮২

লাইফ বীমা ব্যবসায়ে সম্পদ উচ্চ হারে বেড়ে উঠেনি কারণ বৃহৎ আকারের বীমাকারী তাদের সম্পত্তি গত দশ বছরে বৃদ্ধি করতে পারেনি। লাইফ বীমা ব্যবসায়ে সম্পদ বর্ধমান প্রবণতা রেকর্ড করেছে কিন্তু ক্রমহ্রাসমান হারে। বড় আকারের বীমাকারীসমূহ সম্পদের ক্রমহ্রাসমান হারে বৃদ্ধির জন্য বেশিরভাগ দায়ী। মোট সম্পদের মেটলাইফ ৩৪.২১ শতাংশ এবং ফারইস্ট ইসলামী, ন্যাশনাল লাইফ এবং ডেল্টা লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি প্রত্যেকে মোট সম্পদের শেয়ারের ১০ শতাংশেরও বেশি ধরে রেখেছে। ২০১৭ সালে বাংলাদেশে শীর্ষ দশটি বীমাকারীর (রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন জীবন বীমা কর্পোরেশনসহ) লাইফ বীমা ব্যবসায় মোট সম্পদের ৯২.৫১ শতাংশ ধারণ করেছে (লেখচিত্র ১৭) ।

লেখচিত্র ১৭

লাইফ বীমা ব্যবসায় শীর্ষ দশ বীমাকারী এবং অন্যান্য বীমাকারীর সম্পদের শেয়ার (২০০৯-২০১৭)

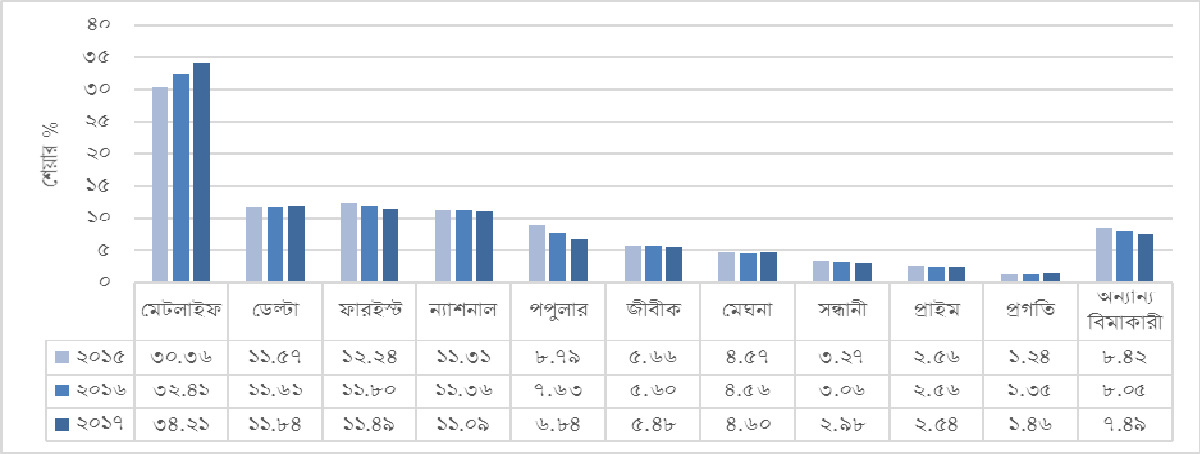

	মেটলাইফ	ডেল্টা	ফারইস্ট	ন্যাশনাল	পপুলার	জীবীক	মেঘনা	সন্ধানী	প্রাইম	প্রগতি	অন্যান্য বিমাকারী
২০১৫	৩০.৩৬	১১.৫৭	১২.২৪	১১.৩১	৮.৭৯	৫.৬৬	৪.৫৭	৩.২৭	২.৫৬	১.২৪	৮.৪২
২০১৬	৩২.৪১	১১.৬১	১১.৮০	১১.৩৬	৭.৬৩	৫.৬০	৪.৫৬	৩.০৬	২.৫৬	১.৩৫	৮.০৫
২০১৭	৩৪.২১	১১.৮৪	১১.৪৯	১১.০৯	৬.৮৪	৫.৪৮	৪.৬০	২.৯৮	২.৫৪	১.৪৬	৭.৪৯

বিনিয়োগ

লাইফ বীমা ব্যবসায় বীমাকারীসমূহ ২০১৬ সালে ২৭৮৮৮.১৩ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছিল এবং ৭.৩৪ শতকরা হারে বৃদ্ধি করে ২০১৭ সালে ২৯৯৩৪.৩৯ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে। ২০১৭ সালে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ লাইফ বীমা খাতের মোট সম্পদের ৮০.৭৮%। মোট বিনিয়োগের সিংহভাগ বিনিয়োগ হয়েছিল সরকারি সিকিউরিটিজ খাতে । সরকারি সিকিউরিটিজ খাতে ২০১৭ সালে ১৪২৭২.১৪ কোট টাকা এবং ২০১৬ সালে ১৩৪৫১.৫৭ কোটি টাকা বিনিয়োগ হয়েছে। প্রবিধান অনুসারে লাইফ বীমা ব্যবসায় বীমাকারী তাদের মোট বিনিয়োগযোগ্য সম্পদের সর্বনিম্ন ৩০ শতাংশ সরকারি সিকিউরিটিজ খাতে বিনিয়োগের বাধ্যবাধকতা রয়েছে এবং এক্ষেত্রে সারণি ১৪ এ দেখায় যে এখাতে বীমাকারীসমূহ সম্মিলিতভাবে মোট বিনিয়োগযোগ্য সম্পদের ৪৭.৬৮% বিনিয়োগ করেছে। তবে কয়েকটি বীমাকারী তাদের বিনিয়োগযোগ্য সম্পদের শতকরা ত্রিশ ভাগের কম সরকারি সিকিউরিটিজ খাতে বিনিয়োগ করেছে।

লেখচিত্র ১৮

লাইফ বিমা ব্যবসায় বিনিয়োগের পরিমাণ এবং প্রবৃদ্ধি (২০০৯-২০১৭)

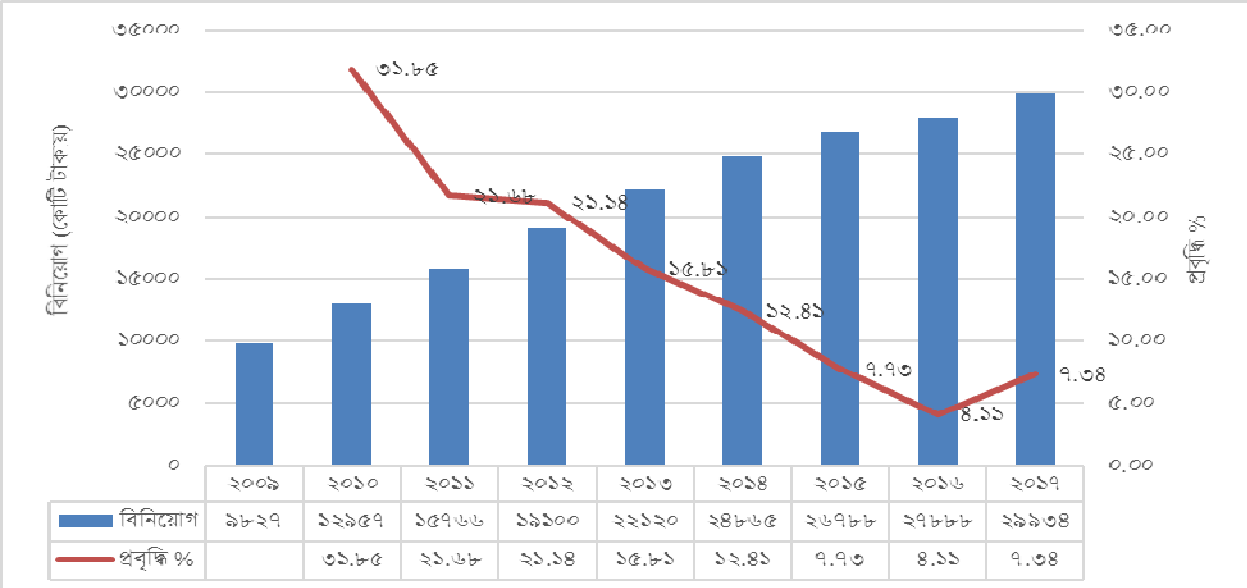

	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭
বিনিয়োগ	৯৮২৭	১২৯৫৭	১৫৭৬৬	১৯১০০	২২১২০	২৪৮৬৫	২৬৭৮৮	২৭৮৮৮	২৯৯৩৪
প্রবৃদ্ধি %		৩১.৮৫	২১.৬৮	২১.১৪	১৫.৮১	১২.৪১	৭.৭৩	৪.১১	৭.৩৪

লেখচিত্র ১৯

লাইফ বীমা ব্যবসায় বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগের শেয়ার (২০১৫-২০১৭)

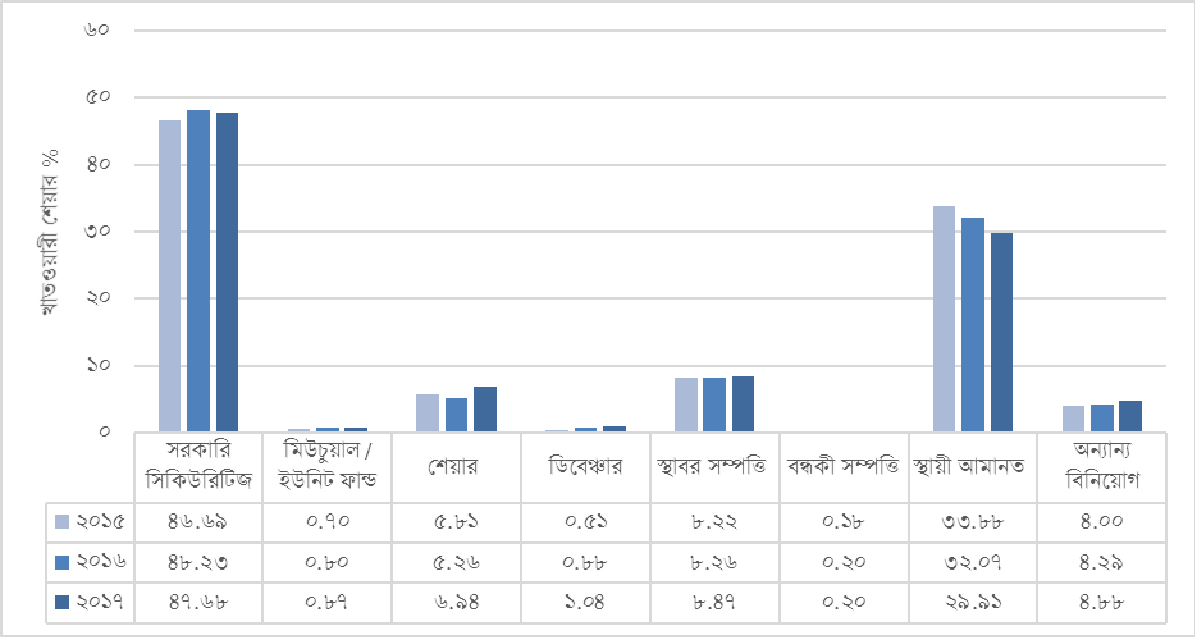

	সরকারি সিকিউরিটিজ	মিউচুয়াল / ইউনিট ফান্ড	শেয়ার	ডিবেঞ্চার	স্থাবর সম্পত্তি	বন্ধকী সম্পত্তি	স্থায়ী আমানত	অন্যান্য বিনিয়োগ
২০১৫	৪৬.৬৯	০.৭০	৫.৮১	০.৫১	৮.২২	০.১৮	৩৩.৮৮	৪.০০
২০১৬	৪৮.২৩	০.৮০	৫.২৬	০.৮৮	৮.২৬	০.২০	৩২.০৭	৪.২৯
২০১৭	৪৭.৬৮	০.৮৭	৬.৯৪	১.০৪	৮.৪৭	০.২০	২৯.৯১	৪.৮৮

মূলধন বাজারে অস্থিরতার কারণে এ খাতে মোট বিনিয়োগের ৬.৯৪% ২০১৭ সালে বিনিয়োগ হয় এবং ২০১৬ সালে ৫.২৬ % বিনিয়োগ হয়েছিল (সারণি ১৪ এবং লেখচিত্র ১৯)। স্থাবর সম্পত্তিতে বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ২০১৭ সালে ২৫৩৬.৫১ কোটি টাকা এবং ২০১৬ সালে ছিল ২৩০৪.৮২ কোটি টাকা। এ খাতে বিনিয়োগ আয়ের পরিমাণ সবচেয়ে কম হয়। আইডিআরএ স্থাবর সম্পত্তিতে বিনিয়োগের হার পরীক্ষা করছে।

২০১৭ সালে স্থাবর সম্পত্তিতে মোট বিনিয়োগের ৮.৪৭% এবং ২০১৬ সালে ৮.২৬% বিনিয়োগ হয়েছিল। স্থায়ী আমানত খাত দ্বিতীয় বৃহত্তম বিনিয়োগের খাত এবং এ খাতে ২০১৬ সালে ৮৯৪৩.৫৯ কোটি টাকা বিনিয়োগ হয়েছে ২০১৭ সালে কিছুটা কমে গিয়ে ৮৯১৮.২৬ কোটি টাকা বিনিয়োগ হয়। এই সময়ের মধ্যে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় নিম্ন হারে সুদের অফার দেয় (সারণি ১৪) । ক্রমহ্রাসমান হারে লাইফ বীমাসমূহের বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় । ২০১৭ সালে বিনিয়োগের বৃদ্ধি ৪.১১% থেকে ৭.৩৪% বর্ধমান প্রবণতা দেখিয়েছে যা বীমা ব্যবসায়ের পক্ষে একটি ভাল লক্ষণ প্রকাশ করেছে যদিও এটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন নয় (লেখচিত্র ১৮)।

সারণি ১৪

লাইফ ইন্স্যুরেন্স ব্যবসায় বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগের বিবরণ ২০১৬- ২০১৭ (কোটি টাকায়)

বিনিয়োগের খাত	২০১৬	শেয়ার (%)	২০১৭	শেয়ার (%)
মোট বিনিয়োগ	২৭৮৮৮.১৩	১০০.০০	২৯৯৩৪.৩৯	১০০.০০
সরকারি সিকিউরিটিজ	১৩৪৫১.৫৭	৪৮.২৩	১৪২৭২.১৪	৪৭.৬৮
মিউচুয়াল / ইউনিট ফান্ড	২২২.১৮	০.৮০	২৬০.৭০	০.৮৭
শেয়ার	১৪৬৮.১১	৫.২৬	২০৭৪.৮৭	৬.৯৪
ডিবেঞ্চার	২৪৫.৫৮	০.৮৮	৩১২.৪০	১.০৪
স্থাবর সম্পত্তি	২৩০৪.৮২	৮.২৬	২৫৩৬.৫১	৮.৪৭
বন্ধকী সম্পত্তি	৫৬.৭৬	০.২০	৫৯.৬২	০.২০
স্থায়ী আমানত	৮৯৪৩.৫৯	৩২.০৭	৮৯১৮.২৬	২৯.৯১
অন্যান্য বিনিয়োগ	১১৯৫.৫২	৪.২৯	১৪৭৩.২৫	৪.৮৮

লেখচিত্র ২০

লাইফ বীমা খাতে মোট বিনিয়োগে শীর্ষ ছয় বীমাকারী এবং অন্যান্য বীমাকারীর অবদান (২০০৯-২০১৭)

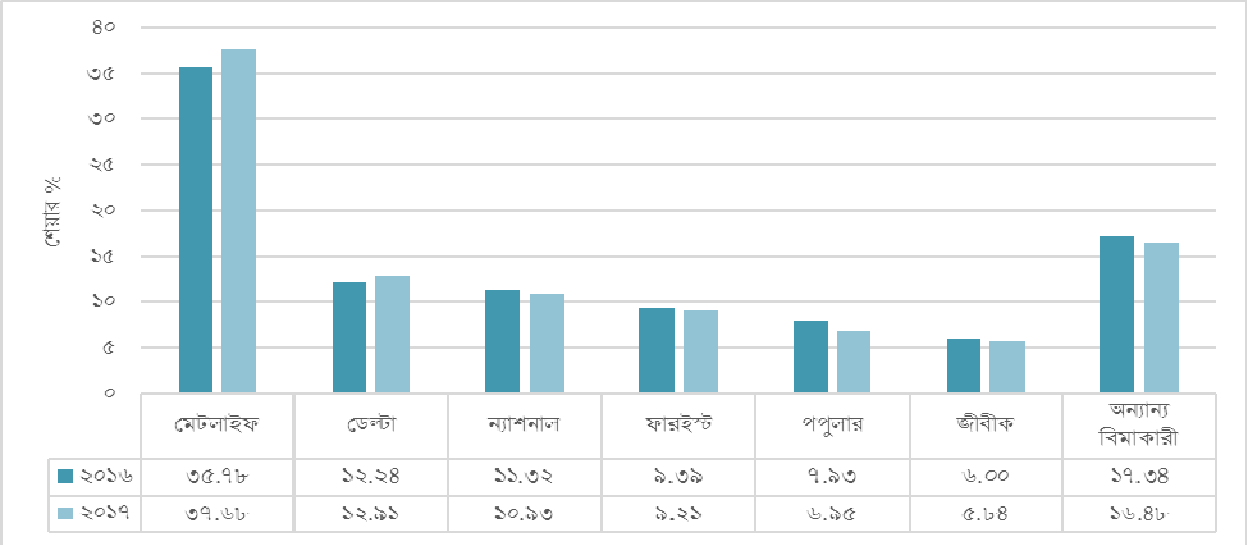

	মেটলাইফ	ডেল্টা	ন্যাশনাল	ফারইস্ট	পপুলার	জীবীক	অন্যান্য বিমাকারী
২০১৬	৩৫.৭৮	১২.২৪	১১.৩২	৯.৩৯	৭.৯৩	৬.০০	১৭.৩৪
২০১৭	৩৭.৬৮	১২.৯১	১০.৯৩	৯.২১	৬.৯৫	৫.৮৪	১৬.৪৮

২০১৭ সালের শেষে লাইফ বীমা খাতে মোট বিনিয়োগ ২৯৯৩৪.৩৯ কোটি টাকার মধ্যে সবচেয়ে বড় অংশ ৩৭.৬৮% ছিল মেটলাইফের, ডেল্টা লাইফের ১২.৯১%, ন্যাশনাল ১০.৯৩%, ফারইস্ট ইসলামী ৯.২১% এবং পপুলার লাইফের ৬.৯৫%। ২০১৭ সালে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন জীবন বীমা কর্পোরেশনের শেয়ার মোট বিনিয়োগে ৫.৮৪%। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে ৩২টি বীমাকারীর মধ্যে কেবল ৬টি বীমাকারীর বিনিয়োগ মোট বিনিয়োগের ৮৩.৫২% এবং অবশিষ্ট ২৬টি বীমাকারীর বিনিয়োগ মোট বিনিয়োগের ১৬.৪৮% (লেখচিত্র ২০)। কর্তৃপক্ষ প্রবিধান অনুযায়ী ছোট আকারের বীমাকারীর বিনিয়োগের পোর্টফোলিও পর্যবেক্ষণ করছে এবং ভবিষ্যতে আরো নিবিড়ভাবে করবে। লেখচিত্র ২১ এ দেখা যায় যে, ২০০৯ সালে বিনিয়োগ থেকে ১০৩২ কোটি টাকা আয় এবং ২০১৭ সালে ২৪৬৮ কোটি টাকা আয় হয়েছে।

লেখচিত্র ২১

লাইফ বীমা শিল্পে মোট বিনিয়োগ আয় (২০০৯-২০১৭)

লেখচিত্র ২২

বিনিয়োগের সাধারণ রিটার্ণ (২০০৯-২০১৭)

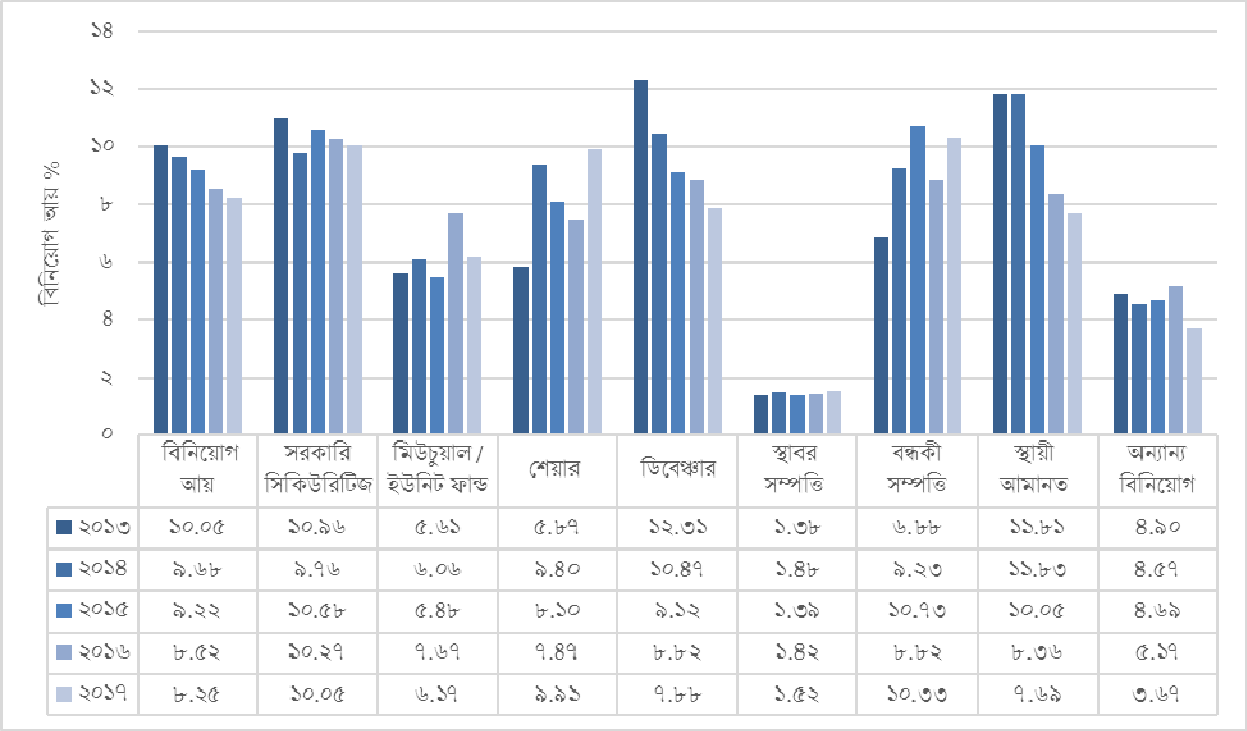

	বিনিয়োগ আয়	সরকারি সিকিউরিটিজ	মিউচুয়াল / ইউনিট ফান্ড	শেয়ার	ডিবেঞ্চার	স্থাবর সম্পত্তি	বন্ধকী সম্পত্তি	স্থায়ী আমানত	অন্যান্য বিনিয়োগ
২০১৩	১০.০৫	১০.৯৬	৫.৬১	৫.৮৭	১২.৩১	১.৩৮	৬.৮৮	১১.৮১	৪.৯০
২০১৪	৯.৬৮	৯.৭৬	৬.০৬	৯.৪০	১০.৪৭	১.৪৮	৯.২৩	১১.৮৩	৪.৫৭
২০১৫	৯.২২	১০.৫৮	৫.৪৮	৮.১০	৯.১২	১.৩৯	১০.৭৩	১০.০৫	৪.৬৯
২০১৬	৮.৫২	১০.২৭	৭.৬৭	৭.৪৭	৮.৮২	১.৪২	৮.৮২	৮.৩৬	৫.১৭
২০১৭	৮.২৫	১০.০৫	৬.১৭	৯.৯১	৭.৮৮	১.৫২	১০.৩৩	৭.৬৯	৩.৬৭

২০১৭ সালে লাইফ বীমা ব্যবসায়ে বিনিয়োগ থেকে মোট আয় ছিল ২৪৬৮ কোটি টাকা (২০১৬: ২৩৭৭ কোটি টাকা)। ২০০৯ হতে ২০১৭ সালের প্রত্যেক বছরের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট বিনিয়োগ থেকে নির্দিষ্ট বছরে যে আয় হয়েছে সেই আয়ের পরিমাণকে উক্ত বছরের মোট বিনিয়োগের অংশ হিসেবে সহজভাবে বিনিয়োগ রিটার্ণ পরিমাপ করা হয়েছে। এখানে গড় বিনিয়োগের পরিমাণকে রিটার্ণ নির্ণয় করতে ব্যবহার করা হয় নি।

লেখচিত্র ২২ এ দেখা যায় যে ২০১৩ সাল থেকে বিনিয়োগের রিটার্ণ প্রতি বছর হ্রাস পাচ্ছে এবং ২০১৩ সালে এই হার ১০.০৫% হতে ২০১৭ সালে ৮.২৫% হয়েছে। স্থাবর সম্পত্তি হ'ল বিনিয়োগ কম লাভজনক স্থান ২০১৭ সালে কেবল ১.৫২% রিটার্ণ পাওয়া যায় অথচ এই খাতে মোট বিনিয়োগের ৮.৪৭% বিনিয়োগ করা হয়।

ব্যবস্থাপনা ব্যয়

বীমা আইন ২০১০ অনুযায়ী প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ ব্যয়ের সমন্বয়ে ব্যবস্থাপনা ব্যয় হয়ে থাকে। বীমা আইন ব্যবস্থাপনা ব্যয়ের সীমা নির্ধারন করে দিয়েছে এবং বীমাকারীর ব্যয়কে নির্ধারিত সীমার মধ্যে রাখতে হবে। অনুমোদিত সীমাবদ্ধতার মধ্যে ব্যবস্থাপনা ব্যয় করা কোন বীমাকারীর ভাল আর্থিক অবস্থা নির্দেশ করে এবং অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা ব্যয় সম্পদ হ্রাস করে বিনিয়োগ রিটার্ণ কম হয় যা বীমাকারীর দুর্বল আর্থিক অবস্থা চিহ্নিত করে।

অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা ব্যয়ের বিরূপ প্রভাব বিবেচনা করে ২০১৪ সাল থেকে আইডিআরএ থেকে অনেক উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং ফলস্বরূপ অতিরিক্ত পরিচালন ব্যয় কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। ২০১৭ সালে সম্মিলিতভাবে ৩২ বীমাকারীর ব্যবস্থাপনা ব্যয় অনুমোদিত সীমা ছাড়িয়ে ১০৮.৫৯ কোটি টাকা হয়েছে (সারণি ১৫ এবং লেখচিত্র ২৩)।

২০১৭ সালে ডেল্টা লাইফ, গার্ডিয়ান লাইফ, মেটলাইফ, মেঘনা লাইফ, প্রগতি লাইফ, প্রাইম লাইফ, রূপালী লাইফ এবং সোনালি লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি ব্যবস্থাপনা ব্যয় অনুমোদিত সীমার মধ্যে রাখতে সক্ষম হয়েছে।

সারণি ১৫

প্রকৃত ব্যবস্থাপনা ব্যয়, অনুমোদিত সর্বোচ্চ ব্যয় সীমা, অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা ব্যয় (২০০৯-২০১৭) (কোটি টাকায়)

বছর	প্রকৃত ব্যবস্থাপনা ব্যয়	অনুমোদিত ব্যয় সীমা	অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা ব্যয়	পরিবর্তন %
২০০৯	১৯৭৭.০৬	২০৬১.১২	-৮৪.০৫	
২০১০	২৪১৯.৬২	২১৫২.৮২	২৬৬.৮০	-৪১৭.৪২
২০১১	২৫২২.৬৭	২১২৫.৮০	৩৯৬.৮৭	৪৮.৭৫
২০১২	২৪০২.১৯	২০৪১.৪০	৩৬০.৮০	-৯.০৯
২০১৩	২২৮৬.৩৩	১৮৪১.৭৫	৪৪৪.৫৮	২৩.২২
২০১৪	২৫০০.৪৭	২১৫২.৮৬	৩৪৭.৬২	-২১.৮১
২০১৫	২৬১৪.০৯	২৩৩৫.৫৯	২৭৮.৫০	-১৯.৮৮
২০১৬	২৭৮০.০৫	২৫৭৮.৪৪	২০১.৬১	-২৭.৬১
২০১৭	২৯২৫.৮১	২৮১৭.২২	১০৮.৫৯	-৪৬.১৪

লেখচিত্র ২৩

লাইফ বীমা শিল্পে অতিরিক্ত ব্যবস্থপনা ব্যয় (২০৯৯-২০১৭)

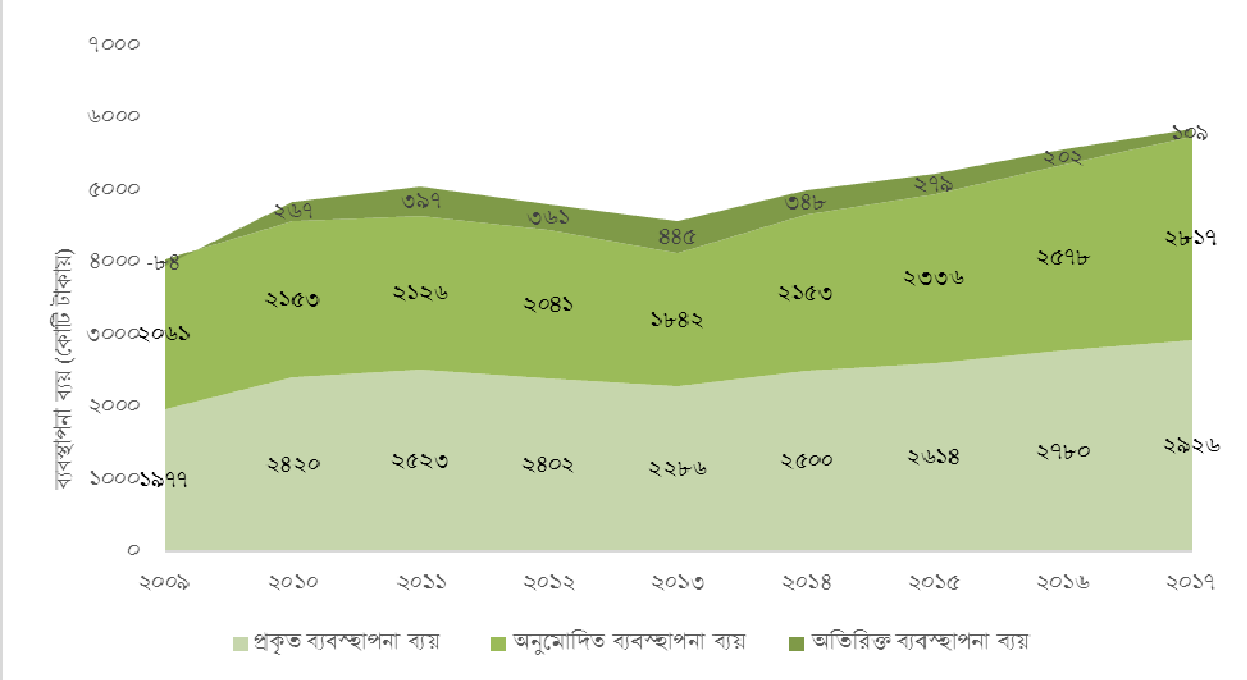

দু' ধরণের ব্যবস্থাপনা ব্যয় অনুপাত দিয়ে সাধারণত একটি লাইফ বীমাকারীর ব্যয় নিয়ন্ত্রণ দক্ষতা পরিমাপ করা হয়। একটি পরিমাপ সামগ্রিক ব্যয় অনুপাত যেখানে মোট ব্যয় মোট প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ভাগ হিসাবে নির্ধারণ করা হয়। এটি একটি সহজ পরিমাপক কারণ এই রেশিও দ্বারা প্রথম বছরের পলিসি তথা নতুন ব্যবসায় উচ্চ সংগ্রহ ব্যয়ের প্রতিফলন দেখানো যায় না।

ব্যয় নিয়ন্ত্রণ দক্ষতা পরিমাপের আরেকটি অনুপাত হল নবায়ন ব্যয় অনুপাত। এই অনুপাতটি প্রথম বর্ষ এবং গ্রুপ বীমার প্রকৃত ব্যবস্থাপনা ব্যয়ের সাথে অনুমোদিত ব্যবস্থাপনা ব্যয়ের ব্যবধানের অংকের সাথে নবায়ন প্রিমিয়ামের অনুপাতকে সংজ্ঞায়িত করা হয়। লেখচিত্র ২৪ লাইফ বীমা ব্যবসায় বিভিন্ন বছরের ব্যবস্থাপনা ব্যয়ের অনুপাত দেখানো হয়েছে। ব্যবস্থাপনা ব্যয়ের অনুপাত ক্রমান্বয়ে কমছে তবে এই হার আরো কমতে হবে।

লেখচিত্র ২৪

লাইফ বীমা শিল্পে ২০০৯ সাল হতে ২০১৭ সাল পর্যন্ত ব্যবস্থাপনা ব্যয় রেশিও (২০০৯-২০১৭)

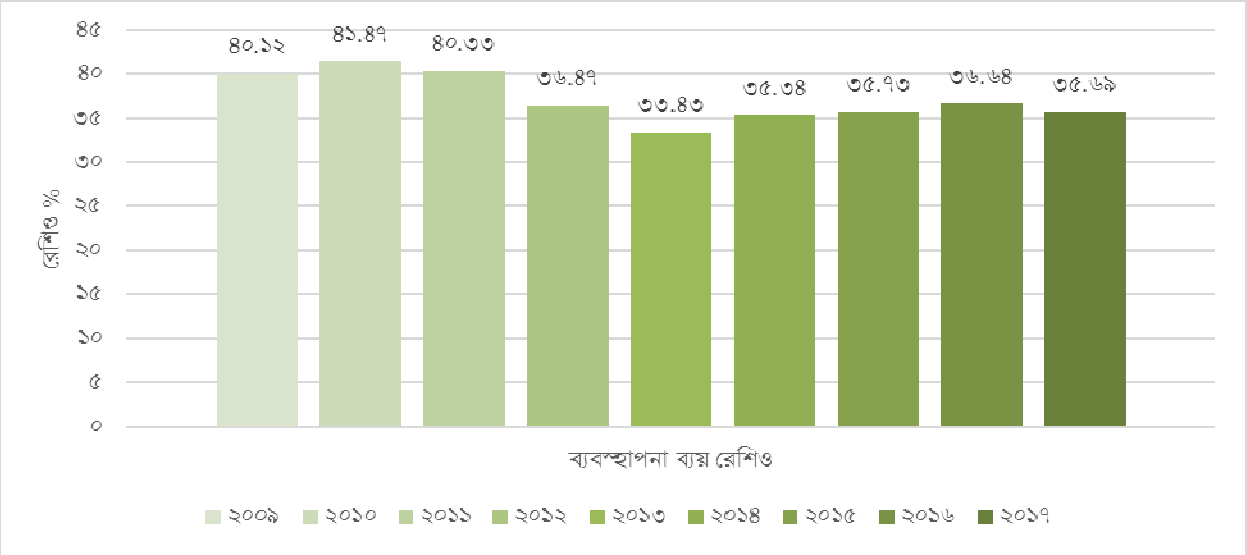

দাবি নিষ্পত্তি

দাবি নিষ্পত্তি হল গ্রাহক সন্তুষ্টির মূল উপাদান যা দীর্ঘকাল বীমাকারীর দ্বারা উপেক্ষা করা হয়েছে। আইডিআরএ এর উদ্যোগের কারণে দাবি নিষ্পত্তির সংস্কৃতি উন্নত হচ্ছে তবে কিছু বীমাকারীর দীর্ঘদিনের অব্যবস্থাপনা আগামী বছরগুলিতে বিশেষত ২০১৮ সালে এই পরিস্থিতি খারাপ করতে পারে।

সারণি ১৬ ও ১৭ এবং লেখচিত্র ২৫, ২৬ ও ২৭ লাইফ বীমা শিল্পের দাবি নিষ্পত্তির পরিমাণ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। পলিসি গ্রাহকের বৃদ্ধির সাথে সাথে একই পদ্ধতিতে পলিসি মেয়াদোত্তীর্ণ হয়।

লাইফ বীমা খাতে মোট দাবির পরিমাণ (রিপোর্টিং বছরের প্রারম্ভে অনিষ্পন্ন দাবি ও রিপোর্টিং বছরে উত্থাপিত দাবির যোগফল) ২০১৭ সালে ৬৮০৩.৪১ কোটি টাকা ছিল এবং ২০১৬ সালে ৬২৫৩.০৬ কোটি টাকা ছিল। মোট দাবির মধ্যে মৃত্যুর দাবি ৩৯৬.২২ কোটি, মেয়াদোত্তীর্ণ ৪০৭৪.৬৬ কোটি টাকা , সমর্পণ ৫৮০.৪৭ কোটি টাকা, সার্ভাইভাল বেনিফিট দাবি ১৩৫৩.৯৩ কোটি টাকা এবং গ্রুপ বীমা ৩৯৮.১২ কোটি টাকা (সারণি ১৬)।

সারণি ১৬

লাইফ ইন্স্যুরেন্সে বিভিন্ন উপ-শ্রেণিভিত্তিক বীমা দাবির পরিমাণ (২০০৯-২০১৭) (কোটি টাকায়)

বছর	মৃত্যু দাবি	মেয়াদোত্তীর্ণ দাবি	সারেন্ডার দাবি	সার্ভাইভাল বেনিফিট দাবি	গোষ্ঠী ও স্বাস্থ্য বীমার দাবি	মোট দাবি
২০০৯	১৪৩.০১	৫৮৫.৬৪	১০৬.৭৪	৬৪২.১৩	১০৫.৪৪	১৫৮২.৯৬
২০১০	১৫১.৯৪	৬৮৪.৬৬	১২১.৫০	৮০৭.৫৮	১২০.৩২	১৮৮৬.০০
২০১১	১৮০.৪১	৮৮২.৫৪	১৪৯.০৭	৯৫৩.৮৬	১৪৮.০২	২৩১৩.৯১
২০১২	২২৫.২২	১১৯৮.১৮	২৩৪.৯৬	১০৯৫.৩৫	১৭১.০১	২৯২৪.৭১
২০১৩	২৩৭.৩২	১৫৫৯.৫৩	২৭৭.৫৬	১২২৫.৮৬	২০৬.২৮	৩৫০৬.৫৫
২০১৪	২১৩.২৮	২১৭২.৮৫	৩৩৬.০৩	১৩৮৭.৮৮	২২১.৩৪	৪৩৩১.৩৭
২০১৫	২৫৪.৪৩	৩২১০.৯২	৪৭২.৪৬	১৪৭৩.৬৬	২৭৭.৭৫	৫৬৮৯.২২
২০১৬	২৭৭.৬২	৩৮১১.১৮	৪৮৮.০৪	১৩৭৪.৫৯	৩০১.৬৩	৬২৫৩.০৬
২০১৭	৩৯৬.২২	৪০৭৪.৬৬	৫৮০.৪৭	১৩৫৩.৯৩	৩৯৮.১২	৬৮০৩.৪১

সারণি ১৭

বীমা দাবি পরিশোধের পরিমাণ এবং নিষ্পত্তির হার (২০০৯- ২০১৭) (কোটি টাকায়)

বছর	মৃত্যু দাবি	মেয়াদোত্তীর্ণ দাবি	সারেন্ডার দাবি	সার্ভাইবেল বেনিফিট দাবি	গোষ্ঠী ও স্বাস্থ্য বীমার দাবি	মোট দাবি নিষ্পত্তি
২০০৯	৭১.৮০	৪৪৩.৬৯	১০৭.০১	৪৪৪.৭৫	৭১.০৪	১১৩৮.২৯
	(৫০.২১)	(৭৫.৭৬)	(১০০.২৬)	(৬৯.২৬)	(৬৭.৩৭)	(৭১.৯১)
২০১০	৭৪.৮৪	৫৫৬.২৬	১২১.০৯	৫৮৪.০০	৮৬.২৬	১৪২২.৪৫
	(৪৯.২৬)	(৮১.২৫)	(৯৯.৬৬)	(৭২.৩২)	(৭১.৭০)	(৭৫.৪২)
২০১১	৮৮.৮০	৭১৪.৪২	১৪৮.১২	৬৯৫.৬০	১১২.৮৮	১৭৫৯.৮৩
	(৪৯.২২)	(৮০.৯৫)	(৯৯.৩৬)	(৭২.৯২)	(৭৬.২৬)	(৭৬.০৫)
২০১২	১১৫.৭০	৯২৮.৭৩	২২২.১২	৮৩০.৯৭	১৩১.৪০	২২২৮.৯২
	(৫১.৩৭)	(৭৭.৫১)	(৯৪.৫৪)	(৭৫.৮৬)	(৭৬.৮৪)	(৭৬.২১)
২০১৩	১২৮.৯৯	১২২০.৯৮	২৭৮.১১	৯৫৮.১৭	১৫৮.৬৭	২৭৪৪.৯২
	(৫৪.৩৫)	(৭৮.২৯)	(১০০.২০)	(৭৮.১৬)	(৭৬.৯২)	(৭৮.২৮)
২০১৪	১০৪.১৮	১৭৪৪.৭৫	৩৩৭.৭৬	১১১৪.৮৫	১৮১.২১	৩৪৮২.৭৫
	(৪৮.৮৫)	(৮০.৩০)	(১০০.৫২)	(৮০.৩৩)	(৮১.৮৭)	(৮০.৪১)
২০১৫	১৩৯.৮৭	২৮৩৯.১৬	৪৭২.৯১	১১৭৩.০৪	২২৭.২৫	৪৮৫২.২৪
	(৫৪.৯৮)	(৮৮.৪২)	(১০০.০৯)	(৭৯.৬০)	(৮১.৮২)	(৮৫.২৯)
২০১৬	১৫৮.২৬	৩৩৫৯.১৮	৪৮৭.৮৮	১১১২.৯৭	২৫১.৭৯	৫৩৭০.০৮
	(৫৭.০১)	(৮৮.১৪)	(৯৯.৯৭)	(৮০.৯৭)	(৮৩.৪৮)	(৮৫.৮৮)
২০১৭	২০৩.৩৭	৩৩৮১.০৩	৫৭৭.৫৬	১০৪২.০২	৩৪৬.৭৩	৫৫৫০.৭১
	(৫১.৩৩)	(৮২.৯৮)	(৯৯.৫০)	(৭৬.৯৬)	(৮৭.০৯)	(৮১.৫৯)

নোটঃ বন্ধনীর মধ্যের সংখ্যা দাবি নিষ্পত্তির শতকরা হার নির্দেশ করে।

২০১৬ সালে মোট দাবির মেয়াদোত্তীর্ণ দাবি ছিল ৬০.৯৫% এবং ২০১৭ সালে হ্রাস পেয়ে ৫৯.৮৯% হয়েছে। ২০১৬ সালে মোট দাবির সার্ভাইবাল বেনিফিট দাবি ছিল ২১.৯৮% এবং ২০১৭ সালে হ্রাস পেয়ে দাবি অংশ ১৯.৯০% হয়েছে। ২০১৬ সালে মোট দাবির মৃত্যু দাবি ছিল ৪.৪৪% এবং ২০১৭ সালে বৃদ্ধি পেয়ে দাবি অংশ ৫.৮২% (লেখচিত্র ২৫) ।

লেখচিত্র ২৫

লাইফ বীমা শিল্পে বিভিন্ন উপ-শ্রেণির দাবির পরিমাণের শতকরা শেয়ার (২০০৯-২০১৭)

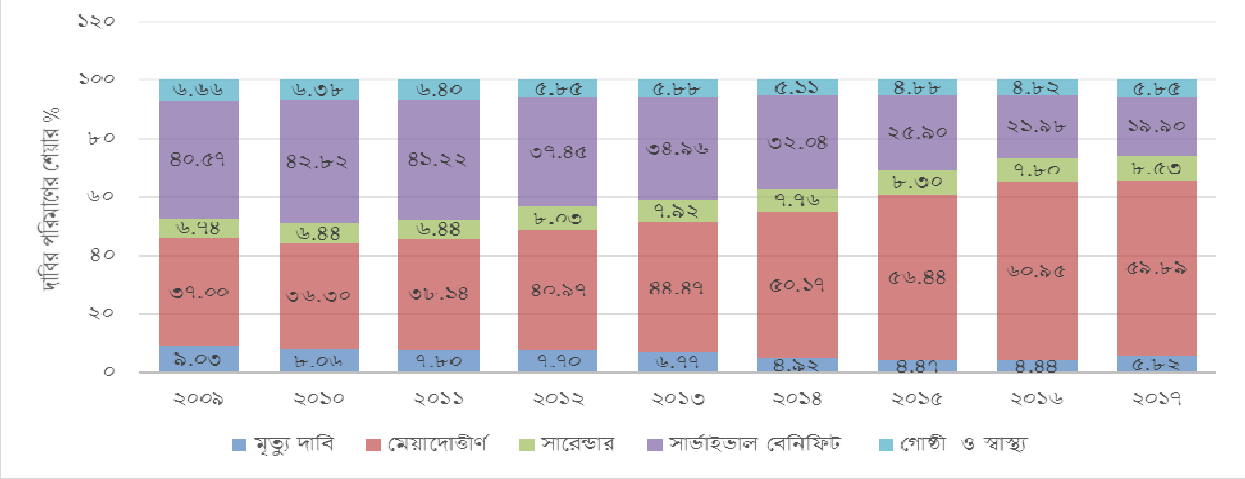

লেখচিত্র ২৬

লাইফ বীমা শিল্পে উপ-শ্রেণিভিত্তিক দাবির পরিমাণ নিষ্পত্তির শতকরা হার (২০০৯-২০১৭)

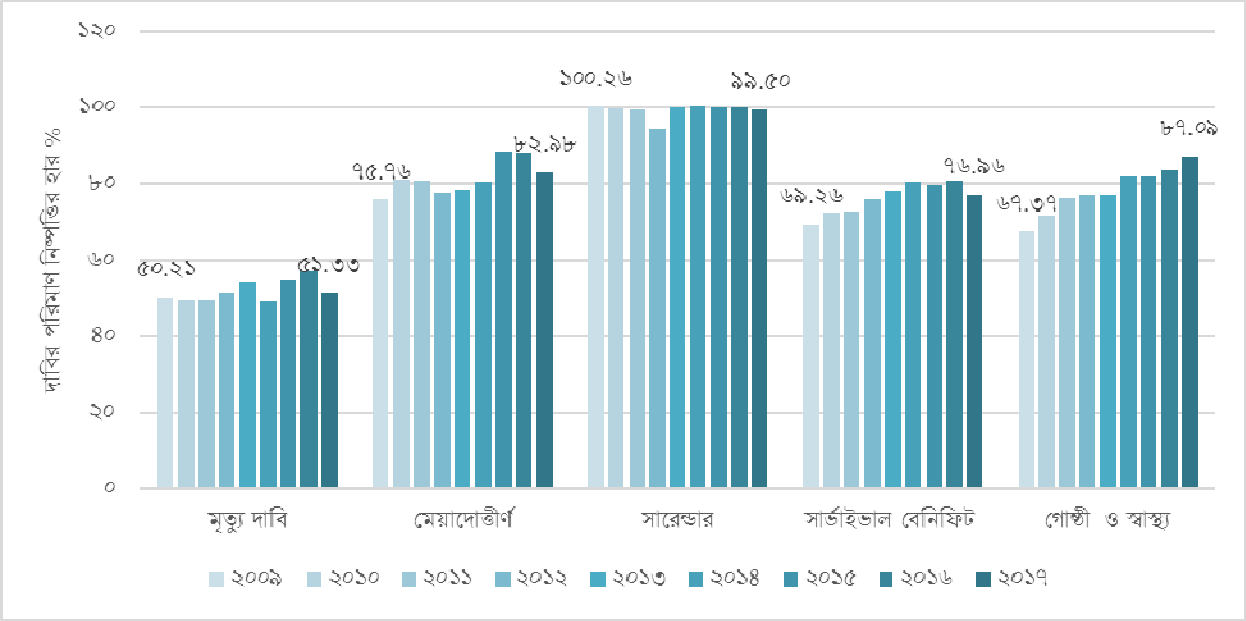

লেখচিত্র ২৭

লাইফ বীমা শিল্পে বীমা দাবি পরিশোধের শতকরা হার (২০০৯-২০১৭)

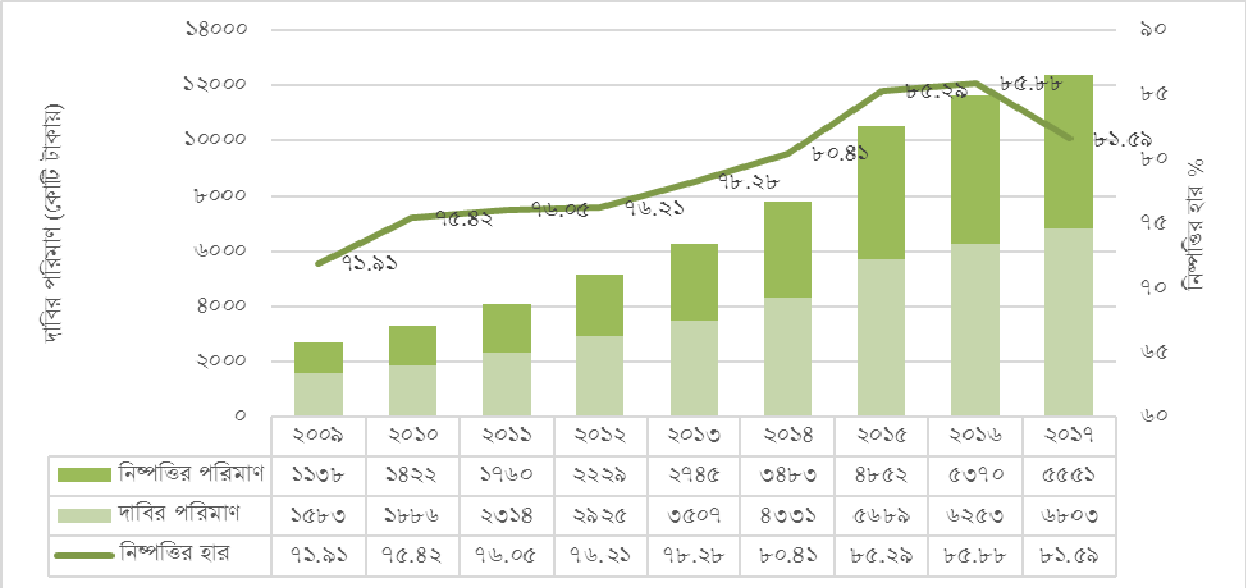

২০১৭ সালে লাইফ ইন্স্যুরেন্স ব্যবসায় ৫৫৫০.৭১ কোটি টাকার দাবি নিষ্পত্তি হয়েছে এবং দাবি নিষ্পত্তির হার ৮১.৫৯ শতাংশ। ২০১৬ সালে দাবির নিষ্পত্তি হয়েছে ৫৩৭০.০৮ কোটি টাকার এবং দাবি নিষ্পত্তির হার ৮৫.৮৮ শতাংশ (লেখচিত্র ২৭)। মৃত্যু দাবি নিষ্পত্তির হার গত ৯ বছরে (২০০৯-২০১৭)) সন্তোষজনক ছিল না এবং এই হার ছিল ৪৮%-৫৫% এর মধ্যে। মেয়াদোত্তীর্ণ দাবি নিষ্পত্তির হার একই সময়কালে (২০০৯-২০১৭) সন্তোষজনক ছিল এবং এই হার ছিল ৭৫-৮৯% (সারণি ১৭ এবং লেখচিত্র ২৬)।

২০১৭ সালে মেটলাইফ, ন্যাশনাল লাইফ, ফারইস্ট ইসলামী লাইফ এবং জীবন বীমা কর্পোরেশনের দাবি নিষ্পত্তির হার আরও বৃদ্ধি করতে পারলে সামগ্রিকভাবে দাবির নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধি পেত কারণ এই বীমাকারীসমূহ মোট প্রিমিয়ামের প্রধান অবদানকারী।

বীমা দাবির সংখ্যা

সারণি ১৮ লাইফ বীমা ব্যবসায় ২০১৭ সালে দাবির সংখ্যা ২৭১৩৫৯৩টি এবং ২০১৬ সালে এই দাবির সংখ্যা ছিল ২৯৭০০৪০টি দাবি অন্তর্ভুক্ত করেছে। ২০১৭ সালে এই মোট দাবির মধ্যে ৩৩৯৫৭টি মৃত্যুর দাবি, ১৭৮০৯৪১টি মেয়াদোত্তীর্ণ দাবি, ৯২০১৬টি সমর্পণ দাবি, ৬৬৬২৬৭টি সার্ভাইভাল বেনিফিট দাবি এবং ১৪০৪১২টি গ্রুপ ও স্বাস্থ্য বীমা দাবি ছিল।

সারণি ১৮

লাইফ ইন্স্যুরেন্সে বিভিন্ন শ্রেণিভিত্তিক বীমা দাবির সংখ্যা (২০০৯-২০১৭)

বছর	মৃত্যু দাবি	মেয়াদোত্তীর্ণ দাবি	সারেন্ডার দাবি	সার্ভাইভাল বেনিফিট দাবি	গোষ্ঠী ও স্বাস্থ্য বীমার দাবি	মোট দাবি
২০০৯	২৪৬৬৯	৩৩৩৯৫৩	৩০৪৩৮	৪২৪৩৩৮	১৭৩৯০	৮৩০৭৮৮
২০১০	২৫৬১১	৪১৮৫০১	৩৪৮৮৫	৫১৬৫০৯	২২৯৯১	১০১৮৪৯৭
২০১১	২৮৪২৯	৫৩১৭১৯	৪৩৭৭১	৬০৭১৬২	২৪৮০৪	১২৩৫৮৮৫
২০১২	৩২০৯৪	৬৬২৫৭২	৭৩৪৫২	৬৯৯৫৭০	৩১২৩২	১৪৯৮৯২০
২০১৩	৩৩৮৩০	৭৭৫৬৪৩	৭৬৬৮৬	৬৯৪০৭৫	৩৩৮০৬	১৬১৪০৪০
২০১৪	২৯৯৮৬	৯৩৭৮৩৩	৭৭৭০৪	৭১৮৯৫২	৩৩৩৩২	১৭৯৭৮০৭
২০১৫	২৯৪২৮	১৯১৬৫২৪	৯৫৮৯০	৭০৬২০৫	৪৪৫০৯	২৭৯২৫৫৬
২০১৬	২৯৪৩৯	২১৬৮৫৯৪	৯০৪৭৭	৬২২৬৬৫	৫৮৮৬৫	২৯৭০০৪০
২০১৭	৩৩৯৫৭	১৭৮০৯৪১	৯২০১৬	৬৬৬২৬৭	১৪০৪১২	২৭১৩৫৯৩

সারণি ১৯

বীমা দাবি পরিশোধের সংখ্যা এবং শতকরা নিষ্পত্তির হার (২০০৯- ২০১৭)

বছর	মৃত্যু দাবি	মেয়াদোত্তীর্ণ দাবি	সারেন্ডার দাবি	সার্ভাইভাল বেনিফিট দাবি	গোষ্ঠী ও স্বাস্থ্য বীমার দাবি	মোট দাবি নিষ্পত্তি
২০০৯	১৫৮০২	২৩৪১৩৮	২৭৯৩০	২৯৭২১৩	১২৮৭৯	৫৮৭৯৬২
	(৬৪.০৬)	(৭০.১১)	(৯১.৭৬)	(৭০.০৪)	(৭৪.০৬)	(৭০.৭৭)
২০১০	১৬৮১৮	২৬৯২৩৩	৩১৯৪৩	৩৭৬৪০৮	১৮০৪০	৭১২৪৪২
	(৬৫.৬৭)	(৬৪.৩৩)	(৯১.৫৭)	(৭২.৮৮)	(৭৮.৪৭)	(৬৯.৯৫)
২০১১	১৬৭৮৭	৩৯৫৭৫৭	৩৯০৪১	৪৩১৩৯৮	২০৮৭৩	৯০৩৮৫৬
	(৫৯.০৫)	(৭৪.৪৩)	(৮৯.১৯)	(৭১.০৫)	(৮৪.১৫)	(৭৩.১৩)
২০১২	২০০৪৪	৪৩০৫০৭	৫৬০০৪	৫২৯৭৭৫	২৫৬৯১	১০৬২০২১
	(৬২.৪৫)	(৬৪.৯৮)	(৭৬.২৫)	(৭৫.৭৩)	(৮২.২৬)	(৭০.৮৫)
২০১৩	২১০১০	৫৩৩১৩৪	৭১৬৬১	৫৪০৪৪০	২৯৪০০	১১৯৫৬৪৫
	(৬২.১০)	(৬৮.৭৩)	(৯৩.৪৫)	(৭৭.৮৬)	(৮৬.৯৭)	(৭৪.০৮)
২০১৪	১৯৬৮২	৬৩৬২০৬	৭৬০০৫	৫৫৭৮০৭	২৮৮০৪	১৩১৮৫০৪
	(৬৫.৬৪)	(৬৭.৮৪)	(৯৭.৮১)	(৭৭.৫৯)	(৮৬.৪২)	(৭৩.৩৪)
২০১৫	১৯৭০৯	১৫৯৭৭০৭	৯২৮৯৬	৫৩০৯৬০	৪১০১৯	২২৮২২৯১
	(৬৬.৯৭)	(৮৩.৩৬)	(৯৬.৮৮)	(৭৫.১৮)	(৯২.১৬)	(৮১.৭৩)
২০১৬	১৮৫৯১	১৮৮২৯০২	৮৬৯৪১	৪৯৭৫৫৭	৫৪৮৩৮	২৫৪০৮২৯
	(৬৩.১৫)	(৮৬.৮৩)	(৯৬.০৯)	(৭৯.৯১)	(৯৩.১৬)	(৮৫.৫৫)
২০১৭	২২৬৬৮	১৪৭৫১১৭	৮৬৪১৪	৪৯০১৩১	১২৬০৯০	২২০০৪২০
	(৬৬.৭৬)	(৮২.৮৩)	(৯৩.৯১)	(৭৩.৫৬)	(৮৯.৮০)	(৮১.০৯)

নোটঃ বন্ধনীর মধ্যে সংখ্যা নিষ্পত্তির শতকরা হার নির্দেশ করে

সারণি ১৯ এ দেখা যায় যে, ২০১৭ সালে লাইফ বীমা ব্যবসায় মোট দাবির পরিশোধের সংখ্যা ২২০০৪২০ এবং ২০১৬ সালে মোট দাবি পরিশোধের সংখ্যা ছিল ২৫৪০৮২৯টি। নিষ্পত্তিকৃত মোট দাবির মধ্যে ২০১৭ সালে ২২৬৬৮টি মৃত্যু দাবি, ১৪৭৫১১৭টি মেয়াদোত্তীর্ণ দাবি, ৮৬৪১৪টি সমর্পণ দাবি, ৪৯০১৩১টি সার্ভাইভাল বেনিফিট দাবি এবং ১২৬০৯০টি গ্রুপ বীমা ও স্বাস্থ্য দাবি নিষ্পত্তি হয়েছে। ২০০৯ সালে দাবি নিষ্পত্তির হার ছিল ৭০.৭৭%, ২০১৪ সালে ৭৩.৩৪%, ২০১৫ সালে ৮১.৭৩%, ২০১৬ সালে ৮৫.৫৫% এবং ২০১৭ সালে কমে গিয়ে ৮১.০৯%। দাবি নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধির প্রবণতা এ শিল্পে আস্থা সংকট দূর করবে। ২০১৭ সালে এই মোট নিষ্পত্তিকৃত দাবির মধ্যে ৬৬.৭৬% মৃত্যুর দাবি, ৮২.৮৩% মেয়াদোত্তীর্ণ দাবি, ৯৩.৯১% সমর্পণ দাবি, সার্ভাইভাল বেনিফিট দাবি ৭৩.৫৬% এবং ৮৯.৮০% গ্রুপ বীমা ও স্বাস্থ্য দাবি নিষ্পত্তি হয়েছে (সারণি ১৯)।

নীট পলিসি গ্রাহকের দায় এবং এ্যাকচ্যুরিয়াল উদ্বৃত্ত

পলিসি গ্রাহকের উদ্বৃত্ত বীমা আইন ২০১০ এর ৩০ ধারা অনুসারে নির্ধারিত হয়। এ্যাকচ্যুরিয়াল ভ্যালুয়েশন বীমাকারীর দায়বদ্ধতা এবং উদ্বৃত্ত বা ঘাটতি (যদি সম্পদ দায়বদ্ধতা তুলনায় কম বা বেশী থাকে) প্রকাশ করে । পলিসিহোল্ডারদের দায়বদ্ধতাসমূহ নতুন পলিসি বিক্রির সাথে বৃদ্ধি পায় তবে বিদ্যমান পরিমাণের সাথে আরও বেশি সম্পদ যুক্ত হতে পারলে এটি উদ্বৃত্তে পরিণত হতে পারে। অতিরিক্ত ব্যয় এবং দূর্বল বিনিয়োগের রিটার্ণ এ্যাকচ্যুরিয়াল উদ্বৃত্তকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। সারণি ২০ দেখা যায় যে ২০০৯ থেকে ২০১৭ অবধি উদ্বৃত্তের ক্রমহ্রাসমান হারে বৃদ্ধি প্রবণতা ছিল। বীমা আইন, ২০১০ এর ৮২ ধারার অধীনে বীমাকারী উদ্বৃত্ত পলিসিগ্রাহককে বোনাস হিসাবে এবং শেয়ারহোল্ডারদের লভ্যাংশের আকারে বিতরণ করে।

সারণি ২০

নীট পলিসি গ্রাহকের দায় এবং এ্যাকচ্যুরিয়াল উদ্বৃত্ত (কোটি টাকায়)

বছর	গ্রাহকের দায়	প্রারম্ভিক উদ্বৃত্ত	চলতি উদ্বৃত্ত	মোট উদ্বৃত্ত	প্রবৃদ্ধি %
২০০৯	৬৬৮৫.২৮	৪৪৯.৪৩	৫৫৪.২০	১০০৩.৬৩	
২০১০	১২৯৩৩.০১	৬২৭.৭৩	১১৩৫.৮১	১৭৬৩.৫৫	৭৫.৭২
২০১১	১৪২৪৩.৪৮	১১৩১.২৮	৯৯৬.১৬	২১২৭.৪৪	২০.৬৩
২০১২	১৮২৯৬.৬৬	১৩৮১.১৬	১১২১.৮৬	২৫০৩.০২	১৭.৬৫
২০১৩	২০২৯৮.৮৯	৭৬৫.২৯	১৫৩২.১৬	২২৯৭.৪৬	-৮.২১
২০১৪	২৪২৪২.১২	৯২৩.৯০	১৫৮৩.১৫	২৫০৭.০৪	৯.১২
২০১৫	২৩৮৫১.০০	১০০৮.৯৯	১৭১৬.১২	২৭২৫.১১	৮.৭০
২০১৬	২৫১৩৪.৯২	১২৪৯.০৯	১৫৮৪.৬৭	২৮৩৩.৭৫	৩.৯৯
২০১৭	২৬৬০৮.১০	১১১৬.৫৭	১৭৪০.০৬	২৮৫৬.৬৩	০.৮১

পরিশোধিত মূলধন

৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত লাইফ বীমাকারীর পরিশোধিত মোট মূলধন ছিল ৯৪২ কোটি টাকা এবং ৪১.১৭ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭ সালে ৯৮৩.১৭ কোটি টাকা হয়েছে (সারণি ২১)।

সারণি ২১

লাইফ বীমা শিল্পে পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ (কোটি টাকায়)

বছর	পরিশোধিত মূলধন	বছরে সংযোজন
২০০৯	১২৬.৫৫	
২০১০	১৬৪.১৪	৩৭.৫০
২০১১	২৪১.১৪	৭৭.০০
২০১২	৩১৮.১০	৭৬.৯৬
২০১৩	৬২৬.৮৯	৩০৮.৭৯
২০১৪	৮০৩.৪৯	১৭৬.৬০
২০১৫	৮৫০.১১	৪৬.৬২
২০১৬	৯৪২.০০	৯১.৮৯
২০১৭	৯৮৩.১৭	৪১.১৭

লাইফ বীমাকারীর এজেন্ট

আর্থিক সহযোগী বা এজেন্টরা লাইফ বীমা শিল্পের প্রধান বিক্রয় শক্তি এবং তারা লাইফ বীমা ব্যবসা সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রধান অবদান রাখে। বিশ্বাসের অভাব এবং সামাজিক স্বীকৃতির অভাবে এজেন্টের সংখ্যা বাড়ানো যাচ্ছে না। বাজারের আকার বিবেচনায় ৩.৯৩ লক্ষ এজেন্ট বীমা সেবা প্রদান করার পক্ষে যথেষ্ট তবে পর্যাপ্ত বীমা জ্ঞান বিক্রয়ের লক্ষ্য অর্জনে প্রধান অন্তরায়। এমপ্লয়ার অব এজেন্টের সংখ্যা প্রতি বছর বাড়ছে অথচ এজেন্ট ও এমপ্লয়ার অব এজেন্টের এর অনুপাত ১:৫ এর কম রয়েছে। এক্ষেত্রে অধিকাংশ বীমাকারী ১:৫ অনুপাত বজায় রাখার বিধানটি পরিপালন করছে না (সারণি ২২)।

সারণি ২২

লাইফ বীমাকারীর এজেন্ট এবং এমপ্লয়ার অব এজেন্টের সংখ্যা

বছর	এজেন্ট	প্রবৃদ্ধি (%)	এমপ্লয়ার অব এজেন্ট	প্রবৃদ্ধি (%)
২০০৯	৩৮৭৭৭১		১৬৩১০৫	
২০১০	৩৫৯৮৫১	-৭.২০	১৭৩১০৪	৬.১৩
২০১১	৩৮৮৮৫৬	৮.০৬	১৮৪৭০০	৬.৭০
২০১২	৩৮১৭৭৬	-১.৮২	১৮৫১০৬	০.২২
২০১৩	৩৭৮৫৬৪	-০.৮৪	১৭৬৮২২	-৪.৪৮
২০১৪	৩৯৩০২৮	৩.৮২	১৮৯৫১৮	৭.১৮
২০১৫	৪০৬৭৬২	৩.৪৯	১৯৫৭৭৩	৩.৩০
২০১৬	৩৯৩৮৮৯	-৩.১৬	২০৪০৮৫	৪.২৫
২০১৭	৩৮১৮৩৯	-৩.০৬	২০৯৮২৪	২.৮১

আইডিআরএ এজেন্টদের বীমার মূল জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ এবং তাদেরকে উপযুক্ত বিক্রয় বাহিনী হিসাবে গড়ে তোলার জন্য একটি কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই উদ্যোগটি এজেন্টদের প্রতিযোগিতামূলক বাজারের সাথে খাপ খাওয়াতে বীমার মূল জ্ঞান শিখতে সহায়তা করে আসছে। বীমা পণ্য বিক্রয় এজেন্টদের অবদানের ওপর নির্ভর করে যদিও এজেন্টদের দক্ষ ব্যবস্থাপনা বীমাকারীর জন্য বেশ চ্যালেঞ্জিং কাজ। কেবলমাত্র এজেন্টের মাধ্যমে পণ্য বিক্রয় হচ্ছে এবং বাংলাদেশে ব্যাংকেস্যুরেন্স চ্যানেল চালু করা যায় নি। প্রকৃতপক্ষে শিল্পে বীমাকারীরা এজেন্টের পরিবর্তে উন্নয়ন অফিসারকে ব্যবহার করছে এবং বীমা ব্যবসা সংগ্রহের জন্য উন্নয়ন অফিসারকে কমিশন প্রদান করে বীমা আইন ২০১০ এর ৫৮ ধারা লঙ্ঘন করছে এবং লাইফ বীমা খাতে এজেন্টের সংখ্যা হ্রাসের মূল কারণ ছিল এই কমিশন ব্যবস্থা। কর্তৃপক্ষ বীমাকারীর এজেন্ট ব্যবস্থাপনা কঠোরভাবে পর্যবেক্ষণ করবে।

লাইফ বীমাকারীর শাখা

বীমাকারীসমূহ তাদের হাজার হাজার শাখার মাধ্যমে জনগণের দ্বারে পৌঁছে গেছে। ২০১৭ সালে বাংলাদেশে ৪৯২ টি উপজেলা ৩২টি লাইফ বীমাকারী ৬৫৫১টি শাখার মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনা করে এবং জনগণের দোরগোড়ায় বীমা সেবা পৌঁছে দিয়েছে। ব্যবসার প্রকৃতির কারণে দেশজুড়ে বিস্তৃত শাখার প্রাপ্যতা গ্রাহকদের মধ্যে বীমা সেবা বিতরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ২০১৬ সালের তুলনায় ২০১৭ সালে দেশের বিভিন্ন অংশে শাখা সম্প্রসারণের প্রবণতা আশাব্যঞ্জক ছিল না। ২০১৬ সালের ৬৭৩৭টি শাখা হতে কমে ২০১৭ সালে ৬৫৫১টি হয়েছে (সারণি ২৩)।

সারণি ২৩

লাইফ বীমাকারীর মোট শাখা অফিসের সংখ্যা (২০০৯-২০১৭)

বছর	বছরের শুরুতে	শাখা খোলা	শাখা বন্ধ	মোট শাখা	পরিবর্তন %
২০০৯	৮৬৩৫	৯৭৪	৫৯২	৯০১৭	
২০১০	৯৩৭৪	৭৭২	৪৭২	৯৬৭৪	৭.২৯
২০১১	৯৬২৯	৭০৫	১০২০	৯৩১৪	-৩.৭২
২০১২	৯১৪২	৪০৬	১০৩৯	৮৫০৯	-৮.৬৪
২০১৩	৮৫৪৬	৫০০	১৫৪২	৭৫০৪	-১১.৮১

বছর	বছরের শুরুতে	শাখা খোলা	শাখা বন্ধ	মোট শাখা	পরিবর্তন %
২০১৪	৭৫১৬	৪০০	৯২৫	৬৯৯১	-৬.৮৪
২০১৫	৭০৩৮	৪২০	৫৯৬	৬৮৬২	-১.৮৫
২০১৬	৬৯৫৯	৪৫৭	৬৭৯	৬৭৩৭	-১.৮২
২০১৭	৬৬৪৭	৩৬৯	৪৬৫	৬৫৫১	-২.৭৬

জনবল

সারণী ২৪-তে দেখা যায় যে লাইফ বীমা শিল্পে মোট কর্মচারীর সংখ্যা ২০১৭ সালের মধ্যে ২২৫৩০ জন ছিল এবং ২০১৬ সালে ছিল ২৩৬১৬ জন। প্রতি বছর যত সংখ্যক কর্মী নিয়োগ করা হয়েছিল তার চেয়ে অধিক সংখ্যক বেশি কর্মচারী ছাঁটাই করা হয়েছে। কর্মচারী ব্যবস্থাপনার চিত্র খুবই হতাশাব্যঞ্জক ছিল এবং ক্রমান্বয়ে জনবল কমে যাওয়া বীমা শিল্পের ভাল আর্থিক অবস্থা প্রদর্শন করে না।

সারণি ২৪

লাইফ বীমা শিল্পে বীমাকারীর অফিসে মোট জনবলের সংখ্যা

বছর	বছরের শুরুতে	নিয়োগ	ছাঁটাই	বছরের শেষে
২০০৯	২৬১৫৪	৪৩৩০	৩০৬৬	২৭৪১৮
২০১০	২৭৪৯৯	৫০৮১	৩১৬১	২৯৪১৯
২০১১	২৯২৬১	৪১১৯	৩৪৪০	২৯৯৪০
২০১২	২৯৬৫৬	২৮২১	৩২৩২	২৯২৪৫
২০১৩	২৯৪২৫	২৫০১	৪৪২৮	২৭৪৯৮
২০১৪	২৭৪৭৬	২৭৯২	৩২০৬	২৭০৬২
২০১৫	২৭০৩৬	১৯৯৪	৩৮৫৫	২৫১৭৫
২০১৬	২৫৩০৮	২৩০৬	৩৯৯৮	২৩৬১৬
২০১৭	২৩৫৫৯	২২০১	৩২৩০	২২৫৩০

বীমাকারীর ট্যাক্স এবং ভ্যাট

বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্পোরেট ট্যাক্স, ভ্যাট, টিডিএস এবং ভিডিএস প্রদান করে থাকে। ৩২টি লাইফ বীমাকারী কর্তৃক ২০০৯ সাল থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত ট্যাক্স, টিডিএস এবং ভিডিএস প্রদানের হিসেব সারণি ২৫ এ উল্লেখ করা হয়েছে তবে কী পরিমাণ সরাসরি ভ্যাট পরিশোধ করেছ তার হিসেব এই সারণিতে উল্লেখ করা হয়নি। ২০০৯ সালে ৩২টি লাইফ বীমাকারী ১৯৬.৪৬ কোটি টাকা এবং ২০১৭ সালে ৪৫২.৯৫ কোটি টাকা সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করেছে।

সারণি ২৫

বীমাকারীর ট্যাক্স এবং ভ্যাট পরিশোধের পরিমাণ (২০০৯-২০১৭) (কোটি টাকায়)

বছর	কর্পোরেট কর	টিডিএস	ভিডিএস	ট্যাক্স এবং ভ্যাট
২০০৯	১৪৬.১৮	৪৩.২৯	৬.৯৮	১৯৬.৪৬
২০১০	১৪৯.০৯	৫৭.৭২	১৩.০৪	২১৯.৮৬
২০১১	১৮২.৮২	৭০.৩৪	১৪.১৩	২৬৭.২৯
২০১২	২৪৪.১৭	৭৯.৩৯	১৫.৬৪	৩৩৯.১৯
২০১৩	৩১৪.৩০	৮৩.২৮	১৫.৬৬	৪১৩.২৪
২০১৪	৩২৬.৮১	৯৪.৯৬	১৯.৯৩	৪৪১.৭০
২০১৫	৩১০.২৮	১১০.৯৬	২৩.৫১	৪৪৪.৭৫
২০১৬	৩৫৫.৯০	১২৮.৬৯	২৫.১৭	৫০৯.৭৬
২০১৭	২৮৫.০৫	১৩৬.৯৬	৩০.৯৪	৪৫২.৯৫

নন-লাইফ বীমা ব্যবসা

প্রিমিয়াম

নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় ৪৬টি নন-লাইফ বীমাকারীর জন্য ২০১৭ সালটি মোটামুটিভাবে সফল ছিল। এই বিমাকারীরা বিনিময় হারের হ্রাস বৃদ্ধি ও আস্থার সংকটের কারণে সৃষ্ট বিগত বছরে বেশ কয়েকটি চ্যালেঞ্জ কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছিল। বিগত বছরগুলির মতো গ্রস প্রিমিয়াম মূলত অগ্নি বীমা ব্যবসা দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল যা ২০১৭ সালে মোট গ্রস প্রিমিয়াম সংগ্রহের ৪০.০৯% (২০১৬: ৪১.১৪%) ছিল। বিরুপ পরিবেশের মধ্যে নন-লাইফ ব্যবসায় ২০১৭ সালে গ্রস প্রিমিয়ামের পরিমাণ ছিল ২৯৮১.৪৩ কোটি টাকা যেখানে ২০১৬ সালে গ্রস প্রিমিয়ামের পরিমাণ ছিল ২৭৭২.৮৮ কোটি টাকা এবং প্রবৃদ্ধির হার ২০১৬ সালের ৪.৯১% থেকে বেড়ে ২০১৭ সালে প্রবৃদ্ধির হার হয়েছিল ৭.৫২% (সারণি ২৬ এবং লেখচিত্র ২৮)।

২০১৭ সালে এই অবিচ্ছিন্ন প্রবৃদ্ধি মূলত অগ্নি এবং মেরিন বীমা ব্যবসা বৃদ্ধির কারণে হয়েছিল। বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে মোটর বীমা প্রচারের মাধ্যমে মোটর বীমা প্রিমিয়ামের পরিমাণ বৃদ্ধির অপার সুযোগ রয়েছে। মোটর বীমা বাধ্যতামূলক হওয়া সত্ত্বেও দেশে ৩.৫ মিলিয়ন যানবাহনের মধ্যে বর্তমানে মোট ১.৫ মিলিয়ন যানবাহন মোটর বীমার আওতায় এসেছে। বাংলাদেশে স্বাস্থ্য বীমা, ফসল বীমা এবং যাত্রী বীমা প্র

বর্তনেরও বিশাল সুযোগ রয়েছে।

সারণি ২৭ সরকারি মালিকানাধীন সাধারণ বীমা কর্পোরেশন কর্তৃক ২০০৯ সাল থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত সংগৃহীত সরাসরি প্রিমিয়াম দেখানো হয়েছে। সাধারণ বীমা কর্পোরেশন বীমা এবং পুনঃ বীমা উভয় ধরনের ব্যবসা পরিচালনা করে আসছে। নন-লাইফ বীমা শিল্পের মোট গ্রস প্রিমিয়ামের গণনায় দ্বৈততা এড়ানোর জন্য সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের কেবল সরাসরি গ্রস প্রিমিয়ামকে বিবেচনা করা হয়েছে।

সারণি ২৬

নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় গ্রস প্রিমিয়ামের পরিমাণ এবং প্রবৃদ্ধি (২০০৯-২০১৭) (কোটি টাকায়)

বছর	গ্রস প্রিমিয়াম	অগ্নি	মেরিন	মোটর	বিবিধ
২০০৯	১৩৮৯.৬৭	৫৪৩.২৫	৪৮২.০৯	১৭৩.৪৮	১৯০.৮৪
২০১০	১৬৫৭.৫৫	৬৪৭.৯৬	৫৬০.১৭	২০৪.৮২	২৪৪.৫৯
	(১৯.২৮)	(১৯.২৮)	(১৬.২০)	(১৮.০৭)	(২৮.১৬)
২০১১	১৯৩৩.৪৩	৭১৮.৩৬	৬৯৯.৯৪	২২৪.০১	২৯১.১২
	(১৬.৬৪)	(১০.৮৬)	(২৪.৯৫)	(৯.৩৭)	(১৯.০৩)
২০১২	২১৬৭.২৭	৭৯৯.৮৩	৮৩৯.১০	২৩১.৫৮	২৯৬.৭৮
	(১২.০৯)	(১১.৩৪)	(১৯.৮৮)	(৩.৩৮)	(১.৯৪)
২০১৩	২২৯২.৮০	৮৮০.২৬	৮৩০.০৪	২৪৫.৮৭	৩৩৬.৬৩
	(৫.৭৯)	(১০.০৬)	(-১.০৮)	(৬.১৭)	(১৩.৪৩)
২০১৪	২৪৪৫.৭১	৯৪২.৪২	৮৯৬.৫২	২৮৭.১১	৩১৯.৬৭
	(৬.৬৭)	(৭.০৬)	(৮.০১)	(১৬.৭৭)	(-৫.০৪)
২০১৫	২৬৪৩.০১	১০৫৬.২৫	৮৯২.০৩	৩২৮.৩১	৩৬৬.৪২
	(৮.০৭)	(১২.০৮)	(-০.৫০)	(১৪.৩৫)	(১৪.৬২)
২০১৬	২৭৭২.৮৮	১১৪০.৭৯	৯১৯.৫৪	৩৪৫.০৫	৩৬৭.৪৯
	(৪.৯১)	(৮.০০)	(৩.০৮)	(৫.১০)	(০.২৯)
২০১৭	২৯৮১.৪৩	১১৯৫.১৪	১০০৬.২০	৩৬১.৬৩	৪১৮.৪৭
	(৭.৫২)	(৪.৭৬)	(৯.৪২)	(৪.৮০)	(১৩.৮৭)

নোটঃ বন্ধনীর মধ্যের সংখ্যা প্রবৃদ্ধির হার নির্দেশ করে। সারণিতে সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের সরাসরি ব্যবসার প্রিমিয়াম (Direct Premium) নন-লাইফের মোট প্রিমিয়াম আয়ের ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয়েছে।

সারণি ২৭

সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের সরাসরি ব্যবসার উপ-শ্রেণিভিত্তিক গ্রস প্রিমিয়াম আয় (২০০৯-২০১৭) (কোটি টাকায়)

বছর	অগ্নি	মেরিন	মোটর	বিবিধ	গ্রস প্রিমিয়াম
২০০৯	২২.১৬	৬৬.০৮	৫.৬১	৬৭.৫০	১৬১.৩৫
২০১০	২২.৯৮	৬৬.৯০	৬.৪৫	৬৯.৬৭	১৬৬.০০
২০১১	২০.২১	৮৭.৯৫	৭.১৯	৮২.১১	১৯৭.৪৭
২০১২	২৩.০০	৯৮.৩২	৮.৯৭	৮৮.৬৪	২১৮.৯২
২০১৩	২৪.৫২	৭৪.৭৭	১০.২৫	৮১.৪২	১৯০.৯৬
২০১৪	২৩.৫৯	৭৩.৮১	১১.৭৩	৬৬.৯৯	১৭৬.১১
২০১৫	২০.৫৫	৬৪.১১	১৩.৭২	১০৮.৯২	২০৭.৩১
২০১৬	২৫.৫৮	৯১.৭৮	১৪.১৩	৯২.০১	২২৩.৪৯
২০১৭	৩১.২০	৭৮.৬৩	১৪.৩৪	১১৪.৪৮	২৩৮.৬৬

লেখচিত্র ২৮

নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় গ্রস প্রিমিয়ামের প্রবৃদ্ধির শতকরা হার (২০০৯-২০১৭)

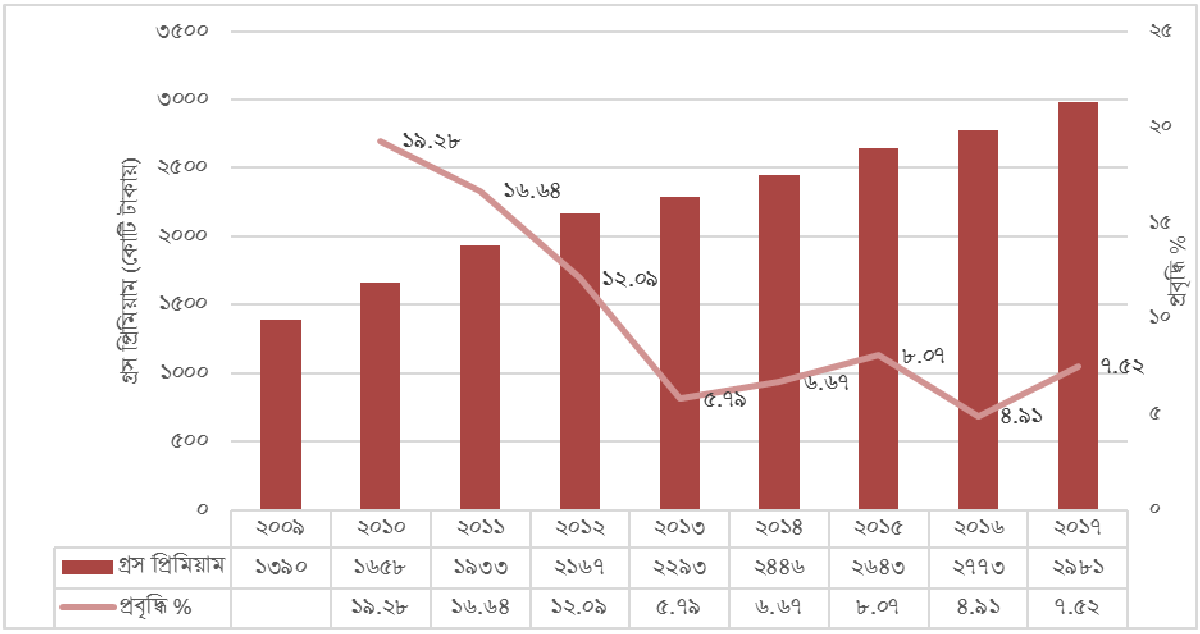

গ্রস প্রিমিয়ামের উপ-শ্রেণিভিত্তিক বিশ্লেষণ

লেখচিত্র ৩০ এ ২০০৯ থেকে ২০১৭ সালে সংগৃহীত গ্রস প্রিমিয়ামের বীমার উপ-শ্রেণিভিত্তিক অংশ শতাংশের হিসেবে দেখানো হয়েছে। অগ্নি, মেরিন, মোটর এবং বিবিধ বীমাকে উপ-শ্রেণি হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। নন-লাইফে উপশ্রেণির বীমাসমূহের চালিকা শক্তি হিসাবে অগ্নি বীমা মোট প্রিমিয়ামের ৪০.০৯% প্রতিনিধিত্ব করে। সারণি ২৬ এবং লেখচিত্র ২৯ এ দেখা যায় যে অগ্নি বীমা ব্যবসায়ে ২০১৬ সালে মোট প্রিমিয়াম পরিমাণ ১১৪০.৭৯ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ২০১৭ সালে ১১৯৫.১৪ কোটি টাকা হয়েছে। ২০১৬ সালে অগ্নি বীমায় গ্রস প্রিমিয়ামের প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৮.০০%, ২০১৭ সালে প্রবৃদ্ধির হার হয় ৪.৭৬% এবং এই হার বিগত নয় বছরে মধ্যে সবচেয়ে কম। বিভিন্ন সংস্থা থেকে তদারকির অভাবে যেখানে ২০১৬ সালে মোটর ব্যবসায় প্রবৃদ্ধির হার ৫.১০% সেখানে ২০১৭ সালে ৪.৮০% হারে প্রবৃদ্ধি হয় মোটর বীমা ব্যবসায় অথচ অন্যান্য দেশে মোটর বীমা সবচেয়ে জনপ্রিয় বীমা ব্যবসা। মেরিন বীমা ব্যবসায়ে ২০১৬ সালে মোট প্রিমিয়াম পরিমাণ ৯১৯.৫৪ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ২০১৭ সালে ১০০৬.২০ কোটি টাকা হয়েছে এবং ২০১৭ সালে প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৯.৪২%। গত দশকে বাংলাদেশের রফতানি ও আমদানি খাতে তেজীভাব থাকায় মেরিন বীমায় বৃদ্ধির হার বেড়েছে। বিবিধ খাতে প্রিমিয়াম আয়ের পরিমাণ ২০০৯ সালে ১৯০.৮৪ কোটি টাকা ২০১৬ সালে ৩৬৭.৪৯ কোটি টাকা এবং ২০১৭ সালে ৪১৮.৪৭ কোটি টাকা এবং ২০১৭ সালে প্রবৃদ্ধি ছিল ১৩.৮৭%। বিবিধ বীমার অন্তর্ভুক্ত স্বাস্থ্য বীমাকে জনপ্রিয় করা যায় নি বিধায় এই উপশ্রেণির গ্রস প্রিমিয়াম সংগ্রহের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হতে পারে নি।

লেখচিত্র ২৯

নন-লাইফ বীমা শিল্পে উপ-শ্রেণিভিত্তিক প্রিমিয়ামের প্রবৃদ্ধির হার (২০০৯-২০১৭)

লেখচিত্র ৩০

নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় উপ-শ্রেণিভিত্তিক গ্রস প্রিমিয়ামের শেয়ার (২০০৯-২০১৭)

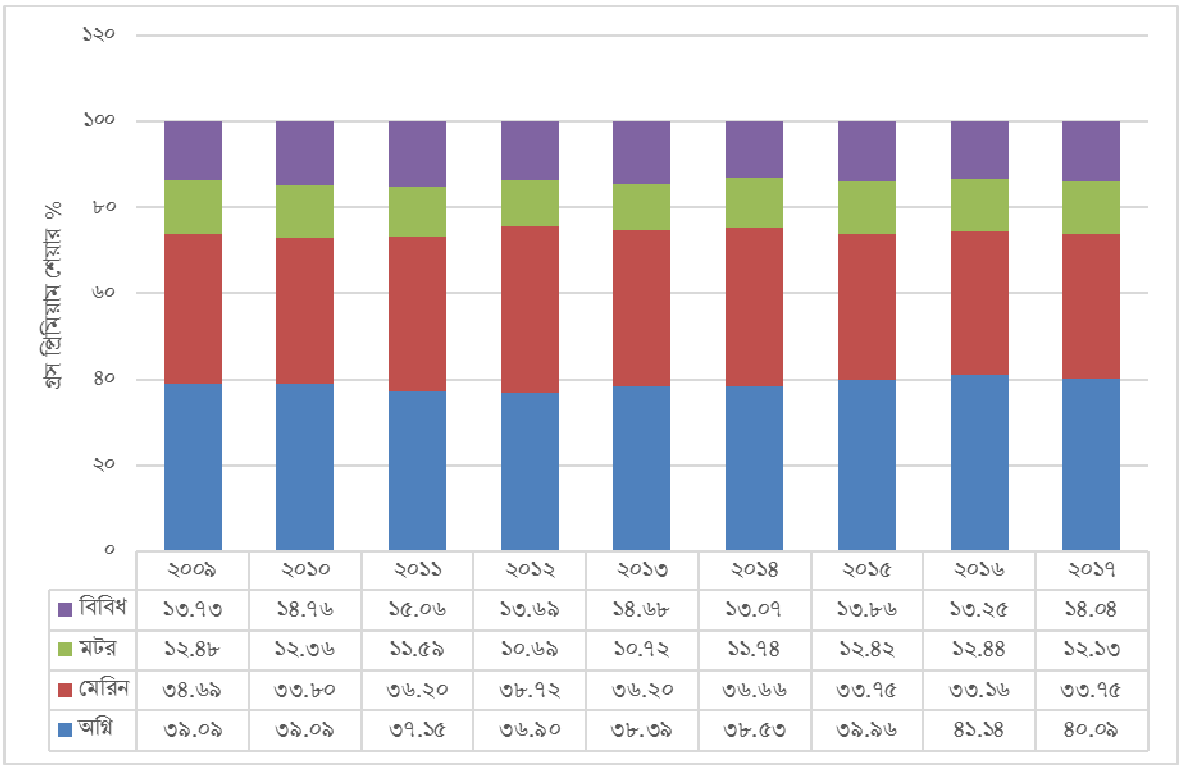

	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭
বিবিধ	১৩.৭৩	১৪.৭৬	১৫.০৬	১৩.৬৯	১৪.৬৮	১৩.০৭	১৩.৮৬	১৩.২৫	১৪.০৪
মটর	১২.৪৮	১২.৩৬	১১.৫৯	১০.৬৯	১০.৭২	১১.৭৪	১২.৪২	১২.৪৪	১২.১৩
মেরিন	৩৪.৬৯	৩৩.৮০	৩৬.২০	৩৮.৭২	৩৬.২০	৩৬.৬৬	৩৩.৭৫	৩৩.১৬	৩৩.৭৫
অগ্নি	৩৯.০৯	৩৯.০৯	৩৭.১৫	৩৬.৯০	৩৮.৩৯	৩৮.৫৩	৩৯.৯৬	৪১.১৪	৪০.০৯

নীট প্রিমিয়াম

অগ্নি বীমার আওতায় থাকা প্রাকৃতিক দুর্যোগ নন-লাইফ বীমাকারীদের জন্য ব্যবস্থাপনাগত চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে এই ঝুঁকি পুনঃবীমাকারী কর্তৃকও বহন করা হয় এবং বাংলাদেশের ৪৫টি বীমাকারী সম্মিলিতভাবে অগ্নি বীমার মোট গ্রস প্রিমিয়ামের ৩৫-৪০% ধরে রেখেছিল যাকে নীট প্রিমিয়াম বলা হয়। বীমা ব্যবসার উন্নতির জন্য স্থানীয় বীমাকারীদের প্রিমিয়াম রিটেইন করার ক্ষমতা বাড়াতে হবে। মেরিন বীমা ব্যবসাও একটি উচ্চ ঝুঁকির হওয়ায় একটি বৃহদাংশ পুনঃবীমা করা হচ্ছে। ২০১৭ সালে ১০০৬.২০ কোটির টাকার গ্রস প্রিমিয়ামের মধ্যে মেরিন বীমা ব্যবসায়ে রিটেশনের হার ৬৯.৬০% ছিল।

সারণি ২৮

নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় শ্রেণিভিত্তিক নীট প্রিমিয়াম (সাবীক ছাড়া) (কোটি টাকায়)

বছর	অগ্নি	মেরিন	মোটর	বিবিধ	নন-লাইফ খাত
২০০৯	১৮১.৯১	২৮৯.৮৩	১৫৭.২৩	৪৫.০৭	৬৭৪.০৫
২০১০	২৪৩.২৮	৩৪৮.৩৯	১৮৬.৭৭	৫২.১৭	৮৩০.৬১
২০১১	২৬৪.৫৬	৪১৬.০৬	২০৩.১৮	৫৯.৭৭	৯৪৩.৫৭
২০১২	৩০৯.৬৫	৫৪২.৬২	২০৯.৬৪	৫৫.৯০	১১১৭.৮১
২০১৩	৩৩০.৪৮	৫৪৮.৮০	২২০.২১	৮৫.৩০	১১৮৪.৮০
২০১৪	৩২২.০৬	৫৯২.৮৭	২৫১.৫৬	৯৫.৭১	১২৬২.২১
২০১৫	৩৯৪.৭১	৫৩৪.৬৯	২৯৬.৩১	৯১.৭৪	১৩১৭.৪৪
২০১৬	৪১১.৯৩	৫৪৩.৮৫	৩১৩.৬০	৯৬.০৩	১৩৬৫.৪১
২০১৭	৪৫৪.২৫	৬৪৫.৬২	৩২৭.৭০	১০৩.৮০	১৫৩১.৩৭

সারণি ২৯

নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় (সাবীক ছাড়া) রিটেনশনের শতকরা হার

বছর	অগ্নি	মেরিন	মোটর	বিবিধ	নন-লাইফ খাত
২০০৯	৩৪.৯১	৬৯.৬৭	৯৩.৬৬	৩৬.৫৪	৫৪.৮৮
২০১০	৩৮.৯৩	৭০.৬৩	৯৪.১৫	২৯.৮২	৫৫.৬৯
২০১১	৩৭.৮৯	৬৭.৯৮	৯৩.৭১	২৮.৬০	৫৪.৩৫
২০১২	৩৯.৮৬	৭৩.২৫	৯৪.১৭	২৬.৮৬	৫৭.৩৭
২০১৩	৩৮.৬২	৭২.৬৬	৯৩.৪৬	৩৩.৪২	৫৬.৩৭
২০১৪	৩৫.০৫	৭২.০৬	৯১.৩৫	৩৭.৮৮	৫৫.৬১
২০১৫	৩৮.১১	৬৪.৫৮	৯৪.১৯	৩৫.৬৩	৫৪.০৯
২০১৬	৩৬.৯৪	৬৫.৭০	৯৪.৭৭	৩৪.৮৬	৫৩.৫৬
২০১৭	৩৯.০৩	৬৯.৬০	৯৪.৩৬	৩৪.১৪	৫৫.৮৩

বিগত বছরের মতো মোটর বীমায় রিটেশনের হার সর্বাধিক এবং ২০১৭ সালে এই হারটি মোট প্রিমিয়ামের ৯৪.৩৬% ছিল। বিবিধ বীমা ব্যবসায় গ্রস প্রমিয়ামের ১৪.০৪% অংশ ছিল এবং বিগত ৫ বছরের (২০১৩-২০১৭) প্রত্যেক বছরে রিটেনশনের হার ৩৪% এর ওপরে ছিল (সারণি ২৯ এবং লেখচিত্র ৩১)। অনৈতিক কমিশনের ব্যবসা, আধুনিক চাহিদাভিত্তিক বীমা সুবিধার পরিকল্পের অভাব এবং দাবি পরিশোধের বিলম্বের কারণে এখনও মোটর বীমা জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি।

কর্তৃপক্ষ মোটর বীমাগুলির প্রিমিয়াম কাঠামো পুনঃমূল্যায়নের মাধ্যমে অনৈতিক কমিশন ব্যবসা বন্ধ করার চেষ্টা করছে। কর্তৃপক্ষ ইতোমধ্যে নন-লাইফ ব্যবসায় প্রচলিত ট্যারিফ হার পর্যালোচনাপূর্বক নুতন হার অনুমোদন করেছে। দেশের স্বার্থ রক্ষার জন্য আইডিআরএ স্থানীয় বীমাকারীদের দ্বারা মেগা প্রকল্পগুলির বীমা করার বিষয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

লেখচিত্র ৩১

নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় উপ-শ্রেণিভিত্তিক রিটেনশনের শতকরা হার (সাধারণ বীমা কর্পোরেশন ব্যতীত)

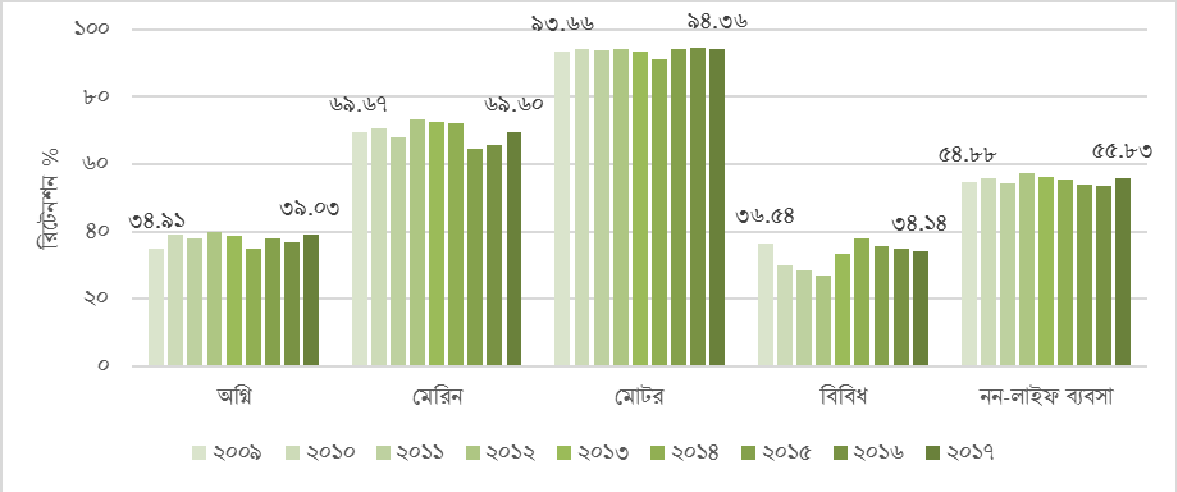

সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের গ্রস প্রিমিয়াম এবং নীট প্রিমিয়াম

সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের গ্রস প্রিমিয়াম, নীট প্রিমিয়াম এবং পুনঃবীমা সংক্রান্ত তথ্য সারণি ৩০ ও ৩১ এ দেখানো হয়েছে।

সারণি ৩০

সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের সরাসরি গ্রস প্রিমিয়াম এবং গ্রস প্রিমিয়াম (পুনঃবীমাসহ) (কোটি টাকায়)

বছর	সরাসরি গ্রস প্রিমিয়াম	গ্রস প্রিমিয়াম	অগ্নি	মেরিন	মোটর	বিবিধ
২০০৯	১৬১.৩৫	৫৪০.৬২	২৩৪.৫৯	১৪৫.১৮	৫.৬১	১৫৫.২৫
২০১০	১৬৬.০০	৫৬৬.৪৫	২৪১.৭২	১৫৩.০১	৬.৪৫	১৬৫.২৬
২০১১	১৯৭.৪৭	৬০১.৭২	২২৫.১৯	১৮৬.৩৮	৭.১৯	১৮২.৯৭
২০১২	২১৮.৯২	৮০০.৫৩	৩২৩.৪৮	২২৯.১২	৮.৯৭	২৩৮.৯৭
২০১৩	১৯০.৯৬	৭৯৬.০৪	৩৫৩.৫১	২১৮.৮৯	১০.২৫	২১৩.৩৯
২০১৪	১৭৬.১১	৮০০.৮৯	৩৮২.০০	২২২.৯৮	১১.৭৩	১৮৪.১৮
২০১৫	২০৭.৩১	৮৬১.৪৫	৩৭৮.৫৬	২১১.১২	১৩.৭২	২৫৮.০৫
২০১৬	২২৩.৪৯	৮৭২.৮৮	৩৯৪.৩৯	২৫৪.৬৬	১৪.১৩	২০৯.৭০
২০১৭	২৩৮.৬৬	৯৩২.৪৩	৪২৭.৮৫	২৩১.৮৭	১৪.৩৪	২৫৮.৩৬

সূত্রঃ সাধারণ বীমা কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য (কোন কোন তথ্য এসবিসির বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে অমিল থাকতে পারে)

সারণি ৩১

সাধারণ বীমা কর্পোরেশন কর্তৃক পুনঃবীমার প্রিমিয়াম পরিশোধ (কোটি টাকায়)

বছর	অগ্নি	মেরিন	মোটর	বিবিধ	মোট
২০০৯	৬৯.০৪	২৬.৭৯	০.০০	১২৬.০২	২২১.৮৫
২০১০	৬৬.৯২	৩৭.৪৬	০.০০	১৫১.৯৪	২৫৬.৩২
২০১১	১৯৫.৫৮	৫০.১৯	০.০০	১৪৫.৩৮	৩৯১.১৬
২০১২	৮০.২৩	৫১.৮২	০.০০	১৭.৭৫	১৪৯.৭৯
২০১৩	৬৯.৪০	৫৮.২২	০.০০	১৮৮.৫৯	৩১৬.২১
২০১৪	৮৭.৭১	৩২.৮৪	০.০০	১৫২.৮৬	২৭৩.৪১
২০১৫	৯৬.২৩	২৫.৯১	০.০০	১৯১.১৯	৩১৩.৩৩
২০১৬	৯২.৩৬	২৮.৪৭	০.০০	১৬৯.৬৬	২৯০.৫০
২০১৭	৩১৯.৫৯	২০১.৭০	০.০০	৫৯.৩৯	৫৮০.৬৮

মার্কেট শেয়ার

সারণি ৩২ এবং লেখচিত্র ৩২ বর্ণনামতে ২০১৭সালে গ্রীন ডেল্টা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি বাজারের ১১.০৫% (২০১৬: ১১.৪১%) শেয়ার অর্জন করে বাজারে নেতৃত্ব দিয়েছে এবং ৩২৯.৩৫ কোটি টাকার গ্রস প্রিমিয়াম আয়ের রেকর্ড করেছে। নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় গ্রস প্রিমিয়ামের বিবেচনায় গ্রীন ডেল্টা একটানা পাঁচ বছরের জন্য প্রথম স্থানটি সুরক্ষিত রাখতে সক্ষম হয়েছিল। গ্রীন ডেল্টা গ্রস প্রিমিয়াম আয় ২০১৬ সালের তুলনায় ২০১৭ সালে ৪.১২% উল্লেখযোগ্য হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। কোম্পানিটি স্বাস্থ্য ও ফসলের বীমা সম্পর্কিত কিছু উদ্ভাবনী পণ্য প্রবর্তন করেছিল এবং এ জাতীয় উদ্ভাবন কোম্পানির প্রবৃদ্ধিতে অবদান রেখেছিল।

পাইওনিয়ার ইন্স্যুরেন্স ২৬৬.০৪ কোটি টাকা প্রিমিয়াম আয় করে দ্বিতীয় অবস্থান ধরে রেখেছে এবং ২০১৭ সালে বাজারের শেয়ারের পরিমাণ ৮.৯২% অর্জন করেছে (২০১৬ সালে ছিল ৯.০৩%)। পাইওনিয়ার প্রিমিয়াম আয় ২০১৬ সালের তুলনায় ২০১৭ সালে ৬.২৩% হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

লেখচিত্র ৩২
নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় শীর্ষ ১০টি বীমাকারীর মার্কেট শেয়ার (২০০৯-২০১৭)

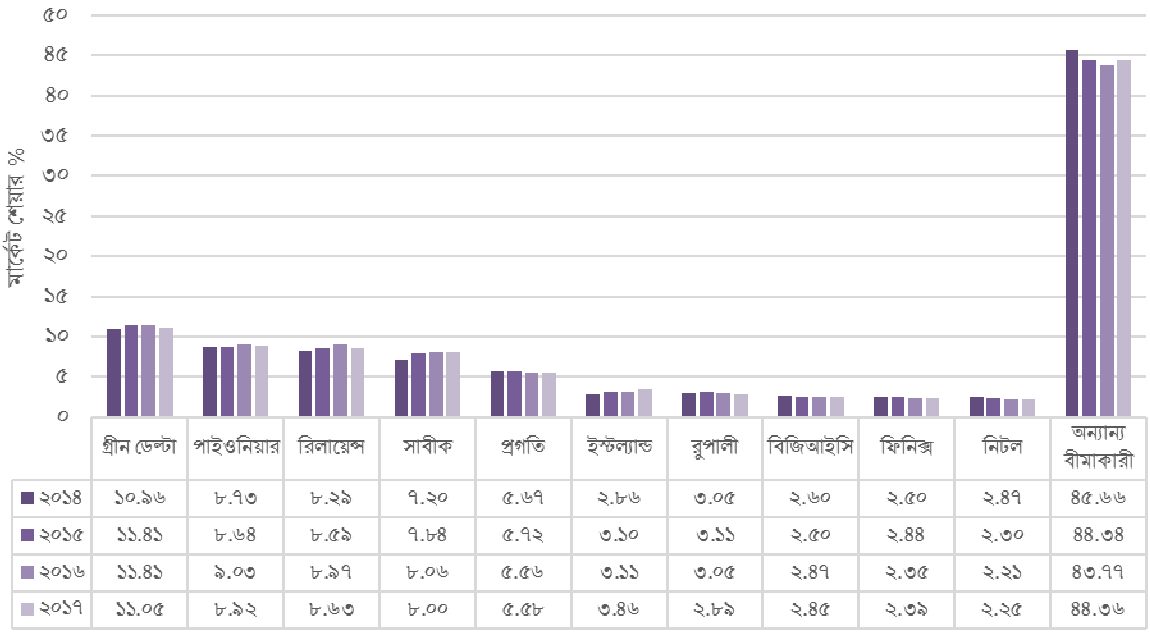

	গ্রীন ডেল্টা	পাইওনিয়ার	রিলায়েন্স	সাবীক	প্রগতি	ইস্টল্যান্ড	রুপালী	বিজিআইসি	ফিনিক্স	নিটল	অন্যান্য বীমাকারী
২০১৪	১০.৯৬	৮.৭৩	৮.২৯	৭.২০	৫.৬৭	২.৮৬	৩.০৫	২.৬০	২.৫০	২.৪৭	৪৫.৬৬
২০১৫	১১.৪১	৮.৬৪	৮.৫৯	৭.৮৪	৫.৭২	৩.১০	৩.১১	২.৫০	২.৪৪	২.৩০	৪৪.৩৪
২০১৬	১১.৪১	৯.০৩	৮.৯৭	৮.০৬	৫.৫৬	৩.১১	৩.০৫	২.৪৭	২.৩৫	২.২১	৪৩.৭৭
২০১৭	১১.০৫	৮.৯২	৮.৬৩	৮.০০	৫.৫৮	৩.৪৬	২.৮৯	২.৪৫	২.৩৯	২.২৫	৪৪.৩৬

রিলায়েন্স ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড ২৫৭.২৭ কোটি টাকা প্রিমিয়াম আয় করে তৃতীয় স্থান ধরে রেখেছে এবং ২০১৭ সালে মার্কেট শেয়ারের পরিমাণ ৮.৬৩% অর্জন করেছে যা ২০১৬ সালে ছিল ৮.৯৭% এবং ২০১৭ সালে গ্রস প্রিমিয়ামের প্রবৃদ্ধির হার ৩.৪৫%। সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের সরাসরি প্রিমিয়াম সংগ্রহ বিবেচনা করে গত চার বছরে (২০১৪-১৭) বাজারের চতুর্থ স্থান অর্জন করেছে। এসবিসির গ্রস প্রিমিয়ামের প্রবৃদ্ধির হার ২০১৭ সালে ৮.০০% ছিল।

১৯৮৫ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের জারিকৃত বিজ্ঞপ্তি অনুসারে সরকারি সম্পত্তি বীমার ক্ষেত্রে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন অন্যান্য ৪৫টি বেসরকারীকে বীমাকারীর গ্রস প্রিমিয়ামের ৫০% বিতরণ করে থাকে। প্রগতি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির ১৬৬.৪৭ কোটি টাকা প্রিমিয়াম আয় করে পঞ্চম স্থান ধরে রেখেছে এবং ২০১৭ সালে মার্কেট শেয়ারের পরিমাণ ৫.৫৮% অর্জন করেছে যা ২০১৬ সালে ছিল ৫.৫৬% এবং ২০১৭ সালে গ্রস প্রিমিয়ামের প্রবৃদ্ধির হার ৭.৯২%। ইস্টল্যান্ড, রুপালী, বিজিআইসি, ফিনিক্স এবং নিটল ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড নন-লাইফ বীমা ব্যবসায়ের মোট প্রিমিয়ামের শীর্ষ দশ অবদানকারীদের মধ্যে রয়েছে।

লেখচিত্র ৩২ এ ২০১৪ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় গ্রস প্রিমিয়াম সংগ্রহের শীর্ষ দশ অবদানকারী এবং অন্য বীমাকারীদের অবদানকে মার্কেট শেয়ার দেখানো হয়েছে। এই শীর্ষ দশ বীমাকারী মোট গ্রস প্রিমিয়াম সংগ্রহের ৫৫% অবদান রেখেছে।

সারণি ৩২

নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় বীমাকারীভিত্তিক গ্রস প্রিমিয়াম আয়, মার্কেট শেয়ার এবং প্রবৃদ্ধির হার (২০১৭)

বীমাকারী	গ্রস প্রিমিয়াম (কোটি টাকায়)	মার্কেট শেয়ার (%)	প্রিমিয়ামের প্রবৃদ্ধি %	বীমাকারী	গ্রস প্রিমিয়াম (কোটি টাকায়)	মার্কেট শেয়ার (%)	প্রিমিয়ামের প্রবৃদ্ধি %
অগ্রনী	৩৭.২৪	১.২৫	-৮.৫২	মার্কেন্টাইল	৩২.৪৬	১.০৯	৭.২৫
এশিয়া	৫০.৮	১.৭	৬.৩৫	নিটল	৬৭.১৯	২.২৫	৯.৪৬
এশিয়া প্যাসিফিক	৪৬.৬৮	১.৫৭	১৫.৪৯	নর্দার্ন জেনারেল	৪২.২৬	১.৪২	১৩.১৮
কো-অপারেটিভ	১২.৭৩	০.৪৩	২৬.৯৯	প্যারামাউন্ট	১৯.৩৯	০.৬৫	১৪.৫
বিজিআইসি	৭৩.১	২.৪৫	৬.৫৫	পিপলস	৬৪.৯৬	২.১৮	৬.৬৯
বিডি ন্যাশনাল	৪৭.৬৭	১.৬	৮.০৯	ফিনিক্স	৭১.৩	২.৩৯	৯.৩৩
সেন্ট্রাল	৩৪.৭	১.১৬	১.১	পাইওনিয়ার	২৬৬.০৪	৮.৯২	৬.২৩
সিটি জেনারেল	৪৩.৪৮	১.৪৬	৪	প্রগতি	১৬৬.৪৭	৫.৫৮	৭.৯২
কন্টিনেন্টাল	৫৯.০৬	১.৯৮	১০.৮৯	প্রাইম	৬৬.৯১	২.২৪	২৫.০৬
ক্রিষ্টাল	৪০.৮৭	১.৩৭	৪.৬৯	প্রভাতী	৪৮.২৬	১.৬২	৮.৮৭
দেশ জেনারেল	১৬.১১	০.৫৪	১০.৫৫	পূরবী জেনারেল	৬.৭৬	০.২৩	১৫.১৭
ঢাকা	৩০.০২	১.০১	১৩.৩৫	রিলায়েন্স	২৫৭.২৭	৮.৬৩	৩.৪৫
ইষ্টল্যান্ড	১০৩.২১	৩.৪৬	১৯.৭৭	রিপাবলিক	৪৭.৮২	১.৬	৪.৩৮
ইষ্টার্ন	৪১.৮৯	১.৪	৬.৪৮	রূপালী	৮৬.১৫	২.৮৯	১.৮৪
এক্সপ্রেস	৪০.০৭	১.৩৪	৩.৯৯	সাবীক	২৩৮.৬৬	৮	৬.৭৮
ফেডারেল	৪৪.১৭	১.৪৮	৩.১৯	সেনা কল্যাণ	২৬.২৮	০.৮৮	২৮.৮৫
গ্লোবাল	২৩.৪১	০.৭৯	৩.৪৭	সিকদার	২৫.৫৪	০.৮৬	১৮.৪৯
গ্রীন ডেল্টা	৩২৯.৩৫	১১.০৫	৪.১২	সোনার বাংলা	৪০.৫৩	১.৩৬	৬.২৯
ইসলামী ইন্স্যু বিডি	৪২.৮৩	১.৪৪	১০.৪৬	সাউথ এশিয়া	৬.৬১	০.২২	১৯.১৯
ইসলামী কমার্শি.	৪১.০২	১.৩৮	২৫.৮৮	স্ট্যান্ডার্ড	২১.৪৭	০.৭২	৪৪৪.৯৮
জনতা	৩২.০২	১.০৭	-৫.০৪	তাকাফুল	৩৯.৭১	১.৩৩	৩.২৮
কর্নফুলি	৩০.৬২	১.০৩	৩.৮৩	ইউনিয়ন	৩২.৪৩	১.০৯	৩.৩৪
মেঘনা	৪১.২৩	১.৩৮	-১২.৫৪	ইউনাইটেড	৪৪.৭	১.৫	৬.৭৬
মোট					২৯৮১.৪৩	১০০	৭.৫২

পলিসির সংখ্যা

সারণি ৩৩ এ ২০০৯ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় বিভিন্ন উপ-শ্রেণির বীমা পলিসির সংখ্যা প্রদর্শন করা হয়েছে এবং এ সকল পলিসি নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় অবদান রেখেছে। মোট প্রিমিয়াম সংগ্রহে অবদান রাখা বিভিন্ন উপ-শ্রেণির মোট পলিসি ২০১৬ সালের চেয়ে ২৫৩৩৩৩টি বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭ সালে ২৪১৮৬৩০টি পলিসি বিক্রয় হয়েছে। ২০০৯ সালে নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় মোট পলিসির সংখ্যা ছিল ১০৯১৯৩৬টি। লেখচিত্র ৩৪ দেখা যায় যে মোটর বীমা ব্যবসা বিগত বছরগুলোর মতো ২০১৭ সালে নন-লাইফ বীমা ব্যবসায়ে অন্যান্য উপশ্রেণির মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক পলিসি বিক্রয় হয় এবং ২০১৭ সালে মোট পলিসির ৬৭.২১% যা ২০১৬ সালে ছিল ৬৫.২৯%। অন্যদিকে যদিও অগ্নি বীমাতে পলিসির সংখ্যা মোটর এবং মেরিন পলিসির তুলনায় কম ছিল অগ্নি বীমা পলিসি মোট গ্রস প্রিমিয়ামে সর্বাধিক অবদান রেখেছে। পলিসি গ্রাহক কেবলমাত্র আইনি প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য সর্বাধিক সংখ্যক বীমা সংগ্রহ করলেও অধিকাংশই থার্ড পার্টি বা এ্যাক্ট লায়াবিলিটি প্রকৃতির বীমা হওয়ায় গ্রস প্রিমিয়ামে মোটরের সর্বনিম্ন অবদান ছিল। সকল উপশ্রেণির বীমা পলিসির সংখ্যা ২০১৬ সালের তুলনায় ২০১৭ সালে বেড়েছে। লেখচিত্র ৩৩ এ দেখা যায় যে, বীমা পলিসির সংখ্যা বৃদ্ধির হার ২০০৯ সালে ৯.২১% এবং ২০১৭ সালে ১১.৭০% হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

সরণি ৩৩

নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় উপ-শ্রেণিভিত্তক বীমা পলিসির সংখ্যা (২০০৯-২০১৭)

বছর	অগ্নি	মেরিন	মোটর	বিবিধ	মোট
২০০৯	১৫১৯৭৫	২৭১৯৮৭	৬২২৫৭১	৪৫৪০৩	১০৯১৯৩৬
২০১০	১৭৯৮০৩	২৯৯৫১৯	৬৬০০৪৭	৫৩১২৬	১১৯২৪৯৫
২০১১	১৯৬৫৯১	২৯৪০৬৯	৬৯৯৬৩৫	৫৬৫৩৮	১২৪৬৮৩৩
২০১২	১৯৭৬২২	৩৩৮২৭৮	৭৩৮৫৪০	৫৪০৭২	১৩২৮৫১২
২০১৩	২২৪৮২৬	৩৫২৯৬৫	৮২১৬৫৮	৬১৫৮২	১৪৬১০৩১
২০১৪	২৫৭৫২৯	৩৭৩৩১০	৯৭৩৮৩৯	৭১১৩৯	১৬৭৫৮১৭
২০১৫	২৫৫০৭৫	৩৮৭০০৯	১২৩৫৩০৮	৭১৩৩০	১৯৪৮৭২২
২০১৬	২৬২২০২	৪১৪২৩৩	১৪১৩৭২৬	৭৫১৩৬	২১৬৫২৯৭
২০১৭	২৭৩৬৭৭	৪২৯২৬০	১৬২৫৬৩৪	৯০০৫৯	২৪১৮৬৩০

লেখচিত্র ৩৩

নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় উপ-শ্রেণিভিত্তিক বীমা পলিসির প্রবৃদ্ধির হার (২০০৯-২০১৭)

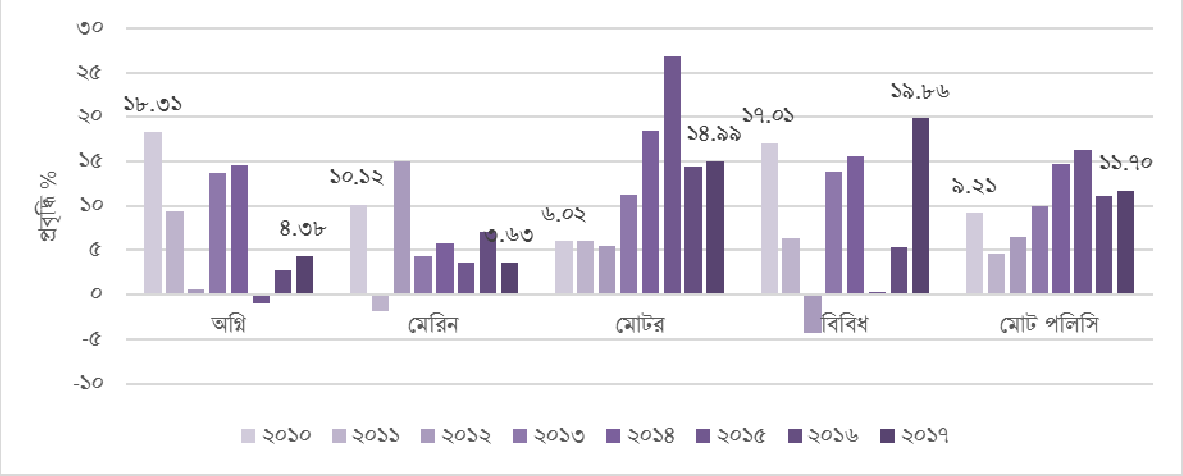

লেখচিত্র ৩৪

নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় উপ-শ্রেণিভিত্তিক পলিসির শেয়ার (২০০৯-২০১৭)

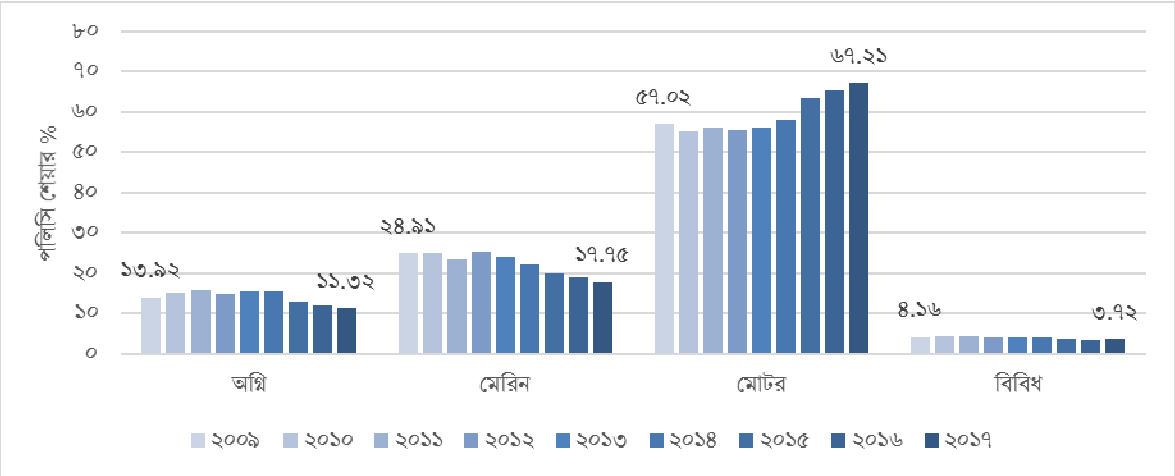

ব্যবস্থাপনা ব্যয় এবং ব্যবস্থাপনা ব্যয় রেশিও

সারণি ৩৪

প্রকৃত ব্যবস্থাপনা ব্যয়, অনুমোদিত সর্বোচ্চ ব্যয় সীমা, অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা ব্যয় (২০০৯-২০১৭) (কোটি টাকায়)

বছর	প্রকৃত ব্যবস্থাপনা ব্যয়	অনুমোদিত ব্যয় সীমা	অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা ব্যয়	পরিবর্তন %
২০০৯	৪৪২.৫১	৩১৯.৮৩	১২২.৬৮	
২০১০	৫১৬.৪০	৩৭৬.৮৮	১৩৯.৫২	১৩.৭৩
২০১১	৫৯৮.৪৮	৪১৯.৩৪	১৭৯.১৩	২৮.৩৯
২০১২	৬৫৩.৬২	৪৪৭.৩৪	২০৬.২৮	১৫.১৬
২০১৩	৭১২.৭২	৪৮৪.৭৯	২২৭.৯৩	১০.৪৯
২০১৪	৮২৪.৪৩	৫০৪.৫৮	৩১৯.৮৬	৪০.৩৩
২০১৫	৮৫৯.৪৩	৫৫৭.৫৭	৩০১.৮৬	-৫.৬৩
২০১৬	৮৭০.৯২	৫৯৭.৪৪	২৭৩.৪৭	-৯.৪০
২০১৭	৯৩০.৭৮	৬৯৩.০৫	২৩৭.৭৩	-১৩.০৭

নোটঃ সাবীকের তথ্য এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি।

নন-লাইফ বীমা শিল্পের ৪৫টি বেসরকারি বীমাকারীর সম্মিলিতভাবে বিধি মোতাবেক অনুমোদিত ব্যবস্থাপনার ব্যয় সীমার অতিরিক্ত ব্যয়ের হিসেব করা হয়েছে। সারণি ৩৪ এবং লেখচিত্র ৩৫ এ দেখা যায় যে, ২০০৯ সাল হতে ২০১৭ সালের মধ্যে ২০১৪ সালে অতিরিক্ত ব্যয় ২০১৩ সালের চেয়ে ৪০.৩৩% বেড়েছে, তবে কর্তৃপক্ষ কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার পর ২০১৫ সাল থেকে কমতে শুরু করেছে। ২০১৭ সালে বিগত বছরের তুলনায় ১৩.০৭% কমেছে।

কিন্তু নন-লাইফ বীমা শিল্পের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা ব্যয়ের পরিমাণ (২০১৭: ২৩৭.৭৩ কোটি টাকা) উদ্বেগজনক। এশিয়া, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ, বিজিআইসি, কন্টিনেন্টাল, ঢাকা, এক্সপ্রেস, ফেডারেল, গ্রীন ডেল্টা, মেঘনা, ফিনিক্স, প্রগতি, রিপাবলিক, তাকাফুল এবং ইউনাইটেড ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির অনুমোদিত ব্যবস্থাপনার ব্যয় সীমার অতিরিক্ত ব্যয় লক্ষ্য করা গেছে। নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা ব্যয়ের জন্য এই বীমাকারীসমূহ বেশিরভাগ দায়ী। তারা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অনুমোদিত সীমাতে ব্যবস্থাপনা ব্যয়ের বিধানটি বজায় রাখতে পারেনি।

লেখচিত্র ৩৫

নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় অনুমোদিত ব্যবস্থাপনা ব্যয়ের অতিরিক্ত ব্যয়ের পরিবর্তনের হার (২০০৯-২০১৭)

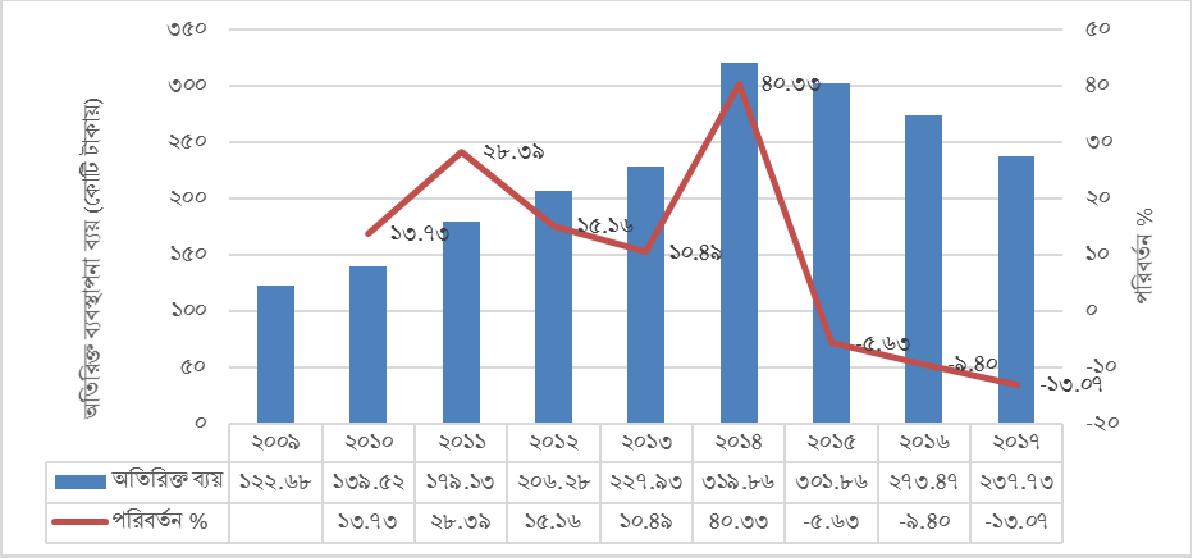

নোটঃ সাবীকের তথ্য এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি।

সারণি ৩৫

নন-লাইফ ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ব্যয় রেশিও

বছর	ব্যবস্থাপনা ব্যয় +নেট কমিশন পরিশোধ (কোটি টাকায়)	নেট প্রিমিয়াম (কোটি টাকায়)	ব্যবস্থাপনা ব্যয় রেশিও (%)
২০০৯	৩২৩.৭০	৬৭৪.০৫	৪৮.০২
২০১০	৩৮৬.৪০	৮৩০.৬১	৪৬.৫২
২০১১	৪৩১.৭০	৯৪৩.৫৭	৪৫.৭৫
২০১২	৪৬৭.৬৬	১১১৭.৮১	৪১.৮৪
২০১৩	৫১৯.৪২	১১৮৪.৮০	৪৩.৮৪
২০১৪	৬২৬.১৯	১২৬২.২১	৪৯.৬১
২০১৫	৬৪৪.৭৭	১৩১৭.৪৪	৪৮.৯৪
২০১৬	৬৩৪.৮৭	১৩৬৫.৪১	৪৬.৫০
২০১৭	৭০৫.১২	১৫৩১.৩৭	৪৬.০৫

নোটঃ সাবীকের তথ্য এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি।

লেখচিত্র ৩৬

নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ব্যয়ের রেশিও (২০০৯-২০১৭)

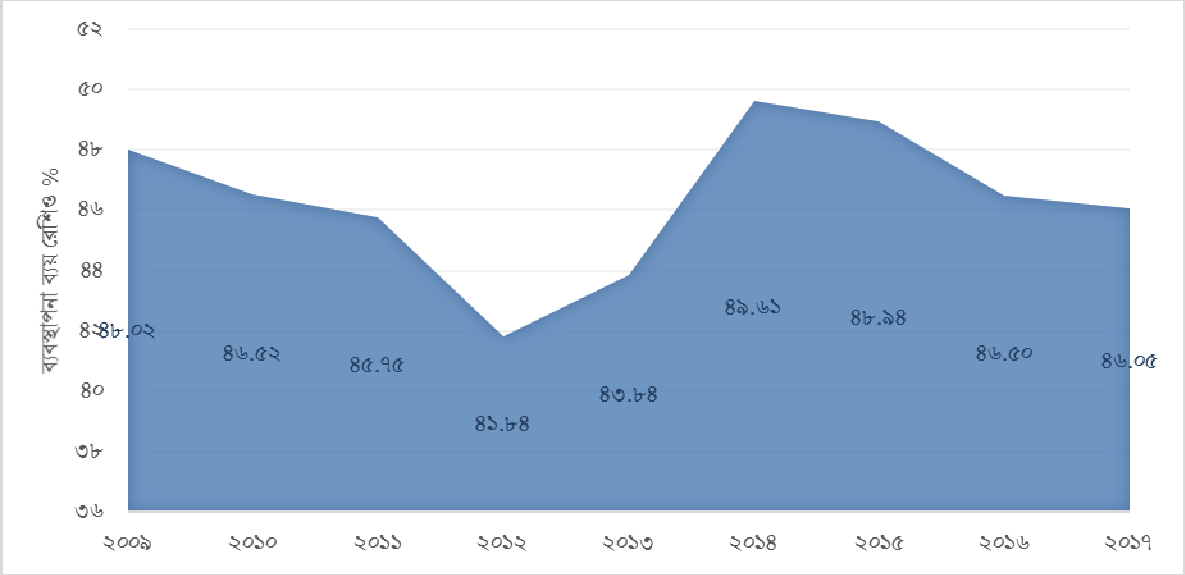

নোটঃ সাবীকের তথ্য এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি।

ব্যবস্থাপনা ব্যয়ের অনুপাত হচ্ছে গ্রস প্রিমিয়ামের যে শতাংশ বীমাকারী বীমা পলিসি সংগ্রহ, অবলিখন, পরিসেবা প্রদান এবং পুনঃবীমাকরণের জন্য ব্যয় করে থাকে। নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ব্যয়ের অনুপাত হচ্ছে ২০০৯-২০১৭ সালে ৪০% থেকে ৪৯% পর্যন্ত (সারণি ৩৫ এবং লেখচিত্র ৩৬) কিছু প্রথম সারির বিমাকারীর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা ব্যয়ের কারণে ৪৫টি বেসরকারি বীমাকারীর সম্মিলিত ব্যবস্থাপনা ব্যয়ের অনুপাতটি সেই স্তরে চলে গেছে। পলিসি গ্রাহকের সুরক্ষার জন্য বীমাকারীর ব্যয়ের অনুপাত ৩৫% এর নীচে থাকা উচিত।

কম্বাইন্ড রেশিও

কম্বাইন্ড রেশিও লভ্যাংশ প্রদান, ব্যবস্থাপনা ব্যয় এবং ক্ষতির জন্য বীমাকারীর ব্যয়ের একটি পরিমাপক এবং এই ক্ষতি বীমাকারীর আন্ডাররাইটিং পদ্ধতিতে শৃঙ্খলার নির্দেশনা দেয়। ব্যবস্থাপনা ব্যয় অনুপাত কোন বীমাকারীর প্রবৃদ্ধির জন্য সম্পদের দক্ষ ব্যবহারকে নির্দেশ করে। কম্বাইন্ড রেশিও ব্যয় রেশিও এর মধ্যে যুক্তিযুক্তভাবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি বীমাকারীর মুনাফা অর্জনের একটি

বিস্তৃত পরিমাপক। ব্যবসাভিত্তিক কম্বাইন্ড রেশিও নির্দেশ করে বীমাকারী তার প্রিমিয়ামের চেয়ে কম ব্যয় করবে। অপরদিকে, আর্থিকভিত্তিতে কম্বাইন্ড রেশিও নির্দেশ করে বীমাকারী তার প্রাপ্ত প্রিমিয়ামের সমপরিমাণ ব্যয় করবে। ১০০ শতাংশের নিচে অনুপাত নির্দেশ করে যে বীমাকারী আন্ডাররাইটিং মুনাফা করছে এবং ১০০ শতাংশের অনুপাতের অর্থ হচ্ছে এটি প্রিমিয়াম থেকে প্রাপ্ত পরিমাণ হতে দাবিতে আরও বেশি অর্থ প্রদান করছে।

সারণি ৩৬ প্রকাশ করে যে, বীমাকারীসমূহ তাদের ব্যবসায় সফলভাবে আন্ডার রাইটিং মুনাফা অর্জন করছে। এর কারণ হ'ল ব্যবস্থাপনা ব্যয়, নেট কমিশন প্রদান এবং নীট দাবি পরিশোধিত সম্মিলিতভাবে নীট অর্জিত প্রিমিয়ামের চেয়ে কম। নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় সম্মিলিতভাবে ৪৪টি বেসরকারি কোম্পানির ২০০৯ সাল থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত কম্বাইন্ড রেশিও ৭৫% এর কম রয়েছে। অর্থাৎ ব্যবস্থাপনা ব্যয়, নীট কমিশন পরিশোধ এবং নীট দাবি পরিশোধ সম্মিলিতভাবে নীট প্রিমিয়ামের ৭৫% এর কম। সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের সরাসরি প্রিমিয়ামের নীট প্রিমিয়ামের হিসেব এবং ফিনিক্স ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির নীট দাবি পরিশোধের তথ্য না পাওয়ায় কম্বাইন্ড রেশিও হিসেব করার সময় এই বীমাকারী অন্তর্ভুক্ত করা যায় নি।

সারণি ৩৬

নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় গ্রস প্রিমিয়াম, ব্যবস্থাপনা ব্যয়, কমিশন, এবং কম্বাইন্ড রেশিও (কোটি টাকা)

বছর	নীট প্রিমিয়াম	ব্যবস্থাপনা ব্যয়	নীট কমিশন পরিশোধ	নীট দাবি পরিশোধ	মোট ব্যয়	কম্বাইন্ড রেশিও %
২০০৯	৬৪৮.০৩	২১৯.৬৯	৮৯.১১	১৩৭.০৫	৪৪৫.৮৫	৬৮.৮০
২০১০	৮০০.১১	২৫১.৭৫	১১৭.৩৬	১৪৭.১৯	৫১৬.৩০	৬৪.৫৩
২০১১	৯০৬.৭২	২৮১.৪২	১২৭.৭৮	১৪৫.৭৮	৫৫৪.৯৭	৬১.২১
২০১২	১০৭৫.১৩	৩৪৮.২০	৯৮.৪৭	১৯২.৭৯	৬৩৯.৪৬	৫৯.৪৮
২০১৩	১১৪৫.৭০	৪০৭.৩২	৯৪.২২	২৩১.৯৯	৭৩৩.৫৩	৬৪.০২
২০১৪	১২২৬.০২	৪৮৬.৩৯	১২০.০৭	২৭৬.৭৯	৮৮৩.২৪	৭২.০৪
২০১৫	১২৭৮.৬৬	৪৯৭.৯৪	১২৪.৯৬	৩১১.৮৭	৯৩৪.৭৭	৭৩.১১
২০১৬	১৩২৭.৮১	৪৯৯.৭১	১১৪.৮৮	৩০২.৩০	৯১৬.৮৯	৬৯.০৫
২০১৭	১৪৮৫.৯৫	৫৪০.৪৮	১৪১.০৩	৩৩৮.৩৩	১০১৯.৮৪	৬৮.৬৩

নোটঃ সাবীক এবং ফিনিক্স ব্যতিত।

সম্পদ

বেশিরভাগ ব্যবসা থেকে বীমা পৃথক ব্যবসা এতে গ্রাহকরা তাদের অর্থ প্রদানের বিনিময়ে একটি তাৎক্ষণিক দ্রব্য বা সেবা পায় না বরং নির্দিষ্ট শর্তপূরণ সাপেক্ষে ভবিষ্যতে বেনিফিটের প্রতিশ্রুতি দেয়। বীমাকারীর সম্পদ পলিসি গ্রাহকদের চূড়ান্ত সুরক্ষার জন্য অবলম্বন হিসেবে কাজ করে। বীমাকারীর মূলধন হিসেব, তারল্যে ব্যবস্থাপনা সম্পদের পরিমাণ, প্রকারভেদ এবং ভ্যালুয়েশন পলিসি গ্রাহকের দায় এবং ঋণদাতার দায় পূরণে বীমাকারীর তাৎক্ষণিক ক্ষমতা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বীমাকারীর সাফল্য তার বিনিয়োগ নীতির সাফল্য দ্বারা চালিত হয়। কারণ বীমাকারীরা অর্থ পরিশোধের আগে কিছু সময়ের জন্য প্রিমিয়াম (অর্থ) ধরে রেখে সেই অর্থের ব্যবহার থেকে ভাল বিনিয়োগে আয় করতে পারে।

বিপরীতে, যদি কোন ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগে ক্ষতির সৃষ্টি করে তবে একজন বীমাকারীর ব্যবসায়ের ধারাবাহিকতা রক্ষায় আরও বেশি মূলধন সংগ্রহ করতে হয়। এই পরিস্থিতিতে প্রকৃতপক্ষে মূলধন সংগ্রহের কেবলমাত্র দুটি উপায় রয়েছে একটি হচ্ছে শেয়ারহোল্ডারদের থেকে এবং অপরটি হচ্ছে প্রিমিয়াম থেকে প্রাপ্ত মুনাফা। দুর্বল বিনিয়োগের কারণে প্রিমিয়াম সংগ্রহের চরম প্রতিযোগিতার মধ্যে পড়ে বীমাকারী প্রিমিয়াম বাড়াতে পারে না। সম্পদের গুণাগুণ, তারল্য, ভ্যালুয়েশন এবং সম্পদের বাছাই পলিসি গ্রাহকের দায় মিটাতে সক্ষম হবে কিনা বীমার নিয়ন্ত্রকের তদারকির একটি মূল উপাদান। মূলধন পর্যাপ্ততার প্রয়োজনীয়তা সম্পদের ওপর নির্ভর করে এবং বীমাকারীকে ঝুঁকিপূর্ণ ধরণের সম্পদের ক্ষেত্রে আরও মূলধন ধরে রাখতে হয়। পলিসি গ্রাহকদের সুরক্ষার এবং শেয়াররহোল্ডারদের লাভের প্রয়োজনের মধ্যে একটি ভারসাম্য থাকা উচিত।

সারণি ৩৭ এবং লেখচিত্র ৩৭ এ ২০১৫, ২০১৬ এবং ২০১৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত নন-লাইফ বীমা ব্যবসায়ে সম্পদের খাতওয়ারী বিবরণ বিধৃত হয়েছে । এ শিল্পে ২০১৬ সালে মোট সম্পদের পরিমাণ ছিল ৯৭৩৬.৯১ কোটি টাকা এং ২০১৭ সালে ১৪.৫৭% বৃদ্ধি পেয়ে ৩১ ডিসেম্বরে মোট সম্পদের পরিমাণ হয়েছে ১১১২৪.২৯ কোটি টাকা।

পুনঃবীমা প্রাপ্যতা, অগ্রিম এবং আমানত এবং বিনিয়োগ (এফডিআর ছাড়) গত নয় বছরে নন-লাইফ ব্যবসায়ে সম্পদের প্রবৃদ্ধি ঘটিয়েছে। ২০১৪ সাল থেকে এ শিল্প ক্রমবর্ধমান প্রবৃদ্ধির অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে (লেখচিত্র ৩৮) ।

সারণি ৩৭

৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ ও ২০১৭ এ খাতভিত্তিক সম্পদের শেয়ার এবং পরিমাণ বিবরণ (কোটি টাকায়)

ক্র নং	সম্পদের খাত	২০১৬	%	২০১৭	%
১	ফার্নিচার এন্ড ফিক্সার	৪৩.৪৮	০.৪৫	৪৫.৯১	০.৪১
২	ভূমি, ভূমি উন্নয়ন এবং ভবন	৯১৫.৮৯	৯.৪১	৯৯৫.১৩	৮.৯৫
৩	অন্যান্য স্থায়ী সম্পদ	৩৮৭.৮৯	৩.৯৮	৪১৪.৭৯	৩.৭৩
৪	বিনিয়োগ (স্থায়ী আমানত ব্যতিত)	১৭২৯.৩৩	১৭.৭৬	২১৩৩.৮১	১৯.১৮
৫	সুদ, লভ্যাংশ, ভাড়া এ্যাক্রোড বাট নট ডিউ	১৮১.৯০	১.৮৭	২০৪.৮০	১.৮৪
৬	প্রিলিমিনারী ব্যয়	০.১৮	০.০০	০.০৯	০.০০
৭	প্রি-অপারেশন খরচ	১৭.৬৯	০.১৮	১০.০২	০.০৯
৮	ডেফার্ড ব্যয়	৮.৫২	০.০৯	৮.৩১	০.০৭
৯	রি-ইন্স্যুরেন্স থেকে প্রাপ্য	১৩৭৫.২২	১৪.১২	১৬০২.৯৮	১৪.৪১
১০	এডভান্স এন্ড ডিপজিট	১০০৩.২৯	১০.৩০	১২৮৮.০৭	১১.৫৮
১১	স্থায়ী আমানতসহ নগদ ও নগদ সমমান	৩৫০৫.৭৬	৩৬.০০	৩৭৩২.৮৪	৩৩.৫৬
১২	স্ট্যাম্প, ফরম এবং স্টেশনারীর মজুদ	৪৬৪.৯২	৪.৭৭	৫৭৪.৭৪	৫.১৭
১৩	অন্যান্য সম্পদ	১০২.৮৬	১.০৬	১১২.৮০	১.০১
১৪	মোট সম্পদ	৯৭৩৬.৯১	১০০.০০	১১১২৪.২৯	১০০.০০

অগ্নি বীমার বড় দাবি থেকে উত্থাপিত দাবির জন্য পুনঃবিমাকারীর নিকট হতে প্রাপ্য দাবি ২০১৬ সালের তুলনায় ১৬.৫৬% হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। তদনুসারে পুনঃবিমাকারীর নিকট হতে প্রাপ্য দাবি ২০১৬ সালে মোট সম্পত্তির ১৪.১২% অংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭ সালে মোট সম্পদের ১৪.৪১% এ বেড়েছে। নন-লাইফ বীমা শিল্পে বিনিয়োগ (স্থায়ী আমানত ব্যতিত) খাতটি সম্পদের অন্যতম খাত। এই খাতে ২০১৬ সালে ১৭২৯.৩৩ কোটি টাকা এবং ২০১৭ সালে ২১৩৩.৮১ কোটি টাকা ছিল।

লেখচিত্র ৩৭

নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় সম্পদের বিভিন্ন খাতের বিবরণ (২০০৯-২০১৭)

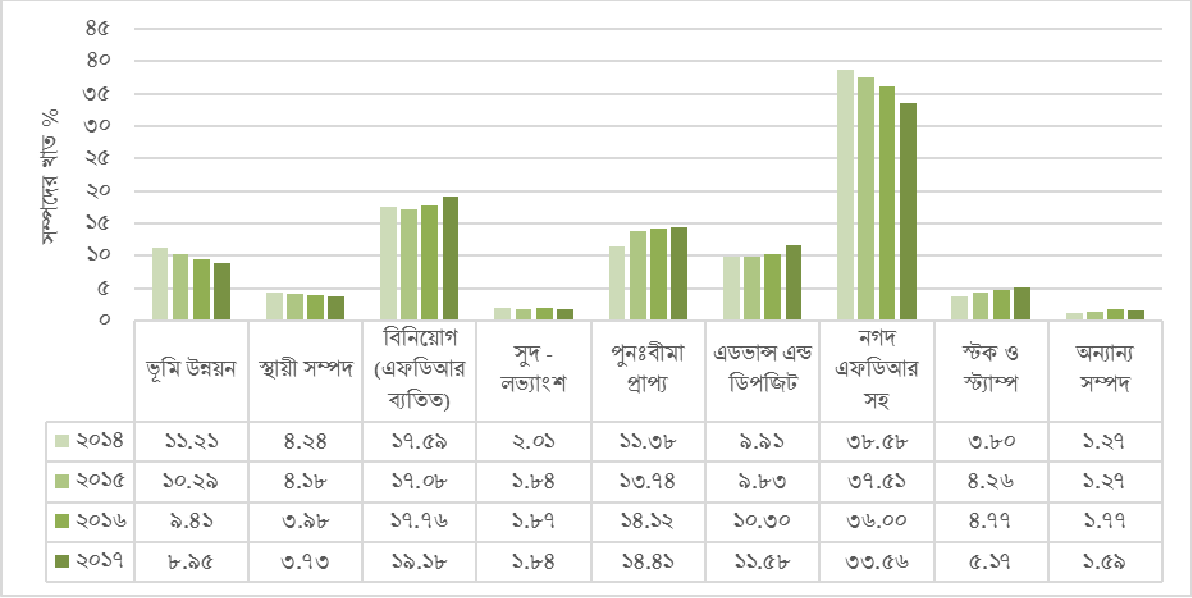

২০১৬ সালের তুলনায় ২০১৭ সালে অগ্রিম ও আমানতের পরিমাণ ২৮.৩৮% বেড়েছে। ২০১৬ সালের তুলনায় ২০১৭ সালে বিনিয়োগ (আমানতসহ) পরিমাণ ৬.৪৮% হারে বৃদ্ধি পেয়ে ৩৭৩২.৮৪ কোটি টাকা হয়েছে। ২০১৭ সালে বিনিয়োগের (আমানতসহ) পরিমাণ নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় মোট সম্পদের ৩৩.৫৬ শতাংশ এবং এই হার ২০১৬ সালে ছিল ৩৬.০০ শতাংশ। এই হার ২০১৪ সালে ছিল ৩৮.৫৮% অর্থাৎ মোট সম্পদে বিনিয়োগ (আমানতসহ) পরিমাণের অংশ কমে যাচ্ছে তবে এই খাতটি মোট সম্পদে সর্বাধিক অবদান রাখছে (লেখচিত্র ৩৭) ।

লেখচিত্র ৩৮

নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় মোট সম্পদের পরিমাণ এবং প্রবৃদ্ধির হার (২০০৯-২০১৭)

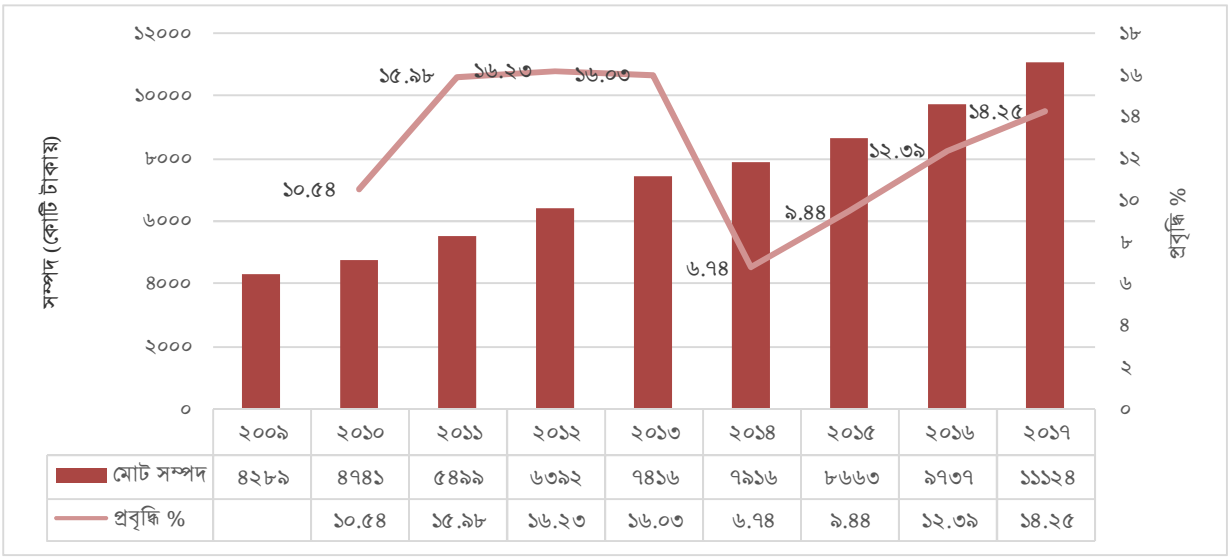

	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭
মোট সম্পদ	৪২৮৯	৪৭৪১	৫৪৯৯	৬৩৯২	৭৪১৬	৭৯১৬	৮৬৬৩	৯৭৩৭	১১১২৪
প্রবৃদ্ধি %		১০.৫৪	১৫.৯৮	১৬.২৩	১৬.০৩	৬.৭৪	৯.৪৪	১২.৩৯	১৪.২৫

লেখচিত্র ৩৯

নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় শীর্ষ দশ বীমাকারীর সম্পদের শেয়ার (২০১৫-২০১৭)

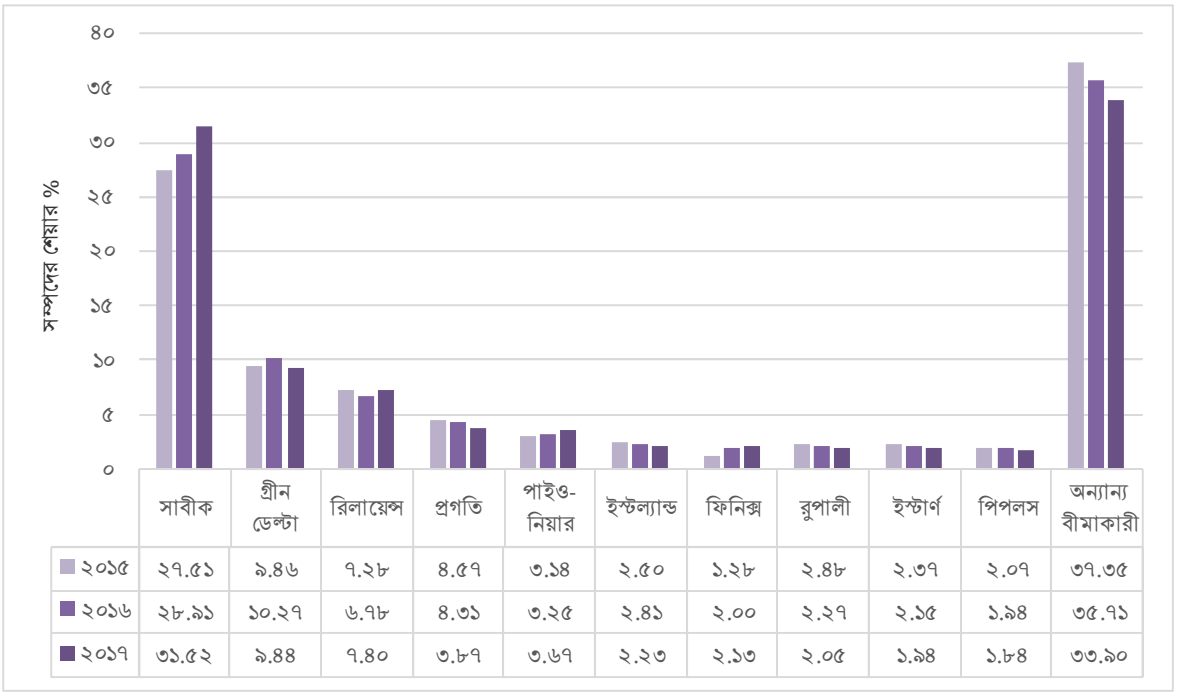

	সাবীক	গ্রীন ডেল্টা	রিলায়েন্স	প্রগতি	পাইও-নিয়ার	ইস্টল্যান্ড	ফিনিক্স	রুপালী	ইস্টার্ণ	পিপলস	অন্যান্য বীমাকারী
২০১৫	২৭.৫১	৯.৪৬	৭.২৮	৪.৫৭	৩.১৪	২.৫০	১.২৮	২.৪৮	২.৩৭	২.০৭	৩৭.৩৫
২০১৬	২৮.৯১	১০.২৭	৬.৭৮	৪.৩১	৩.২৫	২.৪১	২.০০	২.২৭	২.১৫	১.৯৪	৩৫.৭১
২০১৭	৩১.৫২	৯.৪৪	৭.৪০	৩.৮৭	৩.৬৭	২.২৩	২.১৩	২.০৫	১.৯৪	১.৮৪	৩৩.৯০

ব্যবসার মূল্য নির্ধারণে সম্পদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এটি বীমা ব্যবসায়ে মুনাফা এবং আর্থিক অবস্থা প্রদর্শন করে। এটি প্রকৃত লাভ এবং লোকসানের প্রতিবেদন তৈরি করে এবং বীমাকারীর সুনামকে তুলে ধরার মাধ্যমে শেয়ারহোল্ডার এবং পলিসি গ্রাহকের বীমাকারীর প্রতি আস্থা রাখার আশ্বাস দেয়। লেখচিত্র ৩৯ এ দেখা যায় যে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সাধারণ বীমা কর্পোরেশন দেশের ৪৬টি বীমাকারীর মধ্যে ২০১৭ সালে নন-লাইফ বীমা ব্যবসার মোট সম্পদের সর্বাধিক ৩১.৫২% ধারণ করে। এসবিসি, গ্রীন ডেল্টা, রিলায়েন্স, প্রগতি, পাইওনিয়ার, ইস্টল্যান্ড, ফিনিক্স, রূপালী, ইস্টল্যান্ড এবং পিপলস ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী ২০১৭ সালে নন-লাইফ বীমা ব্যবসার মোট সম্পদের ৬৪% সংরক্ষণ করেছে এবং অবশিষ্ট ৩৬টি বীমাকারী ৩৬% ধারণ করেছে।

বিনিয়োগ

সম্পদ-দায় ব্যবস্থাপনা বিনিয়োগ প্রক্রিয়ার মূল ভিত্তি। বীমাকারীর অবশ্যই সকল পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য পর্যাপ্ত মূলধন থাকতে হবে। বীমাকারীদের অবশ্যই প্রত্যাশিত দাবি ও অপ্রত্যাশিত বৃহত্তর দাবি নিষ্পত্তির জন্য সম্পদ ধারণ করতে হবে এবং যে কোন সম্পদ-দায়ের অমিল থেকে বিরূপ ফলাফল দূর করার সক্ষমতা থাকতে হবে। বীমাকারীর ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগে মূল্য হারানোর পরিস্থিতিতে পলিসি গ্রাহকের সুরক্ষায় বেশি মূলধন থাকতে হবে। ইক্যুইটি সাধারণত সরকারি বন্ডের চেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় ইক্যুইটিতে বিনিয়োগ করতে ইচ্ছুক কোন বীমাকারীকে অবশ্যই একই পরিমাণের সরকারি বন্ডের চেয়ে বেশি মূলধন রাখতে হবে। পলিসি গ্রাহকদের সুরক্ষায় বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিতে প্রতিটি বিনিয়োগের ধরনে প্রয়োজনীয় পরিমাণ মূলধন রাখতে হবে। বীমাকারী কর্তৃক সলভেন্সি মার্জিন বা প্রয়োজনীয় মূলধন রাখার উদ্দেশ্য যে কোন সময়ে দাবি পরিশোধের জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ রাখে তা নিশ্চিত করা।

সারণি ৩৮ এবং লেখচিত্র ৪০ এ দেখা যে, নন-লাইফ বীমা ব্যবসা বীমাকারীসমূহ মোট বিনিয়োগের মাত্র ২% সরকারি সিকিউরিটিজ খাতে বিনিয়োগ করেছে কিন্তু পলিসি গ্রাহকদের সুরক্ষার জন্য হার বৃদ্ধি করতে হবে। কর্তৃপক্ষ বীমাকারীদের জন্য সলভেন্সি মার্জিন রেগুলেশন এবং আধুনিক বিনিয়োগ বিধিমালা জারি করতে কাজ করছে। বীমাকারীসমূহ মোট বিনিয়োগের পরিমাণের প্রায় ৬০% বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী আমানত হিসাবে বিনিয়োগ করেছে এবং প্রায় ২৮% অর্থ ক্যাপিটাল মার্কেটে শেয়ার হিসাবে বিনিয়োগ করেছে। এটি অত্যন্ত হতাশব্যঞ্জক যে বীমাকারীসমূহ বিগত তিন বছরে প্রায় ১২% অর্থ স্থাবর সম্পত্তির মতো অনুৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করেছে।

সারণি ৩৮

৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ ও ২০১৭ এ খাতভিত্তিক বিনিয়োগের শেয়ার এবং বিনিয়োগের পরিমাণের বিবরণ (কোটি টাকায়)

ক্র নং	বিনিয়োগের খাত	২০১৬	%	২০১৭	%
১	সরকারি সিকিউরিটিজ	১০৫.৫২	২.০৩	১০৮.০১	১.৮৪
২	মিউচুয়াল / ইউনিট ফান্ড	১২৪.২৯	২.৪০	১৩১.৪১	২.২৪
৩	শেয়ার	১২০৯.৩২	২৩.৩১	১৬২৬.২০	২৭.৭৭
৪	ডিবেঞ্চার	৪.১২	০.০৮	৪.১২	০.০৭
৫	স্থাবর সম্পত্তি	৫৬৯.৩৬	১০.৯৭	৬৬২.০৬	১১.৩১
৬	স্থায়ী আমানত	৩০৭৬.২১	৫৯.২৮	৩২১৯.৫০	৫৪.৯৯
৭	ব্রীজ ফাইন্যানন্সিং	২.৬৪	০.০৫	২.৮৩	০.০৫
৮	অন্যান্য বিনিয়োগ	৯৭.৩৯	১.৮৮	১০০.৭৯	১.৭২
৯	মোট বিনিয়োগ	৫১৮৮.৮৫	১০০.০০	৫৮৫৪.৯৩	১০০.০০

লেখচিত্র ৪২-এ দেখা যায় যে শীর্ষ দশটি বীমাকারীর কাছে ৩ বছরে (২০১৫-২০১৭) পুরো নন-লাইফ বিমা শিল্পের প্রায় ৬৫% বিনিয়োগ করেছে। এই শীর্ষ দশটি বীমাকারী হচ্ছে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, গ্রীন ডেল্টা, রিলায়েন্স, ইষ্টল্যান্ড, পাইওনিয়ার, রূপালী, ঢাকা, পিপলস, ইউনাইটেড এবং ফিনিক্স ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি। লেখচিত্র ৪৩ এ দেখা যাচ্ছে যে ২০১২ সালে সম্পদ ও বিনিয়োগের অনুপাত ছিল ৫৮.১২% কিন্তু ২০১৩ সাল থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত নন-লাইফ বীমা শিল্পের সম্পদ ও বিনিয়োগের অনুপাত ক্রমান্বয়ে কমে যায় এবং ২০১৭ সালে এই অনুপাত ছিল ৫২.৬৩%।

তবে এ শিল্পে সম্পদ বিনিয়োগের অনুপাত ৬৫% এর অধিক হওয়া উচিত এবং আমাদের শিল্পটি গত ৯ বছর ধরে প্রয়োজনীয় অনুপাত অর্জন করতে পারেনি। ২০১৭ সালে ফেডারেল, প্রগতি এবং বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ তাদের সম্পদের ২০% এরও কম বিনিয়োগ করেছে এবং রিলায়েন্স, পাইওনিয়ার, ইসলামিক ইন্স্যুরেন্স, প্রাইম, নর্দার্ন জেনারেল, গ্লোবাল, মেঘনা এবং কন্টিনেন্টাল

তাদের সম্পদের ৪৫% এরও কম বিনিয়োগ করেছে। বীমাকারীর দুর্বল দক্ষতার কারণে নন-লাইফ বীমা শিল্পে সম্পদ বিনিয়োগ অনুপাত ভাল হয় নি এবং একারণেই বিগত কয়েক বছরে এ শিল্পের দাবি নিষ্পত্তির হার হতাশাব্যঞ্জক ছিল। লেখচিত্র ৪১ এ দেখা যায় যে, ২০১৩ সাল থকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত ক্রমহ্রাসমান হারে এবং ২০১৭ সালে ক্রমবর্ধমান হারে বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

লেখচিত্র ৪০

নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগের শেয়ার (২০১৫-২০১৭)

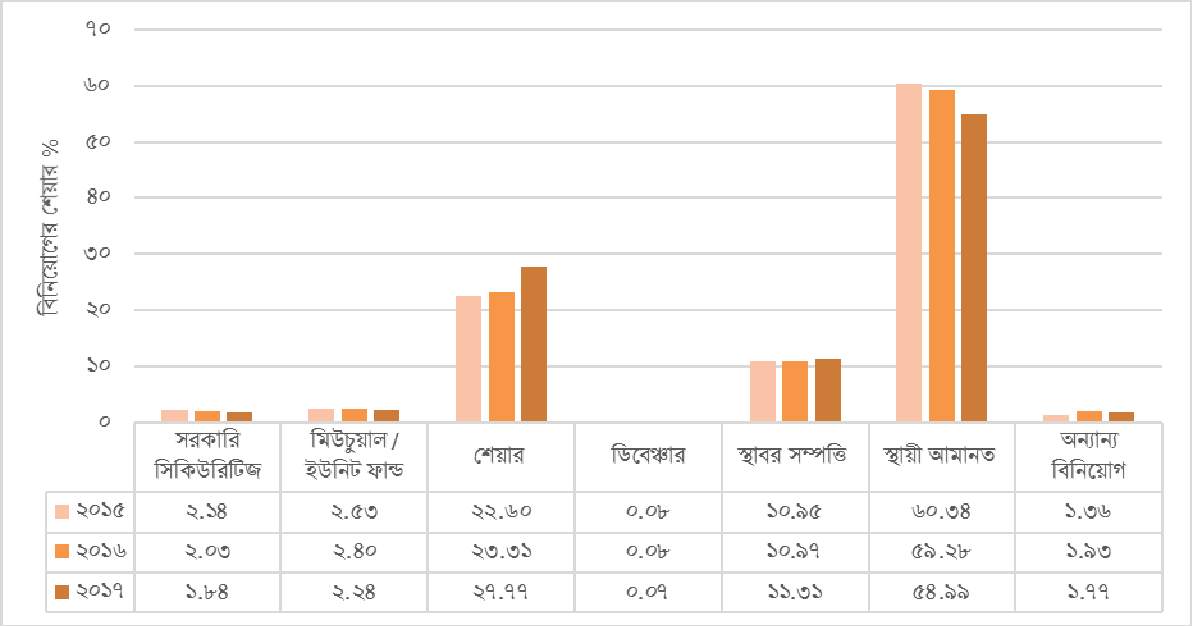

	সরকারি সিকিউরিটিজ	মিউচুয়াল / ইউনিট ফান্ড	শেয়ার	ডিবেঞ্চার	স্থাবর সম্পত্তি	স্থায়ী আমানত	অন্যান্য বিনিয়োগ
২০১৫	২.১৪	২.৫৩	২২.৬০	০.০৮	১০.৯৫	৬০.৩৪	১.৩৬
২০১৬	২.০৩	২.৪০	২৩.৩১	০.০৮	১০.৯৭	৫৯.২৮	১.৯৩
২০১৭	১.৮৪	২.২৪	২৭.৭৭	০.০৭	১১.৩১	৫৪.৯৯	১.৭৭

লেখচিত্র ৪১

নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় বিনিয়োগের পরিমাণ এবং প্রবৃদ্ধির হার (২০০৯-২০১৭)

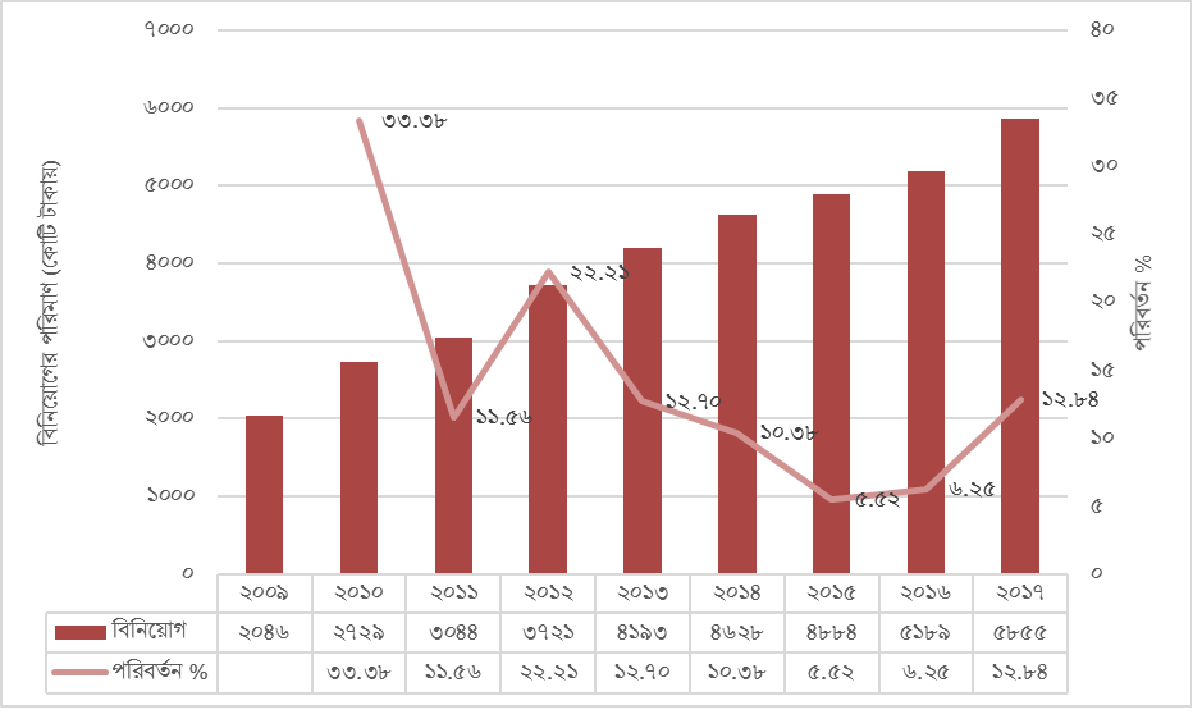

	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭
বিনিয়োগ	২০৪৬	২৭২৯	৩০৪৪	৩৭২১	৪১৯৩	৪৬২৮	৪৮৮৪	৫১৮৯	৫৮৫৫
পরিবর্তন %		৩৩.৩৮	১১.৫৬	২২.২১	১২.৭০	১০.৩৮	৫.৫২	৬.২৫	১২.৮৪

লেখচিত্র ৪২

নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় শীর্ষ দশ বীমাকারীর বিনিয়োগের শেয়ার (২০০৯-২০১৭)

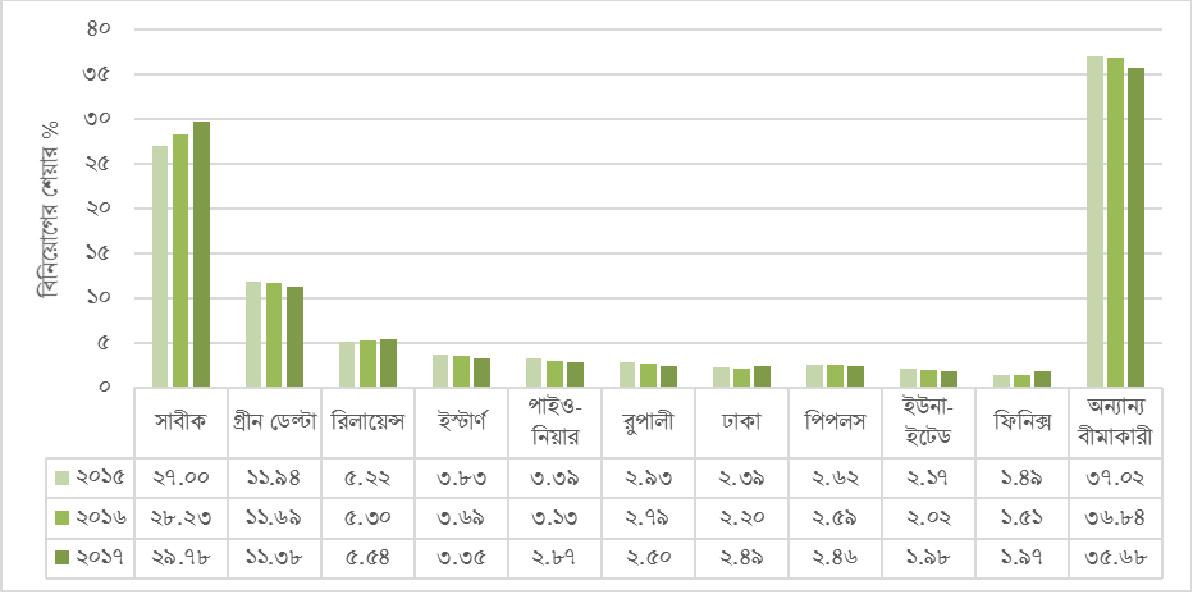

	সাবীক	গ্রীন ডেল্টা	রিলায়েন্স	ইস্টার্ণ	পাইও-নিয়ার	রুপালী	ঢাকা	পিপলস	ইউনা-ইটেড	ফিনিক্স	অন্যান্য বীমাকারী
২০১৫	২৭.০০	১১.৯৪	৫.২২	৩.৮৩	৩.৩৯	২.৯৩	২.৩৯	২.৬২	২.১৭	১.৪৯	৩৭.০২
২০১৬	২৮.২৩	১১.৬৯	৫.৩০	৩.৬৯	৩.১৩	২.৭৯	২.২০	২.৫৯	২.০২	১.৫১	৩৬.৮৪
২০১৭	২৯.৭৮	১১.৩৮	৫.৫৪	৩.৩৫	২.৮৭	২.৫০	২.৪৯	২.৪৬	১.৯৮	১.৯৭	৩৫.৬৮

লেখচিত্র ৪৩

নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় সম্পদ ও বিনিয়োগের রেশিও (২০০৯-২০১৭)

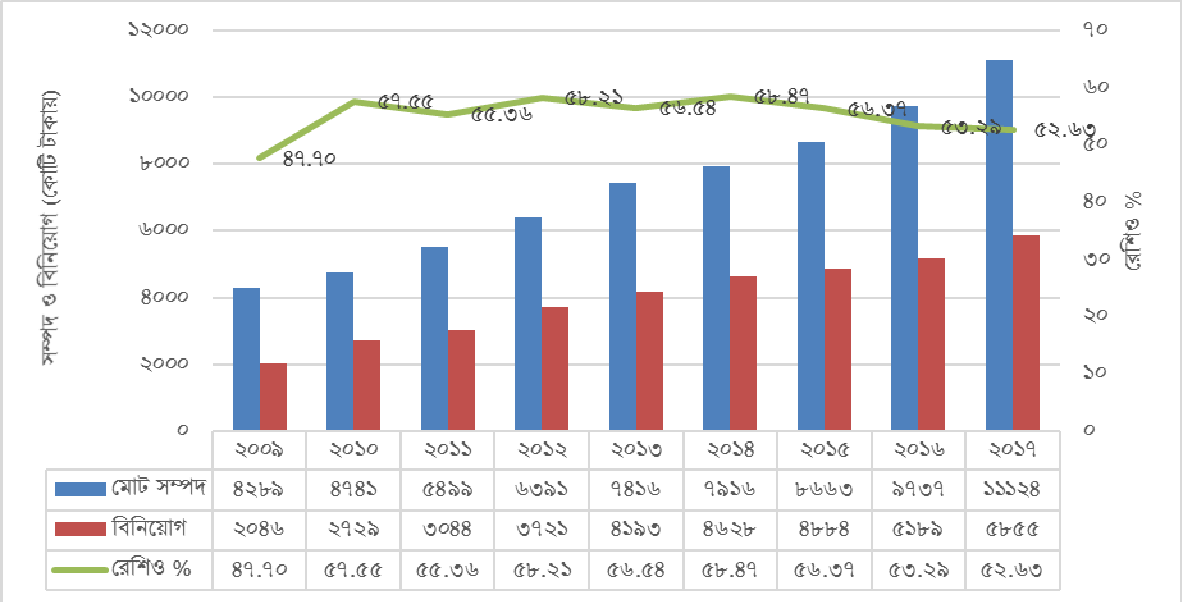

	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭
মোট সম্পদ	৪২৮৯	৪৭৪১	৫৪৯৯	৬৩৯১	৭৪১৬	৭৯১৬	৮৬৬৩	৯৭৩৭	১১১২৪
বিনিয়োগ	২০৪৬	২৭২৯	৩০৪৪	৩৭২১	৪১৯৩	৪৬২৮	৪৮৮৪	৫১৮৯	৫৮৫৫
রেশিও %	৪৭.৭০	৫৭.৫৫	৫৫.৩৬	৫৮.২১	৫৬.৫৪	৫৮.৪৭	৫৬.৩৭	৫৩.২৯	৫২.৬৩

বিনিয়োগ আয়

বীমাকারীদের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত থেকে পুরো নন-লাইফ বীমা শিল্পের ইনভেস্টমেন্ট ইল্ড রেশিও বের করার প্রয়াস নেয়া হয় কিন্তু তথ্যে অসংগতি থাকায় নির্ভুল অনুপাত হিসেব করা যায় নি এবং একারণেই সহজভাবে প্রতিটি বছরের জন্য মোট বিনিয়োগ ও মোট বিনিয়োগের আয়ের অনুপাত বের করা হয়েছে। সারণি ৩৯ দেখা যাচ্ছে যে শিল্পটি বিনিয়োগের ওপর আয় ৭.৭% থেকে ১৩.৯৯% হার অর্জন করেছে তবে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি কর্তৃক প্রদত্ত স্বল্প হারের সুদের কারণে গত ২০১৫ এবং ২০১৬ সালে এই হার সবচেয়ে কম ছিল। ২০১৭ সালে বিনিয়োগ রিটার্ণ ছিল ৮.৫৭% এবং বীমাকারীরা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বেশি অর্থ বিনিয়োগ করেছিল। কর্তৃপক্ষ পলিসি গ্রাহককে সুরক্ষিত রাখতে বীমাকারীদের বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা পর্যবেক্ষণ করবে।

সারণি ৩৯

নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় বিনিয়োগ থেকে আয়ের সাধারণ হার (২০০৯-২০১৭)

বছর	বিনিয়োগ (কোটি টাকায়)	বিনিয়োগ আয় (কোটি টাকায়)	বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্তির হার (%)
২০০৯	২০৪৫.৯৪	২০৯.৩৫	১০.২৩
২০১০	২৭২৮.৮৮	৩৮১.৭৫	১৩.৯৯
২০১১	৩০৪৪.৩৭	২৬৯.৬৭	৮.৮৬
২০১২	৩৭২০.৫৮	৩১০.২৪	৮.৩৪
২০১৩	৪১৯৩.০০	৩৭০.৯১	৮.৮৫
২০১৪	৪৬২৮.৪৪	৪৩২.৪৮	৯.৩৪
২০১৫	৪৮৮৩.৮৫	৩৮৮.৭২	৭.৯৬
২০১৬	৫১৮৮.৮৫	৪০০.১৮	৭.৭১
২০১৭	৫৮৫৪.৯৩	৫০১.৯৫	৮.৫৭

দাবি নিষ্পত্তি

ক্ষুদ্র ও বড় উভয় বীমাকারীসমূহের একটি সাধারণ লক্ষ্য হচ্ছে তাদের বীমা গ্রাহক এবং তাদের সম্পত্তি রক্ষা করা। বীমাকারীকে সরকারি বিধিবিধান মেনে চলে গ্রাহকের প্রত্যাশাগুলির সাথে ভারসাম্য বজায় রাখতে একটি কার্যকর গ্রাহকের ঝুঁকি মোকাবেলা জন্য দাবি ব্যবস্থাপনার একটি কর্মসূচি থাকা প্রয়োজন। যদিও এই প্রক্রিয়াটি জটিল এবং একাধিক পদক্ষেপের প্রয়োজন তাৎক্ষণিকভাবে দাবি নিষ্পত্তি করলে গ্রাহকের সন্তুষ্টি বাড়বে এবং বীমা সেবার মান উন্নত হবে। এই পদ্ধতিতে সহায়তা করার একটি কার্যকর সমাধান হচ্ছে অটোমেশনের জন্য দাবি ব্যবস্থাপনা সফ্টওয়ার ব্যবহার করা।

দাবির বিরোধসমূহ প্রায় একই রকম এবং বীমাকারীকে দাবি প্রদানের পূর্বে গ্রাহকের দায়ের হিসেব নির্ভুলভাবে করা দরকার। স্বভাবতই দাবি নিষ্পত্তিতে বিলম্ব হলে বীমাকারীকে অতিরিক্ত ব্যয় করতে হয়। বীমাকারী কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য থেকে দাবির পরিমাণ নিষ্পত্তি এবং দাবি নিষ্পত্তির সংখ্যা দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। বীমার উপ-শ্রেণিভিত্তিক বিভিন্ন দাবির রেশিও (ক্লেইম রেশিও) হিসেব করার চেষ্টা করা হয়েছে। বীমাকারীর আর্থিক অবস্থা ক্লেইম রেশিও দ্বারা প্রভাবিত হয়। সম্পত্তি এবং দুর্ঘটনা বীমার (যেমন মোটর গাড়ি বীমা) জন্য দাবির রেশিও সাধারণত ৬০% থেকে ১০০% পর্যন্ত হয়ে থাকে। এই জাতীয় বীমাকারীসমূহ দাবি নিষ্পত্তির পরিমাণের চেয়ে প্রিমিয়ামের অধিক পরিমাণ সংগ্রহ করে। অপরদিকে যে বীমাকারীরা ক্রমাগতভাবে উচ্চ ক্ষতির রেশিও থাকে তার আর্থিক অবস্থা খুব দুর্বল হয়ে যায়। এই হিসেবে ফিনিক্স ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির দাবি সম্পর্কিত তথ্য বিবেচনা করা হয়নি কারণ এই বীমাকারী তাদের নীট দাবির তথ্য কর্তৃপক্ষকে প্রদান করেছে। সাধারণ বীমা কর্পোরেশন দেশের একমাত্র পুনঃবীমাকারী। এসবিসি একইসাথে বীমা এবং পুনঃবীমা ব্যবসা করছে এবং বীমা এবং পুনঃবীমা ব্যবসার জন্য তাদের আলাদা কোনও এ্যাকাউন্ট নেই। হিসেবের দ্বৈততা এড়াতে এসবিসির তথ্য বাদ দিয়ে দাবি রেশিও বের করা হয়েছে।

সারণি ৪০

নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় উপ-শ্রেণিভিত্তিক ক্লেইম রেশিও (%) (২০০৯-২০১৭)

বছর	অগ্নি	মেরিন	মোটর	বিবিধ	নন-লাইফ ব্যবসা
২০০৯	৩০.৩৪	৯.৩০	৩২.৫৩	১৯.৭৩	২১.১৫
২০১০	১৯.২০	১০.৭৩	৩১.৭৮	১৬.৫৮	১৮.৪০
২০১১	১২.৭৯	১২.০০	২৮.৫৭	১৫.৮৮	১৬.০৮
২০১২	২৭.৯১	৮.৪৪	২৭.৬৮	১৬.৩২	১৭.৯৩
২০১৩	৩৪.৯২	৯.১৭	২৮.০২	১৩.৯৭	২০.২৫
২০১৪	৩৭.৭১	৯.২৩	২৯.৫১	৩৪.৫৮	২২.৫৮
২০১৫	৪১.৯৭	১১.১৮	২৬.৬৯	১৭.৯৫	২৪.৩৯
২০১৬	৩২.৯৭	১২.০৫	২৬.৭৭	২৬.৩২	২২.৭৭
২০১৭	৩০.৯১	১৩.৬১	২৮.৪১	২৬.১৬	২২.৭৭

লেখচিত্র ৪৪

নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় বীমার উপ-শ্রেণিভিত্তিক ক্লেইম রেশিও (২০০৯-২০১৭)

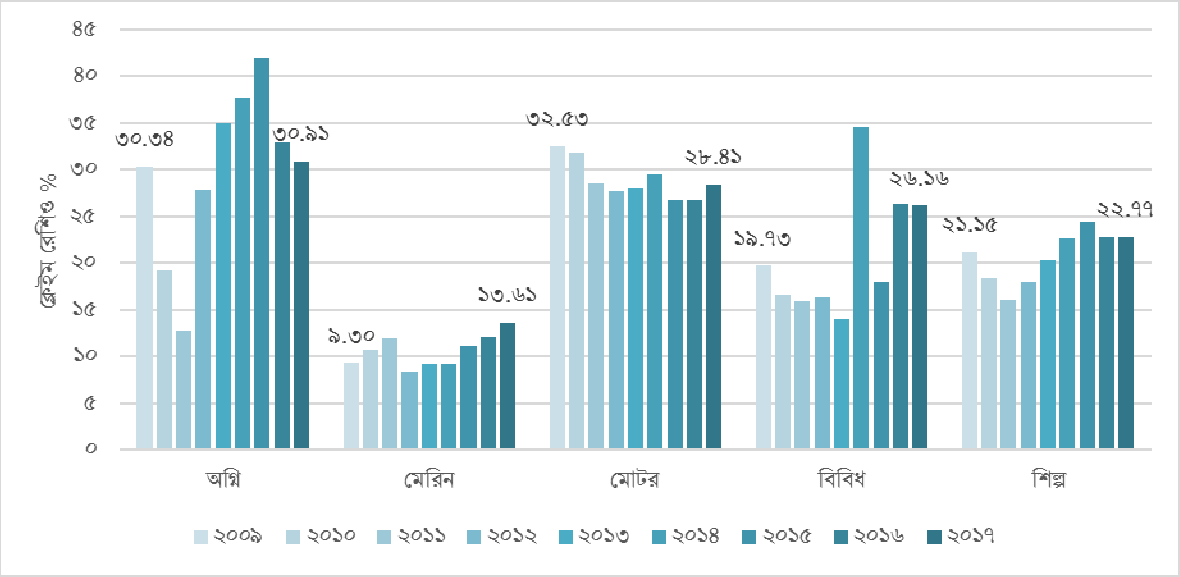

বীমা পলিসি বাছাইয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সূচক হল বীমাকারীর দাবি নিষ্পত্তির রেশিও। কোনও নির্দিষ্ট কোম্পানির দাবি নিষ্পত্তির রেশিও যত বেশি তার দ্বারা দাবি নিষ্পত্তির সম্ভাবনা তত বেশি। দাবি নিষ্পত্তির হার কম এমন একটি পলিসির প্রিমিয়াম কম থাকলেও সেই পলিসি নির্বাচন করা বুদ্ধিমানের কাজ নয় কারণ এটি বীমা দাবির নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যকে পরাস্ত করে।

নীট দাবির রেশিও হচ্ছে নীট প্রিমিয়াম আয়ের (এসবিসি এবং ফিনিক্স ব্যতীত) কত শতাংশ নীট দাবি পরিশোধ হয়েছে এবং ২০১৬ ও ২০১৭ সালে এই হার ছিল ২২.৭৭%। ৯ বছরে সর্বোচ্চ দাবি অনুপাত ২৪.৩৯% ছিল ২০১৫ সালে এবং সেই বছর অগ্নি বীমা দাবির রেশিও ছিল ৪১.৯৭%। এই অনুপাত ২০১৬ সালে ৩২.৯৭% থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৭ সালে ৩০.৯১% হয়েছে। উন্নত দেশগুলিতে মোটর বীমা উপ-শ্রেণির দাবি সর্বাধিক পরিমাণ হয়ে থকে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে দাবি অনুপাতের পরিমাণ প্রায় ৬০%এর অধিক হয়ে থাকে। তবে বাংলাদেশে মোটর বীমা দাবি রেশিও ২৬% থেকে ৩৩% (সারণি ৪০ এবং লেখচিত্র ৪৪) মধ্যে রয়েছে। বাস্তবে বাংলাদেশে বীমাকারীসমূহ বিদ্যমান বিধিবিধান অনুসরণ না করেই ব্যবসা করছে। বীমাকারী এজেন্টদের কমিশন না দিয়ে মধ্যস্থতাকারী এবং গ্রাহককে অতিরিক্ত কমিশন দিচ্ছে এবং একারণেই ব্যবস্থাপনা ব্যয় অনুমোদিত ব্যয় সীমার অধিক হচ্ছে। ফলস্বরূপ বীমাকারীরা বীমাগ্রাহকের বীমা দাবি পরিশোধ করতে গিয়ে নানা ধরনের অজুহাত দেখিয়ে দাবি পরিশোধে বিলম্বসহ প্রকৃত দাবি পরিশোধ করতে চায় না।

সারণি ৪১

নন-লাইফ ইন্স্যুরেন্সে বিভিন্ন শ্রেণিভিত্তিক বীমা দাবির পরিমাণ (২০০৯-২০১৭) (কোটি টাকায়)

বছর	অগ্নি	মেরিন	মোটর	বিবিধ	মোট দাবি
২০০৯	৫৪৭.২২	২৯২.২৯	৯৮.০৭	১২৬.৩৯	১০৬৩.৯৬
২০১০	৫৭৮.৯৭	২৯৫.৫৭	১১৪.৩৮	১১৫.১৩	১১০৪.০৫
২০১১	৭১৫.০৯	২৯০.৭৫	১১৬.৩৮	১২১.৯১	১২৪৪.১৩
২০১২	৭৬৪.২৩	২৬৭.০০	১১৪.৪২	১১৮.৯৬	১২৬৪.৬১
২০১৩	৯২৭.৪৪	২৯৬.১৭	১৩১.৯৪	১৩৩.১৫	১৪৮৮.৭০
২০১৪	১০৫৮.৮৩	৩৭৪.৯২	১৫১.৯১	১৬৫.৯৮	১৭৫১.৬৪
২০১৫	১৪৭৬.৩২	৩৯৮.৩০	১৪৫.৯০	১৫৭.৩৪	২১৭৭.৮৬
২০১৬	১৩৭৫.৪০	৩৭৪.০৩	১৫৯.৯৭	১৬৬.৫৬	২০৭৫.৯৫
২০১৭	১৭০৭.৪৫	৪৫২.২৭	১৮৯.৩১	৩৬৪.৫১	২৭১৩.৫৪

নন-লাইফ বিমা ব্যবসায় চালিকা শক্তি হিসাবে অগ্নি বীমা ২০১৭ সালে অন্যান্য উপ-শ্রেণি বীমার মধ্যে সবচেয়ে বেশি দাবির পরিমাণ ১৭০৭.৪৫ কোটি টাকা রেকর্ড করেছে যা ২০১৬ সালে এই দাবির পরিমাণ ছিল ১৩৭৫.৪ কোটি টাকা। থার্ড পার্টি দাবিসহ মোটর দাবির পরিমাণ ২০১৭ সালে ১৮৯.৩১ কোটি টাকা এবং ২০১৬ সালে দাবির পরিমাণ ছিল ১৫৯.৯৭ কোটি টাকা (সারণি ৪১)। অন্যান্য উপ-শ্রেণির তুলনায় মেরিন বীমা ক্লেইম রেশিও সবচেয়ে কম ছিল এবং এই দাবি রেশিও ২০১৭ সালে ছিল ১৩.৬১% এবং ২০১৬ সালে ১২.০৫% ছিল (সারণি ৪০ এবং লেখচিত্র ৪৫)।

লেখচিত্র ৪৫

নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় উপ-শ্রেণিভিত্তিক দাবির পরিমাণ (২০০৯-২০১৭)

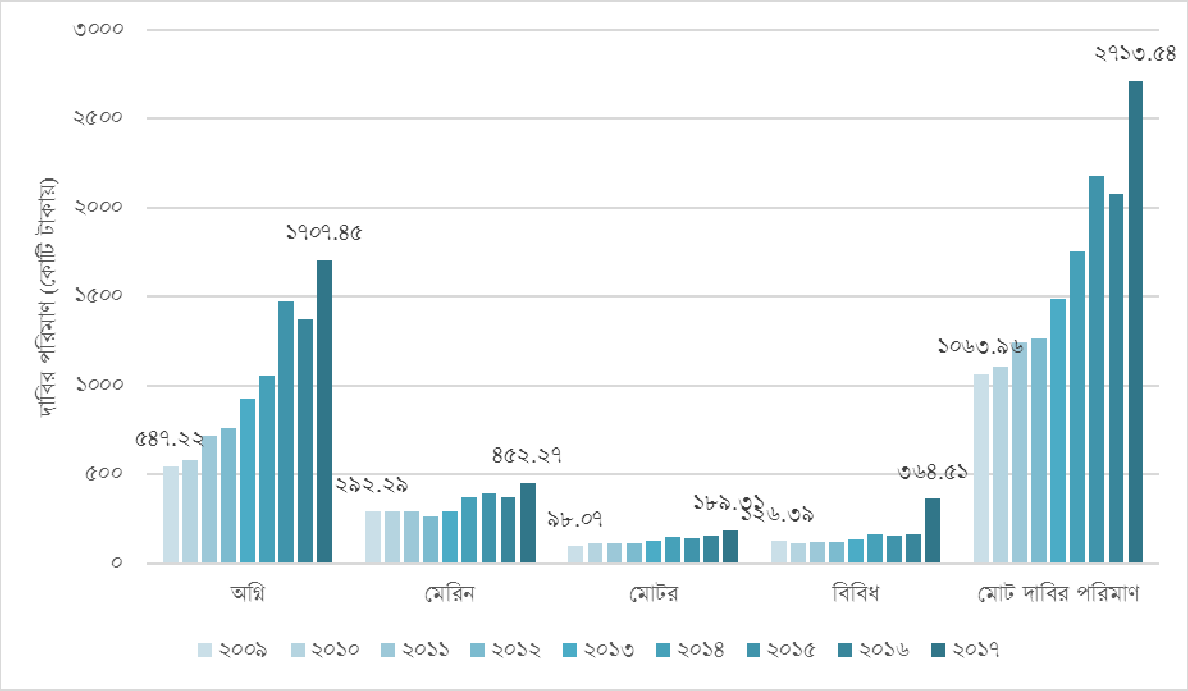

সারণি ৪২

শ্রেণিভিত্তিক মোট বীমা দাবি (গ্রস দাবি) পরিশোধের পরিমাণ (২০০৯- ২০১৭) (কোটি টাকায়)

বছর	অগ্নি	মেরিন	মোটর	বিবিধ	মোট দাবি পরিশোধ
২০০৯	৩৫৫.৭২	৬৭.১৪	৫৫.২২	৪২.৬৩	৫২০.৭১
২০১০	৩৩১.৯৪	১০০.৯৫	৬৭.০৬	১৪.৩০	৫১৪.২৪
২০১১	৪৪৫.৪৮	৮০.৩৫	৬৩.২৩	২৬.৩৫	৬১৫.৪২
২০১২	৪৫৬.৫৯	১০৮.৬৫	৬১.৬৯	৩১.৭৯	৬৫৮.৭৩
২০১৩	৪৭৬.৪১	১০৯.৩৯	৬৫.০৫	২১.১৭	৬৭২.০২
২০১৪	৫৭৯.০৫	১৫৮.৫৫	৭৯.৫১	৫৯.৫৫	৮৭৬.৬৬
২০১৫	৭৪৬.৮১	১৪৫.৩০	৮২.৭৬	৫৩.৬৮	১০২৮.৫৫
২০১৬	৫৫৩.৮৫	১৯৬.০৮	৮৫.৬৫	৭০.১৬	৯০৫.৭৪
২০১৭	৪৬২.২২	১৮০.৭৫	৯৬.০৭	২৩১.০৩	৯৭০.০৭

সারণি ৪১ দেখা যায় যে ২০১৭ সালে মোট দাবি (বিগত বছরের অনিষ্পন্ন দাবি এবং চলতি বছরের উত্থাপিত দাবি) ২০১৬ সালের ২০৭৫.৯৫ কোটি টাকা ৩০% বৃদ্ধি পেয়ে হয়ে ২৭১৩.৫৪ কোটি টাকা হয়েছিল। সারণি ৪২ দেখা যায় যে এই বীমা শিল্পটি ২০১৫ সালে সর্বোচ্চ দাবি ১০২৮.৫৫ কোটি টাকা পরিশোধ করেছে। বিবিধ বীমায় সর্বোচ্চ দাবি পরিশোধের পরিমাণ ছিল ২০১৭ সালে ২৩১ কোটি টাকা এবং ২০১৬ সালে এটি ছিল ৭০.১৬ কোটি টাকা।

সারণি ৪৩

শ্রেণিভিত্তিক মোট বীমা দাবি পরিশোধের হার (%) (২০০৯-২০১৭)

বছর	অগ্নি	মেরিন	মোটর	বিবিধ	মোট দাবি নিষ্পত্তির হার
২০০৯	৬৫.০০	২২.৯৭	৫৬.৩১	৩৩.৭৩	৪৮.৯৪
২০১০	৫৭.৩৩	৩৪.১৫	৫৮.৬৩	১২.৪২	৪৬.৫৮
২০১১	৬২.৩০	২৭.৬৪	৫৪.৩৩	২১.৬২	৪৯.৪৭
২০১২	৫৯.৭৫	৪০.৬৯	৫৩.৯১	২৬.৭৩	৫২.০৯
২০১৩	৫১.৩৭	৩৬.৯৩	৪৯.৩০	১৫.৯০	৪৫.১৪
২০১৪	৫৪.৬৯	৪২.২৯	৫২.৩৪	৩৫.৮৮	৫০.০৫
২০১৫	৫০.৫৯	৩৬.৪৮	৫৬.৭২	৩৪.১২	৪৭.২৩
২০১৬	৪০.২৭	৫২.৪২	৫৩.৫৪	৪২.১৩	৪৩.৬৩
২০১৭	২৭.০৭	৩৯.৯৭	৫০.৭৫	৬৩.৩৮	৩৫.৭৫

নন-লাইফ বীমা খাতে বীমাকারীদের দাবি নিষ্পত্তির দক্ষতা মোটেই সন্তোষজনক নয়। অগ্নি বীমাতে ২০০৯ সাল থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত দাবির নিষ্পত্তি হার ছিল ২৭.০৭%-৬৫%, মেরিনে ২২.৯৭%-৫২.৪২%, মোটর ৪৯.৩০%-৫৮.৬৩% এবং বিবিধ ১৫.৯০-৬৩.৩৮% এবং সামগ্রিকভাবে ৩৫.৭৫%-৫২.০৯%। ২০১৭ সালে অগ্নি বীমায় ২৭.০৭%, মেরিন বীমায় ৩৯.৯৭%, মোটর বীমাতে ৫০.৭৫% এবং বিবিধে ৬৩.৩৮% এবং সার্বিকভাবে দাবি নিষ্পত্তি হার ৩৫.৭৫% হয়েছে (সারণি ৪৩)।

গ্রীন ডেল্টা, ঢাকা, সেন্ট্রাল, কন্টিনেন্টাল, গ্লোবাল, মেঘনা, পিপলস, পূরবি, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ, সাউথ এশিয়া, স্ট্যান্ডার্ড, ইসলামী ইন্স্যুরেন্স বাংলাদেশ, রিলায়েন্স, এসবিসি, পাইওনিয়ার, প্রগতি, কর্ণফুলী, ফিনিক্স, তাকাফুল, ইস্টল্যান্ড এবং ইসলামি কমার্শিয়াল এবং ইউনাইটেড ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিসমূহের প্রত্যেকের ২০১৭ সালে দাবি নিষ্পত্তির হার ৪০% এর কম।

দাবির সংখ্যা

সারণি ৪৪

নন-লাইফ ইন্স্যুরেন্সে বিভিন্ন শ্রেণিভিত্তিক বীমা দাবির সংখ্যা (২০০৯-২০১৭)

বছর	অগ্নি	মেরিন	মোটর	বিবিধ	মোট দাবি
২০০৯	৩৬৬৪	৩৩৮০	৯১৯৭	১২৫৩	১৭৪৯৪
২০১০	৩৫১৮	৩৫৮৩	১১০২৯	১২০১	১৯৩৩১
২০১১	৩৩৫৮	৩৮৩১	১১০২৩	১৩৩৩	১৯৫৪৫
২০১২	৩৫৮২	৩৫২২	৯৫৩৩	১৩৪৫	১৭৯৮২
২০১৩	৩৪৯১	৪৬৯২	৮৭৫৯	১৮২৩	১৮৭৬৫
২০১৪	৩২৫৫	৫৭৬৫	৯০৫৫	৫৮২৮	২৩৯০৩
২০১৫	৩৩৬০	৫৪৯৫	১০১১৮	৬৯৯৯	২৫৯৭২
২০১৬	৩৫১৮	৫৯২৮	১১১৩৮	৮৭৮০	২৯৩৬৪
২০১৭	৩৮৫৯	৬৬৭৫	১২২৯৭	১১১০৮	৩৩৯৩৯

সারণি ৪৪ দেখা যায় যে, ২০১৬ সালের ২৯৩৬৪টি হতে ১৫.৫৮% বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭ সালে মোট দাবির সংখ্যা হয় ৩৩৯৩৯টি (লেখচিত্র ৪৬)। সারণি ৪৪ এ আরো দেখা যায় যে, এ শিল্প ২০১৭ সালে সর্বাধিক ৩৮৫৯টি সংখ্যক অগ্নি বীমা দাবি ছিল এবং ২০১৪ সালে সর্বনিম্ন অগ্নি বীমা দাবির সংখ্যা ছিল ৩২৫৫টি।

২০১৭ সালে বিবিধ বীমা দাবির সংখ্যা ছিল ১১১০৮টি এবং ২০১৬ সালে বিবিধ বীমা দাবির সংখ্যা ছিল ৮৭৮০ ছিল। বাংলাদেশে স্বাস্থ্য বীমা জনপ্রিয় হলে বিবিধ বীমার দাবির সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।

লেখচিত্র ৪৬

নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় উপ-শ্রেণিভিত্তিক দাবির সংখ্যা (২০০৯-২০১৭)

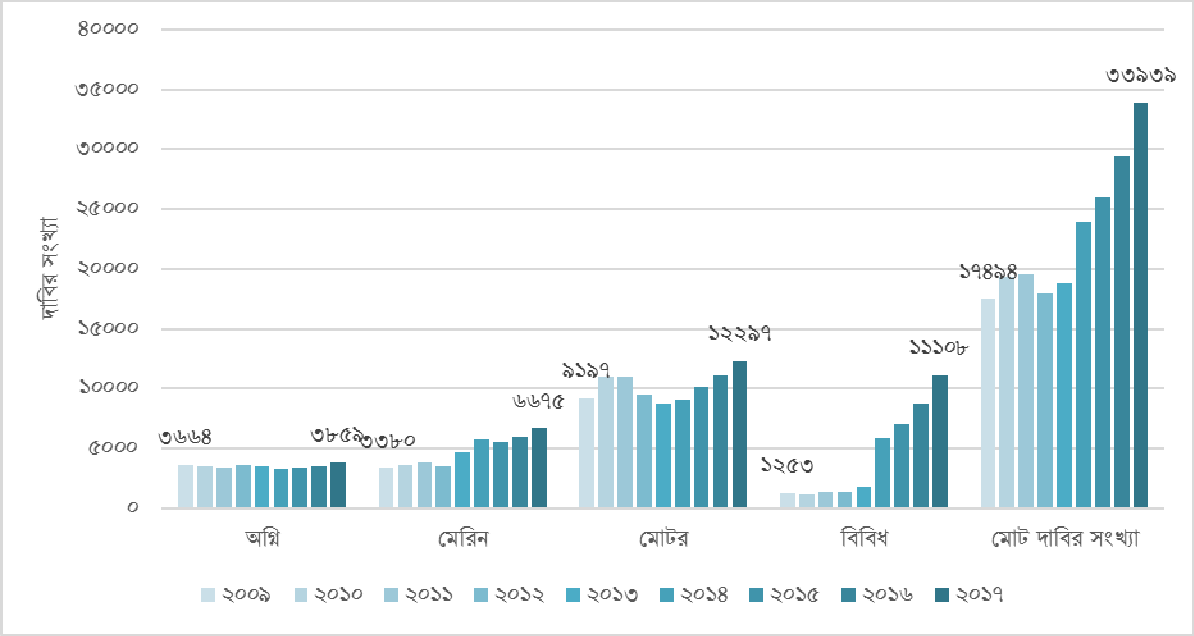

সারণি ৪৫

বীমা দাবি পরিশোধের সংখ্যা এবং নিষ্পত্তির শতকরা হার (২০০৯- ২০১৭)

বছর	অগ্নি	মেরিন	মোটর	বিবিধ	মোট দাবি নিষ্পত্তি
২০০৯	২৩৪৬	২৬৭৩	৬৮৫৩	৮২৪	১২৬৯৬
	(৬৪.০৩)	(৭৯.০৮)	(৭৪.৫১)	(৬৫.৭৬)	(৭২.৫৭)
২০১০	২০৬৬	২৭১৬	৮৩৯৮	৮০৩	১৩৯৮৩
	(৫৮.৭৩)	(৭৫.৮০)	(৭৬.১৪)	(৬৬.৮৬)	(৭২.৩৩)
২০১১	২০৩৬	২৯৯৩	৮২৪৪	৯৯১	১৪২৬৪
	(৬০.৬৩)	(৭৮.১৩)	(৭৪.৭৯)	(৭৪.৩৪)	(৭২.৯৮)
২০১২	২১৮৬	২৬৪৬	৭১০০	৯৭১	১২৯০৩
	(৬১.০৩)	(৭৫.১৩)	(৭৪.৪৮)	(৭২.১৯)	(৭১.৭৬)
২০১৩	২২৮৭	৩৫৭৫	৬৪৬৭	১৩২৩	১৩৬৫২
	(৬৫.৫১)	(৭৬.১৯)	(৭৩.৮৩)	(৭২.৫৭)	(৭২.৭৫)
২০১৪	২১৫২	৪৫১১	৬৭৬২	৫২৬০	১৮৬৮৫
	(৬৬.১১)	(৭৮.২৫)	(৭৪.৬৮)	(৯০.২৫)	(৭৮.১৭)
২০১৫	২০৮৫	৪২৩৮	৭৬৮৩	৬২৪৩	২০২৪৯
	(৬২.০৫)	(৭৭.১২)	(৭৫.৯৩)	(৮৯.২০)	(৭৭.৯৬)
২০১৬	২০২৮	৪১৫৮	৮১০৭	৭৮৯৯	২২১৯২
	(৫৭.৬৫)	(৭০.১৪)	(৭২.৭৯)	(৮৯.৯৭)	(৭৫.৫৮)
২০১৭	২১০৬	৪৬২৯	৮৭০০	১০১৬০	২৫৫৯৫
	(৫৪.৫৭)	(৬৯.৩৫)	(৭০.৭৫)	(৯১.৪৭)	(৭৫.৪১)

নোটঃ বন্ধনীর মধ্যে সংখ্যা নিষ্পত্তির শতকরা হার নির্দেশ করে

নন-লাইফ বীমা শিল্পে ২০০৯ সাল হতে ২০১৭ সাল পর্যন্ত বীমা দাবি নিষ্পত্তির হার ৭০%-৭৯% সংখ্যক পলিসি এবং দাবির পরিমাণ হিসেবে নিষ্পত্তি হার মাত্র ৩৫%-৫৩% হয়েছে কারণ বড় বড় অগ্নি বীমা দাবি পরিশোধের হার সন্তোষজনক নয়।

শাখা

বীমা ব্যবসার প্রকৃতির কারণে দেশজুড়ে বিস্তৃত শাখার প্রাপ্যতা গ্রাহকদের মধ্যে বীমা সেবা বিতরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ২০১৬ সালের তুলনায় ২০১৭ সালে দেশের বিভিন্ন অংশে শাখা নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের প্রবণতা আশাব্যঞ্জক ছিল না। ২০১৭ সালে সামগ্রিকভাবে যেখানে ২০১৬ সালে ১৩৩৪ টি শাখার তুলনায় ২০১৭ সালে ১৮টি নতুন শাখা যুক্ত করে মোট শাখা ১৩৫২টি হয়েছে (লেখচিত্র ৪৭)।

লেখচিত্র ৪৭

নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় বীমাকারীর শাখার সংখ্যা (২০০৯-২০১৭)

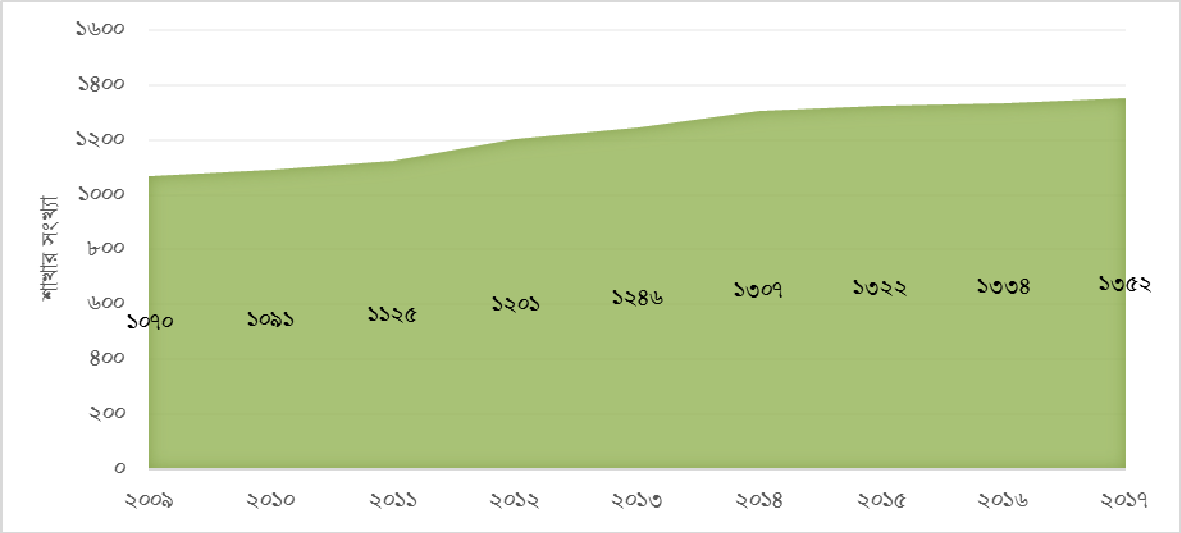

এজেন্ট

বীমা পণ্য বিক্রয় এজেন্টদের অবদানের ওপর নির্ভর করে যদিও এজেন্টদের দক্ষ ব্যবস্থাপনা বীমাকারীর জন্য বেশ চ্যালেঞ্জিং কাজ। কেবলমাত্র এজেন্টের মাধ্যমে পণ্য বিক্রয় হচ্ছে এবং বাংলাদেশে ব্যাঙ্কসুরেন্স চ্যানেল চালু করা যায় নি। ২০১৬ সালে এই শিল্পে এজেন্টের মোট সংখ্যা ২৫৪৬ জন ছিল এবং ২০১৭ সালে ২৫৮১ জন এজেন্ট । ২০০৯ সালে এ শিল্পে এজেন্টদের মোট সংখ্যা ছিল ৪১১২ জন ২০১৩ সালে ছিল ২৬২৭ জন (লেখচিত্র ৪৮)।

লেখচিত্র ৪৮

নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় এজেন্টের সংখ্যা এবং পরিবর্তনের হার (২০০৯-২০১৭)

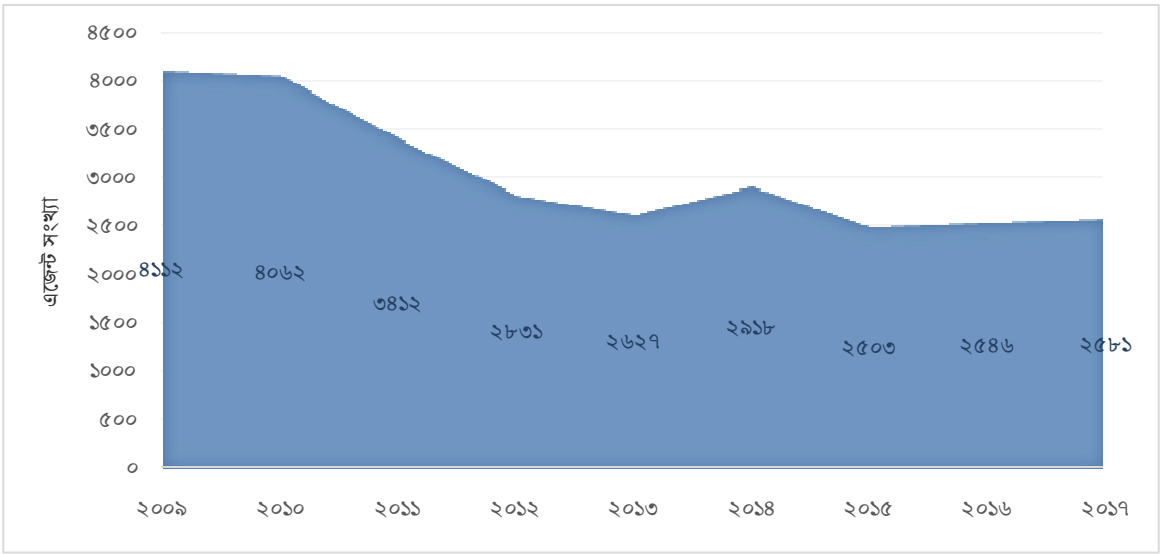

প্রকৃতপক্ষে নন-লাইফ বীমা শিল্পে বীমাকারীসমূহ এজেন্টের পরিবর্তে উন্নয়ন কর্মকর্তাকে ব্যবহার করছে এবং বীমা ব্যবসা সংগ্রহের জন্য উন্নয়ন কর্মকর্তাকে কমিশন প্রদান করে বীমা আইন ২০১০ এর ৫৮ ধারা লঙ্ঘন করছে এবং নন-লাইফ বীমা খাতে এজেন্টের সংখ্যা হ্রাসের মূল কারণ ছিল এই কমিশন ব্যবস্থা। কর্তৃপক্ষ বীমাকারীর এজেন্ট ব্যবস্থাপনা কঠোরভাবে পর্যবেক্ষণ করবে।

জনবল

সারণি ৪৬ এ দেখা যায় যে নন-লাইফ বীমা শিল্পে মোট কর্মচারীর সংখ্যা ২০১৭ সালের মধ্যে ১৬৯৯৮ জন ছিল এবং ২০১৬ সালে ছিল ১৬৮৭৩ জন। প্রতি বছর হাজার সংখ্যক কর্মী নিয়োগ করা হয়েছিল এবং একই সংখ্যক কর্মচারী ছাঁটাই করা হয়েছে। কর্মচারী ব্যবস্থাপনার চিত্র খুবই হতাশাব্যঞ্জক ছিল এবং ক্রমান্বয়ে জনবল কমে যাওয়া বীমা শিল্পের ভাল আর্থিক অবস্থা প্রদর্শন করে না।

সারণি ৪৬

নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় জনবলের সংখ্যা (২০০৯-২০১৭)

বছর	বছরের শুরুতে	নুতন নিয়োগ	ছাটাই	বছরের শেষে
২০০৯	১৩৭২২	১০৪৬	৫৪৩	১৪১৩৫
২০১০	১৪১৩৮	১০৭০	৮৭৯	১৪২৯৮
২০১১	১৪২৯৮	১১৪৭	৬৬৫	১৪৭৯৮
২০১২	১৪৭৯৮	১৫৪৭	১০২৮	১৫৩৬৭
২০১৩	১৫৩৬৯	১৩৯৮	৭৭৪	১৫৯৯৩
২০১৪	১৫৯৯৫	১৪৬১	১২১৪	১৬২৪৮
২০১৫	১৬২৪৮	১২৩৭	১০৯৪	১৬৪০৯
২০১৬	১৬৪০৯	১৪৮২	১০৮৮	১৬৮৭৩
২০১৭	১৬৮০৭	১১৬২	৯৭০	১৬৯৯৮

পরিশোধিত মূলধন

৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত নন-লাইফ বীমাকারীর মোট পরিশোধিত মূলধন ছিল ১৫৭৬.৮৮ কোটি টাকা এবং ১৩৫.১১ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭ সালে ১৭১১.৯৯ কোটি টাকা হয়েছে (সারণি ৪৭)।

সারণি ৪৭

নন-লাইফ বীমাকারীর পরিশোধিত মূলধন (২০০৯-২০১৭) (কোটি টাকায়)

বছর	স্পনসর	পাবলিক	মোট পরিশোধিত মূলধন	বছরে বৃদ্ধি
২০০৯	২৬৩.৮৯	৩২১.১৭	৫৮৫.০৬	
২০১০	৩২১.২৬	৪১২.৬৬	৭৩৩.৯২	১৪৮.৮৬
২০১১	৪৪২.৩৩	৫৪৬.৫৮	৯৮৮.৯১	২৫৪.৯৯
২০১২	৫০৬.৯৯	৬০৭.৭৪	১১১৪.৭৩	১২৫.৮৩
২০১৩	৬১৩.৭৮	৬৭৮.৮৯	১২৯২.৬৭	১৭৭.৯৪
২০১৪	৬৭৩.৪০	৭২৭.৪১	১৪০০.৮১	১০৮.১৪
২০১৫	৭১৬.০২	৭৭৬.২৯	১৪৯২.৩০	৯১.৪৯
২০১৬	৭১২.৩৮	৮৬৪.৫০	১৫৭৬.৮৮	৮৪.৫৮
২০১৭	৮০৬.৪০	৯০৫.৫৯	১৭১১.৯৯	১৩৫.১১

স্ট্যাম্প ডিউটি

সারণি ৪৮

নন-লাইফ বীমাকারী কর্তৃক স্ট্যাম্প ডিউটি পরিশোধ (২০০৯-২০১৭) (কোটি টাকায়)

বছর	অগ্নি	মেরিন	মোটর	বিবিধ	মোট স্ট্যাম্প ডিউটি
২০০৯	০.৬৩	৪৩.৬০	০.৭০	০.১৮	৪৫.১২
২০১০	০.৭৭	৫৭.১২	০.৮১	০.২৪	৫৮.৯৪
২০১১	০.৮১	৬৪.২৮	০.৭৯	০.২৬	৬৬.১৪
২০১২	০.৮২	৭৫.১৭	০.৯২	০.২৯	৭৭.২০
২০১৩	০.৯১	৮৯.৭২	০.৮৬	০.৪৪	৯১.৯৩
২০১৪	১.০৫	৬৬.১৪	১.০৪	০.৫২	৬৮.৭৫
২০১৫	১.০২	৭৫.৫৯	১.১৫	০.৬৪	৭৮.৪০
২০১৬	১.১০	৭৮.২৬	১.৩৭	০.৫৭	৮১.৩০
২০১৭	১.২৩	৭৬.২২	১.৪৬	২.৫৩	৮১.৪৫

ট্যাক্স এবং ভ্যাট

সারণি ৪৯

নন-লাইফ বীমাকারী কর্তৃক ট্যাক্স এবং ভ্যাট পরিশোধ (২০০৯-২০১৭) (কোটি টাকা)

বছর	ট্যাক্স	ভ্যাট	টিডিএস	ভিডিএস	মোট
২০০৯	১২৬.০৯	১০৪.৫৮	১০.৭৭	২.৭৮	২৪৪.২১
২০১০	১৫৯.৫০	১২২.২৭	১৪.৬৬	৪.৬৬	৩০১.০৯
২০১১	২২৩.৪৩	১৩৬.৯৪	২০.৬৩	৬.০১	৩৮৭.০২
২০১২	২৬৭.৯২	১৬৯.৫৬	২৮.৯৬	৭.১৮	৪৭৩.৬২
২০১৩	৩৪৯.৮০	১৭০.৬৭	৩৪.৯৩	৮.২৪	৫৬৩.৬৪
২০১৪	৪২৪.০৯	১৮৭.৮৫	৪৭.৪১	১০.১৪	৬৬৯.৪৯
২০১৫	১০৭৯.৭৭	১৯৬.৮১	৪৭.০৮	১০.৪৪	১৩৩৪.১০
২০১৬	৫৭২.২৮	২১৬.৩৬	৫০.০২	১৩.৬৮	৮৫২.৩৪
২০১৭	৬৯৬.১২	২৪০.৮৮	৫৩.৩২	১৬.৮৫	১০০৭.১৭

বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্পোরেট ট্যাক্স, ভ্যাট, টিডিএস এবং ভিডিএস প্রদান করে থাকে। ৪৬টি নন-লাইফ বীমাকারী কর্তৃক ২০০৯ সাল থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত ট্যাক্স, ভ্যাট, টিডিএস এবং ভিডিএস প্রদানের হিসেব সারণি ৪৯ উল্লেখ করা হয়েছে। ২০০৯ সালে ৪৬টি নন-লাইফ বীমাকারী ২৪৪.২১ কোটি টাকা এবং ২০১৭ সালে ১০০৭.১৭ কোটি টাকা কর ও ট্যাক্স বাবদ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করেছে।

বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম

বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ গঠন

বীমা শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে বীমা আইন, ১৯৩৮ কে রহিত করে বীমা আইন, ২০১০ এবং একই সাথে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ প্রণয়ন করে ১৮ মার্চ ২০১০ সালে সরকার কর্তৃক গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়। বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ এর বিধান মোতাবেক ২৬ জানুয়ারী ২০১১ সালে চেয়ারম্যান এবং চারজন সদস্যের সমন্বয়ে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়। কর্তৃপক্ষ গঠন হওয়ার পর অর্থাৎ ২৭ জানুয়ারি ২০১১ সালে চেয়ারম্যান এবং দু' জন সদস্যের যোগদানের মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে চেয়ারম্যান এবং তিনজন সদস্য, তিন জন নির্বাহী পরিচালক, পাঁচ জন পরিচালক এবং ৬৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ পরিচালিত হচ্ছে।

জাতীয় বীমা নীতি, ২০১৪

বীমা শিল্পের উন্নতি ও অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার নিমিত্ত সরকার ১১ জুন ২০১৪ ইং তারিখে প্রকাশিত একটি গেজেট মাধ্যমে জাতীয় বীমা নীতি, ২০১৪ প্রণয়ন করে। জাতীয় বীমা নীতিমালায় নির্দেশিত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের বিষয়ে কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ গঠন হওয়ার পর থেকে জুন ২০১৮ পর্যন্ত নিম্ন বর্ণিত বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে :

কর্তৃপক্ষের সভা

কর্তৃপক্ষ গঠন হওয়ার পর থেকে জুন ২০১৮ পর্যন্ত ১০৬টি কর্তৃপক্ষের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভাসমূহ থেকে জুন ২০১৮ পর্যন্ত নীতি নির্ধারণী পর্যায়সহ ১০১২টি বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে যার শতকরা সাতানব্বই ভাগ বাস্তবায়ন করা হয়।

বীমা কোম্পানির নিবন্ধন সনদ

বীমা ব্যবসা পরিচালনার জন্য নিবন্ধিকৃত ৩১ টি লাইফ এবং ৪৫ টি নন-লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি রয়েছে। ২০১৮ সালে কর্তৃপক্ষ থেকে নতুন কোন বীমা কোম্পানির নিবন্ধন সনদ ইস্যু করা হয়নি। কিন্তু ২০১৮ সালের পূর্বে ১৪টি লাইফ এবং ২টি নন-লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির নিবন্ধন সনদ ইস্যু করা হয়েছে। নিবন্ধনকৃত বীমা কোম্পানিসমূহের তালিকাসহ পরিশোধিত মূলধনের পাবলিক অংশের শেয়ার বিক্রয়ের জন্য ক্যাপিটাল মার্কেটে তালিকাভুক্ত হওয়ার তথ্য সংযুক্তি ১ এবং সংযুক্তি ২ তে বিস্তারিত রয়েছে। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বীমা কোম্পানির নিবন্ধন সনদ নবায়নের পূর্বে নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী এবং ত্রৈমাসিক রিটার্ণ বিশ্লেষণ করে কোম্পানির অবস্থা নিরূপন করা হয়। ২০১৭ সালে কর্তৃপক্ষ বীমা কোম্পানির নিবন্ধন সনদ নবায়ন ফি বাবদ ৩৪০.৮৯ মিলিয়ন টাকা গ্রহণ করেছে (সারণি ৫০)।

সারণি-৫০

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংগৃহীত বীমা নিবন্ধন সনদ ইস্যু এবং নবায়ন ফি (২০১০-১১ থেকে ২০১৭-১৮) [মিলিয়ন টাকায়]

বৎসর	লাইফ	নন-লাইফ	মোট ফিস
২০১০-১১	০	০.৪২	০.৪২
২০১১-১২	১৯২.৯১	৫২.২৮	২৪৫.১৯
২০১২-১৩	২৪৭.৪৬	৭৭.৮২	৩২৫.২৮
২০১৩-১৪	২১৮.৭৭	৬৮.২৪	২৮৭.০১
২০১৪-১৫	২১৯.২৩	৭৫.৫০	২৯৪.৭৩
২০১৫-১৬	২৩৪.১৫	৭৮.০৮	৩১২.২৩
২০১৬-১৭	২৪২.২৬	৮৬.৬০	৩২৮.৮৬
২০১৭-১৮	২৩০.২৩	১১০.২৬	৩৪০.৪৯ (অনিরীক্ষিত)

বীমা জরিপকারী

বর্তমানে বাংলাদেশে মোট ১৩৭টি লাইসেন্সধারী বীমা জরিপকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে, এর মধ্যে ৯৩টি ঢাকা বিভাগে, ৪১টি চট্রগ্রাম বিভাগে এবং ৩টি খুলনা বিভাগে রয়েছে । বর্তমানে বাংলাদেশে বীমা জরিপকারী প্রতিষ্ঠান ছয় শ্রেণি যেমন- (১) অগ্নি (২) মোটর (৩) নৌ-কার্গো (৪) নৌ-হাল (৫) এভিয়েশন (৬) ইঞ্জিনিয়ারিং; মেশেনারী ইরেকশান ও ব্রেক ডাউন এবং (৭) বিবিধ জরিপ কাজ পরিচালনা করছে । ২০১৮ সালে প্রণয়নকৃত বিধিমালায় তাদের করণীয় কাজ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। কর্তৃপক্ষ ২০১৭ সালে মোট ১৩৮ টি জরিপকারী প্রতিষ্ঠান থেকে লাইসেন্স নবায়ন ফি বাবদ ০.৫৫ মিলিয়ন টাকা সংগ্রহ করেছে (সারণি-৫১) ।

সারণি-৫১

জরিপকারী প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স নবায়ন ফি (২০০৯-২০১৭)

বৎসর	মিলিয়ন টাকায়
২০১০-১১	০.২০
২০১১-১২	০.৫৯
২০১২-১৩	০.৫৪
২০১৩-১৪	০.৫৬
২০১৪-১৫	০.৫৪
২০১৫-১৬	০.৫৪
২০১৬-১৭	০.৫২
২০১৭-১৮	০.৫৫ (অনিরীক্ষিত)

এজেন্ট লাইসেন্স প্রদান

কর্তৃপক্ষ নিয়মিত বীমা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনের ভিত্তিতে এজেন্ট লাইসেন্স ইস্যু করে। বীমা শিল্পে ২০১৭ সালের শেষ দিকে ৩২টি লাইফ ইন্স্যুরেন্স প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ৩৮১৮৩৯ জন এবং ৪৫ টি নন-লাইফ ইন্স্যুরেন্স প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ২৫৮১ জন এজেন্ট নিযুক্ত করা হয়। কর্তৃপক্ষ ২০১৭ সালে এজেন্ট লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন ফি বাবদ ৭.৫২ মিলিয়ন টাকা (সারণি-৫২) গ্রহণ করেছে।

সারণি ৫২

২০০৯- ২০১৭ সাল পর্যন্ত এজেন্ট লাইসেন্স ইস্যু এবং নবায়ন ফি (মিলিয়ন টাকায়)

বৎসর	এজেন্ট ফি (লাইফ)	এজেন্ট ফি (নন-লাইফ)	মোট এজেন্ট ফি
২০১০-১১	৪.৩১	০.২৫	৪.৫৬
২০১১-১২	১৯.৬৭	১.৯৮	২১.৬৫
২০১২-১৩	১১.০৩	২.২৬	১৩.২৬
২০১৩-১৪	১৭.৮৯	০.৪৫	১৮.৪৩
২০১৪-১৫	২৩.১৬	০.৪৪	২৩.৬০
২০১৫-১৬	১০.১৩	০.৫২	১০.৬৫
২০১৬-১৭	৮.৫৪	০.৪১	৮.৯৫
২০১৭-১৮	৭.১৬	০.৩৬	৭.৫২ (অনিরীক্ষিত)

বীমা আইন ২০১০ এর ধারা ৫৮(১) এর বিধান মোতাবেক 'কোন ব্যক্তি বাংলাদেশে বীমা ব্যবসা অর্জন বা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বীমা এজেন্ট বা এজেন্ট নিয়োগকারী বা ব্রোকার ব্যতীত অন্য কাহাকেও কমিশন বা অন্য কোন নামে কোন পারিশ্রমিক বা পারিতোষিক পরিশোধ করিবে না বা প্রদান করার জন্য কোন চুক্তি করিবে না।' বীমা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিশোধকৃত কমিশন বিষয়টি কর্তৃপক্ষকে সর্বদা উদ্বিগ্ন করে এবং এর মধ্যে অতিরিক্ত কমিশন প্রদান রোধকল্পে কর্তৃপক্ষ থেকে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

লাইফ বীমা পরিকল্পের অনুমোদন

বীমা আইন, ২০১০ এর ধারা ১৬ এর বিধান মোতাবেক ২০১৩ সাল থেকে ২০১৮ সাল সময়কালের মধ্যে বেশ সংখ্যক বিভিন্ন প্রকৃতির লাইফ বীমা পরিকল্প কর্তৃপক্ষ থেকে অনুমোদন করা হয়েছে। অনুমোদনকৃত বীমা পরিকল্প, যেমন- ক্ষুদ্র বীমা, সঞ্চয়ী বীমা, পেনশন বীমা, রাইডার হিসাবে দুর্ঘটনা জনিত মৃত্যু (এডিএবি) এবং স্থায়ী অক্ষমতা (পিডিএবি) এবং স্বাস্থ্য সেবা, মেয়াদী বীমা, শিশু সুরক্ষা বীমা, হজ্ব বীমা, দেনমোহর বীমা, এডুকেশন এক্সপেন্স এ্যাস্যুরেন্স প্ল্যান, মর্টগেজ এ্যাস্যুরেন্স প্ল্যান, ফ্যামিলি প্রটেকশন প্ল্যান এবং এসএমই লোন প্রটেকশন প্ল্যান (সংযুক্তি **৩**) রয়েছে।

একই সময়ে বিদেশে বিশেষত মধ্য প্রাচ্যে কর্মরত প্রবাসী বাংলাদেশী কর্মীদের জন্য বীমার সুবিধার আওতায় আনার লক্ষ্যে একটি খসড়া নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। পরবর্তীকালে এই বীমা নীতিমালাটি বিবেচনার জন্য প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। জীবন বীমা কর্পোরেশনের মাধ্যমে প্রবাসী কর্মীদের এই বীমা সেবা প্রদান করা হবে।

সেন্ট্রাল রেটিং কমিটি (সিআরসি) কর্তৃক নন-লাইফ বীমা পণ্যের অনুমোদন

বীমা আইন, ২০১০ এর বিধান মোতাবেক কর্তৃপক্ষের একটি সেন্ট্রাল রেটিং কমিটি রয়েছে এবং এ কমিটি নন-লাইফ বীমা ব্যবসার জন্য প্রিমিয়ামের ট্যারিফ রেট নির্ধারণসহ পরিকল্প সুপারিশ প্রদানের বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত। নন-লাইফ বীমাকারী থেকে প্রাপ্ত প্রস্তাবিত বীমা পণ্যের প্রিমিয়াম হার সিআরসি কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশের ভিত্তিতে কর্তৃপক্ষ অনুমোদন দিয়ে থাকে। সম্প্রতি কর্তৃপক্ষ সিআরসি এর সুপারিশের ভিত্তিতে নন-লাইফ বীমা ব্যবসার বিভিন্ন উপ-শ্রেণির ট্যারিফ রেট সংশোধন করেছে এবং এটি প্রকাশের প্রক্রিয়ায় রয়েছে। কর্তৃপক্ষ কার্যক্রম শুরু করার পর থেকে অর্থাৎ ২০১১ সাল থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত সময় সময়ে সিআরসি এর ১৯০টি সভা হয়েছে। উক্ত সভাসমূহের মাধ্যমে নন-লাইফ বীমাকারীর বেশ কিছু সংখ্যক পরিকল্প কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে অনুমোদন করা হয়েছে এবং সংযুক্তি ৪ এ সকল পরিকল্প বর্ণিত রয়েছে।

সমন্বয় সভা

বীমা কোম্পানিসমূহের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তাদের সাথে নিয়মিত প্রতি তিন মাসে সমন্বয় সভা করে কর্তৃপক্ষ থেকে বীমা শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

বিধি ও প্রবিধান প্রণয়ন

বীমা আইন, ২০১০ এবং বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ এর অধীনে ৮টি বিধিমালা এবং ১২টি প্রবিধানমালা প্রণয়নপূর্বক গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে (সংযুক্তি ৫)। অবশিষ্ট বিধি এবং প্রবিধানামালা চূড়ান্তকরণের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। প্রস্তাবিত বিধি এবং প্রবিধানমালা বাস্তবায়নের সাথে সাথে বীমা শিল্পের উল্লেখযোগ্য সংস্কার সম্ভবপর হবে। তদুপরি বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ এবং বীমা আইন, ২০১০ এর সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন নির্ভর করবে এই দু'টি আইনের আওতায় সংশ্লিষ্ট সকল বিধি প্রবিধান প্রণয়নের ওপর। সলভেন্সী মার্জিন, ব্যাংকএ্যাস্যুরেন্স এবং বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত কিছু বিধি প্রবিধান প্রণয়ন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং কর্তৃপক্ষ এসকল বিধি বিধান প্রণয়নে কাজ করছে।

পরিদর্শন

কর্তৃপক্ষ ২০১১ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত বীমা প্রতিষ্ঠানগুলিতে একাধিক অনসাইট পরিদর্শন করেছে। অনসাইট পরিদর্শন পরিচালনার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হল বীমা আইন অনুসারে বীমা প্রতিষ্ঠান বীমা ব্যবসা পরিচালনা করছে কিনা তা যাচাই করা। তাছাড়া, প্রিমিয়াম গ্রহণ ব্যতিরেকে পলিসি আন্ডার রাইটিং করা বা কম প্রিমিয়াম জমা করে পলিসি আন্ডার রাইটিং করা এবং অতিরিক্তি কমিশন প্রদান করা ইত্যাদি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে যাচাই করা হয়।

সারণি-৫৩

২০১১ সাল থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন বীমা কোম্পানিতে পরিদর্শনের সংখ্যা

বৎসর	পরিদর্শনের সংখ্যা
২০১১	৭
২০১২	১৪৩
২০১৩	২০
২০১৪	১৬
২০১৫	৯০
২০১৬	২৪
২০১৭	০
২০১৮	২৬

বীমা আইন এবং কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্ট সার্কুলারে উল্লেখিত বিধি বিধান এবং নির্দেশনা পরিপালনের বিষয় পরীক্ষা করার লক্ষ্যে মূলত বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহে অনসাইট পরিদর্শন পরিচালনা করা হয়। সাম্প্রতিক সময়ে অ্যান্টি মানি লন্ডারিং হল বিশ্বের অন্যতম আলোচিত বিষয় এবং বাংলাদেশও এর বাইরে নয়। বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট কর্তৃক নির্ধারিত বিধিবিধানের মাধ্যমে মানি লন্ডারিং বিরোধী বিধি মেনে চলার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য এন্টি মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়নের বিষয়গুলিও পরিদর্শন সময়কালে যাচাই করা হয়। অনসাইট পরিদর্শনকালে পর্যবেক্ষিত বিষয়গুলি বীমাকারীদেরকে জানিয়ে কর্তৃপক্ষে শুনানির মাধ্যমে বীমা আইনের বিধান মোতাবেক পরিদর্শন দলের প্রতিটি পর্যবেক্ষণ নিষ্পত্তি করা হয়।

জরিমানা আরোপ

বীমা শিল্পকে শৃঙ্খলায় আনয়নের লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষের পরিদর্শন দলকে নিয়মিত বীমা প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয় ও শাখা কার্যালয়সমূহে প্রেরণ করতে হয়। বীমা প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি পরিদর্শন ম্যানুয়াল তৈরি করে কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। পরিদর্শন দলের প্রতিবেদন বিশ্লেষণের ভিত্তিতে অনিয়ম বা আইন লঙ্ঘন বিষয়ে তথ্য পাওয়া গেলে কর্তৃপক্ষ থেকে বীমা কোম্পানির জবাবের জন্য শুনানীর আয়োজন করা হয়। শুনানীর পর অনিয়ম বা আইন লঙ্ঘন প্রমাণিত হলে বীমা আইন, ২০১০ এর বিধান মোতাবেক কর্তৃপক্ষ থেকে বীমা কোম্পানির বিরুদ্ধে জরিমানা আরোপসহ বিভিন্ন নির্দেশনা বা গাইডলাইন প্রদান করা হয় । ২০১১ সাল থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ হতে ৩২৬টি অন-সাইট পরিদর্শন করে এবং ২১.৭৯ মিলিয়ন টাকা জরিমানা আরোপ করে (সারণি ৫৪)।

সারণি ৫৪

২০১০-১১ থেকে ২০১৭-১৮ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপিত জরিমানা [মিলিয়ন টাকায়]

বছর	লাইফ	নন-লাইফ	মোট জরিমানা
২০১০-১১	০.১০	১.৫৭	১.৬৭
২০১১-১২	৯.৪৮	১৩.৮৭	২৩.৩৫
২০১২-১৩	২.৮৮	৮.৬৫	১১.৫৩
২০১৩-১৪	৩.৭৩	৪.০৫	৭.৭৮
২০১৪-১৫	৩.৩৬	১১.০৮	১৪.৪৪
২০১৫-১৬	৪.০৩	৪৫.২৫	৪৯.২৮
২০১৬-১৭	৩.৬৩	৩৩.৯৯	৩৭.৬২
২০১৭-১৮	২.৪২	১৯.৩৭	২.৭৯ (অনিরীক্ষিত)

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ

- যথাযথ প্রশিক্ষণ ব্যতিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এজেন্ট লাইসেন্স ইস্যু করা হবে না মর্মে একটি সার্কুলারের মাধ্যমে নির্দেশনা প্রদান করা হয়;
- বীমা সম্পর্কে জন সাধারণের ইতিবাচক ধারণা এবং বীমা শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ দেশব্যাপি ব্যাপক প্রচারণার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। প্রচারণার অংশ হিসাবে সকল স্টেকহোল্ডারদেরকে নিয়ে বিভিন্ন সভা ও ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়;
- বীমাখাতের ভাবমূর্তি বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে বীমা কোম্পানি কর্তৃক বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে বীমা দাবির অর্থ বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়;
- কর্তৃপক্ষ সকল স্টেক হোল্ডারদের সুবিধার্থে অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উপাত্তসহ একটি ডাইন্যামিক ওয়েবসাইট তৈরী করেছে। উক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনের মাধ্যমে অভিযোগ প্রদানের সুবিধা রয়েছে।
- বীমা গ্রাহক, শেয়ার হোল্ডার বা অন্যান্য স্টেকহোল্ডার বা সংশ্লিষ্ট কোন পক্ষ থেকে কোন অভিযোগ গ্রহণের দুই দিনের মধ্যে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়;
- বীমা কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ, নিরীক্ষা কমিটি, দাবি কমিটি, নির্বাহী কমিটি ইত্যাদি সভার কার্যবিবরণীসহ প্রতিবেদন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়;
- ভূমি, ভবন, ফ্ল্যাট ও অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তি ক্রয়/ বিক্রয়/হস্তান্তর/লিজ/অনুদান সম্পর্কিত তথ্য ও দলিলাদি কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করে পূর্ব অনুমোদন গ্রহণের জন্য বীমা কোম্পানিসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়;
- বীমা কোম্পানি সমূহকে ৫০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা) এর উর্ধ্বে লেনদেন ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। উন্নত বিশ্বের সাথে সামঞ্জস্য রেখে গতানুগতিক বীমা পণ্যের সাথে উদ্ভাবনী বীমা পণ্য চালু করার জন্য বীমা কোম্পানি সমূহকে উৎসাহ প্রদান করা হয় ;
- নাগরিক সুবিধা প্রদানের জন্য সিটিজেন চার্টার তৈরী করে কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়;
- কর্তৃপক্ষ থেকে চার্টার্ড একাউন্টেন্টস প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বীমা কোম্পানির হিসাবসহ বিভিন্ন কার্যক্রম বিশেষ নিরীক্ষার জন্য টার্ম অব রেফারেন্স তৈরীপূর্বক নিরীক্ষক নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়;

নন-লাইফ বীমার ক্ষেত্রে গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপসমূহ

- টেরিফ রেইট লংঘন বন্ধ করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়;
- বাকীতে ব্যবসা বন্ধ করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়;
- পরিচালকদের নিজস্ব কোম্পানিতে ব্যবসা সীমিত করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়;
- পরিচালকদের যুগপৎ অন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানে পরিচালক না থাকার নির্দেশনা প্রদান করা হয়;
- জরিপকারীদের মাশুল ও অন্যান্য খরচাদি পুনঃনির্ধারণ করা হয়;
- পুনঃবীমা সম্পর্কিত তথ্যাদি কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলের নির্দেশনা প্রদান;
- বীমা ব্যবসা সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক বিবরণী কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলের নির্দেশনা প্রদান করা হয়;
- বীমা এজেন্ট ব্যতীত অন্য কাউকে প্রিমিয়ামের ওপর শতকরা হারে পারিশ্রমিক বা পারিতোষিক প্রদান না করার নির্দেশনা দেয়া হয় এবং
- নন-লাইফ বীমাকারীর এজেন্টদের জন্য কমিশন হারের সীমা অনধিক ১৫% নির্ধারণ করে দেয়া হয়, তা কঠোরভাবে পরিপালনের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়;

লাইফ বীমার ক্ষেত্রে গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপসমূহ

- কর্তৃপক্ষ লাইফ বীমা কোম্পানিসমূহের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা ব্যয় হ্রাস করার জন্য মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তাসহ পরিচালনা পর্ষদের সাথে একাধিক সভার আয়োজন করে বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান করা হয়;
- কমিশনভিত্তিক জনবলের স্তর পুনর্গঠনের নির্দেশনা প্রদান;
- লাইফ বীমাকারীর সম্পদের বিনিয়োগের সঠিকতা নিশ্চিত করার জন্য ত্রৈমাসিক সম্পদ বিবরণী কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলের নির্দেশনা প্রদান করা হয়;
- লাইফ বীমাকারীদের একচ্যুয়ারিদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য প্রতিটি কোম্পানিতে একচ্যুয়ারিয়াল বিভাগ প্রতিষ্ঠার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়

ইনোভেশন টিম

কর্তৃপক্ষের 'ইনোভেশন টিম' গঠিত হয়েছে। ইনোভিশন টিম বীমা ব্যবসার বিকাশ এবং অনিয়ম প্রতিরোধের জন্য নিয়মিত নতুন উদ্ভাবনী ধারণা নিয়ে কাজ করছে । পাবলিক সার্ভিসেস সম্পর্কে প্রশিক্ষণ পাওয়ার পরে প্রশাসনিক দক্ষতা অনেক উন্নত হয়েছে যার ফলে কর্তৃপক্ষের পরিসেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি হয়েছে। সেই প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে ২০১৭ সালের কর্তৃপক্ষের বার্ষিক উদ্ভাবনী পরিকল্পনা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগে প্রেরণ করা হয় যা উদ্ভাবনের কার্যক্রম সরকারের শীর্ষস্থানীয় সংস্থা থেকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয়। তদুপরি, উদ্ভাবনী কার্যক্রমে জড়িত বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাগনকে 'এ টু আই' দ্বারা বেশ কয়েকবার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। কর্তৃপক্ষের উদ্ভাবনী দল নিরলসভাবে বিভিন্ন উদ্ভাবনী ধারণা প্রবর্তন করে, যেমন- বীমা নম্বরযুক্ত গাড়ির সাথে যোগাযোগের নম্বরসহ বীমাকারীর নাম উল্লেখ করে একটি স্টিকার লাগানো, যাতে দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে কোন ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি সহজেই এবং দ্রুততম উপায়ে বীমাকারীর নিকট দাবি উত্থাপন করতে পারে।

বাংলাদেশ বীমা খাত উন্নয়ন প্রকল্প

বিশ্ব ব্যাংকের ৫১৩.৫০ কোটি এবং বাংলাদেশ সরকারের ১১৮.৫০ কোটি মোট ৬৩২.০০ কোটি টাকার অর্থায়নে 'বীমা খাত উন্নয়ন প্রকল্প' এর মাধ্যমে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, জীবন বীমা কর্পোরেশন এবং বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স একাডেমীকে শক্তিশালী করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এই প্রকল্পের সময়কাল পাঁচ বছর। ইতোমধ্যে সরকার বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের একজন যুগ্মসচিবকে সরকার প্রকল্প পরিচালক পদে এবং একজন উপসচিবকে উপপ্রকল্প পরিচালক পদে নিয়োগ দিয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য প্রকিউরমেন্ট ও অন্যান্য কনসালটেন্টদের নিয়োগ প্রদান করা হয়।

বীমা মেলার আয়োজন

বীমা সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বীমার বার্তা সকলের নিকট পৌছানোর লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ২০১৬ সালে দেশে প্রথমবারের মতো বীমা মেলার আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশন এবং বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স ফোরামের সহযোগিতায় ঢাকায় ২০১৬ সালে, সিলেটে ২০১৭ সালে এবং চট্রগ্রামে ২০১৮ সালে বীমা মেলার আয়োজন করা হয় এবং প্রায় সকল

বীমা প্রতিষ্ঠান মেলায় অংশ গ্রহণ করে। এই বীমা মেলার মূল লক্ষ্য ছিল সাধারণ মানুষকে সচেতন করা, বীমা দাবি নিষ্পত্তির তথ্য, বীমা দাবির অর্থ পরিশোধ, বিভিন্ন বীমা পণ্যের প্রচার ও বিক্রয়, বীমা শিল্পের কর্মক্ষেত্রের উন্নতি, কর্মসংস্থান সম্পর্কিত তথ্য এবং বীমা বেনিফিট সম্পর্কিত তথ্য প্রদান করা। বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে ২০১৩ সালে প্রথম সার্ক ইন্স্যুরেন্স সামিট অনুষ্ঠিত হয় ।

ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ফেয়ার

বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার আয়োজিত ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ফেয়ারে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সাথে অংশগ্রহণ করে। কর্তৃপক্ষ ডিজিটাল পরিসেবা সম্পর্কিত সেমিনারে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। মেলায় সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য সরকার কর্তৃক প্রশংসিত হয় এবং পুরস্কার লাভ করে।

জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের উন্নয়ন মেলা

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা অনুসারে কর্তৃপক্ষ বীমা কোম্পানিসমূহকে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত উন্নয়ন মেলায় অংশগ্রহণ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এ ধরণের মেলায় বীমা কোম্পানিসমূহ জনসাধারণের কাছে যাওয়ার প্রচুর সুযোগ পায়। এটি বীমাখাতের বিকাশে স্বল্পমেয়াদী লক্ষ্য ছাড়াও দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ফেলে।

অর্থ পাচার রোধে পদক্ষেপ

অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন রোধে বাংলাদেশ ব্যাংক গঠিত বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিলিজেন্স ইউনিটকে (বিএফআইইউ) একটি নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করে। অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন রোধে কর্তৃপক্ষ হতে বীমা কোম্পানিসমূহকে বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এই প্রসঙ্গে, আগস্ট ২০১৭ এবং সেপ্টেম্বর ২০১৮ এ কক্সবাজারে চিফ অ্যান্টি মানি লন্ডারিং কমপ্লায়েন্স অফিসার (ক্যামলকো) এর সম্মেলন করা হয়। সকল বীমা কোম্পানি ও কর্পোরেশনসমূহ সকল ক্যামলকোকে অর্থ পাচার এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন রোধ করার নির্দেশনা দেয়া হয়। জাতীয় বীমা নীতি, ২০১৪ এর কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিলিজেন্স সেল (এফআইসি) গঠন করে। বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহের গ্রাহকদের জন্য Know Your Customer (KYC) ফর্মসমূহ প্রবর্তন করার নির্দেশ প্রদান করা হয় এবং একই সাথে কর্তৃপক্ষ বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা পরিপালনের বিষয়টি খুব সক্রিয়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। এফআইসি কর্তৃপক্ষ এখন বিএফআইইউ এর সাথে একত্রিতভাবে কাজ করছে এবং বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহকে অর্থ পাচার এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন রোধে বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান করেছে ।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন

বীমা শিল্পে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের জন্য কর্তৃপক্ষ থেকে একটি কমিটি গঠন করা হয়। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে লাইফ এবং নন-লাইফ বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তাদের নিয়ে ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে কর্তৃপক্ষে একটি সভা করা হয় । জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের অগ্রগতি সরকার প্রদত্ত আদেশ অনুযায়ী মূল্যায়ন করা হয় এবং এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষ থেকে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

সর্বস্তরে বাংলা ভাষা পরিচালনা

কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩ এবং বাংলা ভাষা সার্কুলেশন আইন, ১৯৮৭ এর ৩ ধারা অনুযায়ী রিট পিটিশন নং ১৬৯৬ / ২০১৪ এর আদেশ কার্যকর করার জন্য কাজ করছে। দেশের বাইরে যোগাযোগ ব্যতিত বাংলা ভাষা ব্যবহার করে কর্তৃপক্ষের সমস্ত কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ ছাড়াও কর্তৃপক্ষ বাংলা ব্যবহার করে সব ধরণের যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে। জনগণের সুবিধার্থে সকল বীমা কোম্পানি এবং কর্পোরেশনসমূহকে প্রস্তাব পত্র ও পলিসি ডকুমেন্ট বাংলায় এবং একই সাথে বাংলার পাশাপাশি ২য় ভাষা হিসেবে ইংরেজি ব্যবহার করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়।

আইএআইএস এবং আফি এর সদস্যপদ গ্রহণ

যুগপোযোগী ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পদ্ধতিসমূহের ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের বীমা খাতের তদারকি ও উন্নয়নের যাত্রাকে গতিশীল করার লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ আইএআইএস এবং আফি এর সদস্য হয়েছে।

তৃতীয় পুঁজিবাজার উন্নয়ন কর্মসূচীর রূপরেখা প্রণয়ন

তৃতীয় পুঁজিবাজার উন্নয়ন কর্মসূচীর (সিডিএমপি ৩) রূপরেখা প্রণয়নে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক কর্তৃক নিয়োজিত দ্যা এরিস গ্রুপ এবং ক্যাপিটাল গ্রুপ এর দু'জন প্রতিনিধির অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে বিধি-প্রবিধান প্রণয়ন করা হয়েছে।

ইউনিফাইড মেসেজিং প্লাটফরম (ইউএমপি)

বীমা খাতে ডিজিটাইজেশনের আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে ইউনিফাইড মেসেজিং প্লাটফরম (ইউএমপি) নামক একটি State-of-the-art টেকনোলজি সমৃদ্ধ একটি প্লাটফরম বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের অফিসে স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। উক্ত প্লাটফরমের মাধ্যমে প্রিমিয়াম সংগ্রহ সংক্রান্ত সকল কর্মকান্ড পরিবীক্ষণ করতে কর্তৃপক্ষ সক্ষম হবে।

সেমিনার

কর্তৃপক্ষ ২০১৭ এবং ২০১৮ সালে বীমা বিষয়ে বেশ কয়েকটি সেমিনারের আয়োজন করে। বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ এবং কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ডিজিটাল পদ্ধতিতে বীমা ব্যবসা, কৃষি বীমা, মেডিকেল বীমা, গবাদি পশু বীমা, ডিজিটাল মোটর বীমাসহ বিভিন্ন বিষয়ের ওপর সেমিনার করা হয়। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সলভেন্সি মার্জিন এবং আন্ডার রাইটিং সম্পর্কিত কয়েকটি আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই সেমিনারে স্থানীয় বীমা ব্যক্তিত্বসহ আন্তর্জাতিক বীমা পেশাদাররা উপস্থিত ছিলেন এবং বীমাকারীর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং প্রধান আর্থিক কর্মকর্তাগণও এই সেমিনারে অংশ নিয়েছিলেন।

বীমা দাবি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত সভা

কর্তৃপক্ষ ২০১৮ সালে ১৭ টি লাইফ বীমা দাবি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত সভা করে ২১,০০০টি বীমা দাবি নিষ্পত্তি করে এবং ৫০ টি নন-লাইফ বীমা দাবির নিষ্পত্তি সংক্রান্ত সভা করে ৩৫ টি বীমা দাবি নিষ্পত্তি করে । কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বীমা আইন, ২০১০ এর ধারা ৭৩ এবং বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটি) প্রবিধানামালা, ২০১২' এর বিধান অনুসারে কর্তৃপক্ষের একজন প্রতিনিধিসহ পাঁচ সদস্যের সমন্বয়ে একটি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটি গঠন করা হয়। এই বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটি ৯২টি সভা করে ৩০টি অভিযোগের মধ্যে ২৭টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করে। বীমা আইনের প্রত্যক্ষ নির্দেশনার পাশাপাশি বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে বীমা সম্পর্কে জনগণের ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশব্যাপি সরাসরি জনসম্মুখে বীমা গ্রাহকের চেক হস্তান্তরের জন্য কর্তৃপক্ষ থেকে অন্য একটি নির্দেশনাও জারি করা হয়।

আর্থিক স্থিতিশীলতার প্রতিবেদন

বীমাকারী থেকে প্রদত্ত আর্থিক স্থিতিশীলতার প্রতিবেদন সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহপূর্বক কর্তৃপক্ষ বীমাকারীর প্রতিবেদন বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট প্রেরণ করা হয়। এই সকল প্রতিবেদনে বীমা প্রতিষ্ঠানের প্রিমিয়াম আয়, সম্পদের পরিমাণ, বিনিয়োগের পরিমাণ, স্থায়ী আমানতের পরিমাণসহ বিভিন্ন আর্থিক তথ্য সন্নিবেশিত থাকে।

আর্থিক তথ্য সংগ্রহ

বীমা শিল্পের দক্ষতা বিশ্লেষণের জন্য কর্তৃপক্ষ বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে ২০০৯ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত বীমা শিল্পের তথ্য এবং পরিসংখ্যান সংগ্রহ করে। এতে মোট সম্পদ, বীমা ব্যবসায়ের বিভিন্ন শ্রেণির গ্রস প্রিমিয়াম, কমপ্রিহেনসিভ ইনকাম, বীমা কোম্পানিসমূহের আর্থিক অবস্থা, বিভিন্ন রেশিও যেমন- রিটেনশন রেশিও, ক্লেইম রেশিও, কম্বাইন্ড রেশিও, ব্যবস্থাপনা ব্যয় রেশিও এবং ইল্ড অব লাইফ ফান্ড রেশিও ইত্যাদি রয়েছে।

মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা নিয়োগ এবং শাখা খোলা

বীমা আইন, ২০১০ এর ৮০ ধারা এবং বীমা কোম্পানি (মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা নিয়োগ ও অপসারণ) প্রবিধানমালা, ২০১২ এর বিধান মোতাবেক কর্তৃপক্ষ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে বীমা কোম্পানির মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্ত হিসেবে নিয়োগ অনুমোদন প্রদান করে। ২০১৮ সালে লাইফ বীমায় ২৩ জন এবং নন-লাইফ বীমায় ৪৩ জন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োগ অনুমোদনপ্রাপ্ত মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা বিভিন্ন বীমা কোম্পানিতে কর্মরত রয়েছে।

বীমা আইন, ২০১০ এর ধারা ১৪ এর বিধান, বীমাকারীর শাখা ও কার্যালয় স্থাপন (লাইসেন্স প্রাপ্তির আবেদন) প্রবিধানমালা, ২০১২ এবং বীমাকারীর শাখা ও কার্যালয় স্থাপনের জন্য লাইসেন্স ফি বিধিমালা, ২০১২ এর বিধান মোতাবেক কর্তৃপক্ষ থেকে বীমা কোম্পানিসমূহের শাখা ও কার্যালয় স্থাপনের অনুমোদন প্রদান করা হয়। ২০১৪ সাল থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত ৯৮টি লাইফ এবং ২০১২ সাল থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত ৩৩২টি নন-লাইফ বীমার শাখা ও কার্যালয়ের অনুমোদন কর্তৃপক্ষ থেকে দেয়া হয়।

কর্তৃপক্ষের আয় এবং ব্যয়

বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ এর ১৬ ধারায় উল্লেখিত বিধান মোতাবেক সংগৃহীত আয় যেমন-নিবন্ধন নবায়ন ফি, এজেন্ট লাইসেন্স ফি, আরোপিত জরিমানা ইত্যাদি থেকে কর্তৃপক্ষের অফিস ভাড়া. বেতন ভাতাদি, অনুষ্ঠান ব্যবস্থাপনা, গাড়ীর জ্বালানী এবং রক্ষণাবেক্ষণ, স্টেশনারীসহ অন্যান্য ব্যয় করা হয়। সরকারের নিকট থেকে ৮০ লক্ষ টাকা অনুদান নিয়ে কর্তৃপক্ষ কার্যক্রম শুরু করে। বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের আয় থেকে ১২৮ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে। কর্তৃপক্ষের ৮ বছরের আয় ও ব্যয়ের হিসাব সারণি-৫৫ এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি-৫৫

কর্তৃপক্ষের আয়-ব্যয় বিবরণী (২০১০-১১ থেকে ২০১৭-১৮)

অর্থ বছর	আয়	টাকার পরিমাণ	ব্যয়	টাকার পরিমাণ
২০১০-১১	সরকারী অনুদান	৮০,০০,০০০	ব্যয়	৩৩,৫৭,১৪৩
	ফি থেকে আয়	৭১,৫৭,০৫৪		
			ব্যয় অতিরিক্ত আয়	১,১৭,৯৯,৯১১
	মোট	১,৫১,৫৭,০৫৪	মোট	১,৫১,৫৭,০৫৪
২০১১-১২	ফি ও অন্যান্য থেকে থেকে আয়	২৯,১৭,৮৪,৩৭৯	ব্যয়	২,৩৪,৩৮,৪৬৪
	স্থায়ী আমানত এবং ব্যাংক হিসাব থেকে সুদ	১,৬৭,১৬,৮৯৬		
	অন্যান্য আয়	৩৬,৬৫০	ব্যয় অতিরিক্ত আয়	২৮,৫০,৯৯,৪৬১
	মোট	৩০,৮৫,৩৭,৯২৫	মোট	৩০,৮৫,৩৭,৯২৫
২০১২-১৩	ফি থেকে আয়	৩৫,২৭,৩৩,০২৬	ব্যয়	৩,৮৬,২৮,০৭৮
	স্থায়ী আমানত এবং ব্যাংক হিসাব থেকে সুদ	৪,৮৭,০০,০৯৯		
	অন্যান্য আয়	২,৭৮,৯১৭	ব্যয় অতিরিক্ত আয়	৩৬,৩০,৮৩,৯৬৪
	মোট	৪০,১৭,১২,০৪২	মোট	৪০,১৭,১২,০৪২
২০১৩-১৪	ফি থেকে আয়	৩১,৯৪,৪৪,০৬০	ব্যয়	৭,৬৬,৩৫,৯৬৭
	স্থায়ী আমানত এবং ব্যাংক হিসাব থেকে সুদ	৬,৮১,০১,২৯৩		
	অন্যান্য আয়	৯৮,০৮৬	ব্যয় অতিরিক্ত আয়	৩১,১০,০৭,৪৭১
	মোট	৩৮,৭৬,৪৩,৪৩৯	মোট	৩৮,৭৬,৪৩,৪৩৯
২০১৪-১৫	ফি ও অন্যান্য থেকে থেকে আয়	৩৩,৭১,২৭,৮৫৫	ব্যয়	৯,৯০,৯৭,০৬৭
	স্থায়ী আমানত এবং ব্যাংক হিসাব থেকে সুদ	৭,৩৮,৩৩,৮৩৩		
	অন্যান্য আয়	৭,৩৭,৩৪৬	ব্যয় অতিরিক্ত আয়	৩১,২৬,০১,৯৬৭
	মোট	৪১,১৬,৯৯,০৩৪	মোট	৪১,১৬,৯৯,০৩৪
২০১৫-১৬	ফি থেকে আয়	৩৭,৫৮,৫৬,৩২৮	ব্যয়	৭,৯৬,২৫,৬৪৪
	স্থায়ী আমানত এবং ব্যাংক হিসাব থেকে সুদ	৭,৮৮,৭০,০৫৬		

অর্থ বছর	আয়	টাকার পরিমাণ	ব্যয়	টাকার পরিমাণ
	অন্যান্য আয়	৩,৬৪,৬২১	ব্যয় অতিরিক্ত আয়	৩৭,৫৪,৬৫,৩৬১
			আয়কর	(৯,৩৮,৬৬,৩৪০)
			ব্যয় অতিরিক্ত আয়	২৮,১৫,৯৯,০২১
	মোট	৪৫,৫০,৯১,০০৫	মোট	৪৫,৫০,৯১,০০৫
২০১৬-১৭	ফি থেকে আয়	৩৭,৭৭,৩৯,৫৩৮	ব্যয়	৮,৯৭,৯৮,৩৩৫
	স্থায়ী আমানত এবং ব্যাংক হিসাব থেকে সুদ	৬,৩১,৯৯,৯৩৭		
	অন্যান্য আয়	২৩,৮৫,২২৮	ব্যয় অতিরিক্ত আয়	৩৫,৩৫,২৬,৩৬৮
			আয়কর	(৮,৮৩,৮১,৫৯২)
			ব্যয় অতিরিক্ত আয়	২৬,৫১,৪৪,৭৭৬
	মোট	৪৪,৩৩,২৪,৭০৩	মোট	৪৪,৩৩,২৪,৭০৩
২০১৭-১৮ (অনিরীক্ষিত)	ফি থেকে আয়	৩৭,২৯,৩৯,২৬৬	ব্যয়	১২,৯১,১৪,৪৭৫
	স্থায়ী আমানত এবং ব্যাংক হিসাব থেকে সুদ	৩,৭৬,০০,০০০		
	অন্যান্য আয়	২৯,৩৫,১৯৯	ব্যয় অতিরিক্ত আয়	২৮,৪৩,৫৯,৯৮৯
			আয়কর	(৭,১০,৮৯,৯৯৭)
			ব্যয় অতিরিক্ত আয়	২১,৩২,৬৯,৯৯২
	মোট	৪১,৩৪,৭৪,৪৬৫	মোট	৪১,৩৪,৭৪,৪৬৫

সংযুক্তি ১

বীমা ব্যবসায় নিবন্ধিত লাইফ বীমাকারীর তালিকা এবং স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্তির বিবরণ

ক্রমিক নং	বীমাকারীর নাম	নিবন্ধন বছর	বীমাকারীর স্ট্যাটাস
১	জেবিসি	১৯৭৩	রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান
২	মেটলাইফ	১৯৭৪	বিদেশী কোম্পানি
৩	ন্যাশনাল	১৯৮৫	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত
৪	ডেল্টা	১৯৮৬	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত
৫	সন্ধানী	১৯৯০	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত
৬	মেঘনা	১৯৯৬	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত
৭	ফারইষ্ট ইসলামী	২০০০	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত
৮	পদ্মা ইসলামী	২০০০	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত
৯	পপুলার	২০০০	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত
১০	প্রগতি	২০০০	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত
১১	প্রাইম ইসলামী	২০০০	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত
১২	প্রগ্রেসিভ	২০০০	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত
১৩	রুপালী	২০০০	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত
১৪	সানলাইফ	২০০০	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত
১৫	বায়রা লাইফ	২০০০	তালিকাভুক্ত নয়
১৬	গোল্ডেন	১৯৯৯	তালিকাভুক্ত নয়
১৭	হোমল্যান্ড	১৯৯৬	তালিকাভুক্ত নয়
১৮	সানফ্লাওয়ার	২০০০	তালিকাভুক্ত নয়
১৯	বেস্ট	২০১৩	তালিকাভুক্ত নয়
২০	চার্টার্ড	২০১৩	তালিকাভুক্ত নয়
২১	এনআরবি গ্লোবাল	২০১৩	তালিকাভুক্ত নয়
২২	প্রটেক্টিভ ইসলামী	২০১৩	তালিকাভুক্ত নয়
২৩	সোনালী লাইফ	২০১৩	তালিকাভুক্ত নয়
২৪	জেনীথ ইসলামী	২০১৩	তালিকাভুক্ত নয়
২৫	আলফা ইসলামী	২০১৪	তালিকাভুক্ত নয়
২৬	ডায়মন্ড	২০১৪	তালিকাভুক্ত নয়
২৭	গার্ডিয়ান	২০১৪	তালিকাভুক্ত নয়
২৮	যমুনা	২০১৪	তালিকাভুক্ত নয়
২৯	মার্কেন্টাইল ইসলামী	২০১৪	তালিকাভুক্ত নয়
৩০	স্বদেশ	২০১৪	তালিকাভুক্ত নয়
৩১	ট্রাস্ট ইসলামী	২০১৪	তালিকাভুক্ত নয়
৩২	এলআইসি(বাংলাদেশ) লিমিটেড.	২০১৬	তালিকাভুক্ত নয়

সংযুক্তি ২

বীমা ব্যবসায় নিবন্ধিত নন-লাইফ বীমাকারীর তালিকা এবং স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্তির বিবরণ

ক্রমিক নং	বীমাকারীর নাম	নিবন্ধন বছর	বীমাকারীর স্ট্যাটাস
১	এসবিসি	১৯৭৩	রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান
২	গ্রীনডেল্টা	১৯৮৫	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত
৩	বিজিআইসি	১৯৮৫	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত
৪	ইউনাইটেড	১৯৮৫	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত
৫	পিপলস	১৯৮৫	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত
৬	ইষ্টার্ণ	১৯৮৬	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত
৭	ইস্টল্যান্ড	১৯৮৬	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত
৮	প্রগতি	১৯৮৬	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত
৯	কর্ণফুলি	১৯৮৬	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত
১০	ফিনিক্স	১৯৮৬	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত
১১	জনতা	১৯৮৬	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত
১২	সেন্ট্রাল	১৯৮৭	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত
১৩	ফেডারেল	১৯৮৭	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত
১৪	রুপালী	১৯৮৮	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত
১৫	রিলায়েন্স	১৯৮৮	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত
১৬	পুরবী	১৯৮৮	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত
১৭	পাইওনিয়ার	১৯৯৬	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত
১৮	সিটি জেনারেল	১৯৯৬	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত
১৯	প্রভাতী	১৯৯৬	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত
২০	প্রাইম	১৯৯৬	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত
২১	বাংলাদেশ ন্যাশনাল	১৯৯৬	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত
২২	মার্কেন্টাইল	১৯৯৬	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত
২৩	নর্দার্ন জেনারেল	১৯৯৬	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত
২৪	ইসলামী ইন্স্যুরেন্স বাংলাদেশ	১৯৯৯	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত
২৫	নিটল	১৯৯৯	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত
২৬	স্ট্যান্ডার্ড	১৯৯৯	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত
২৭	প্যারামাউন্ট	১৯৯৯	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত
২৮	রিপাবলিক	১৯৯৯	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত
২৯	এশিয়া প্যাসিফিক	১৯৯৯	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত
৩০	কন্টিনেন্টাল	২০০০	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত
৩১	এশিয়া	২০০০	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত
৩২	ঢাকা	২০০০	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত
৩৩	সোনার বাংলা	২০০০	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত
৩৪	অগ্রণী	২০০০	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত
৩৫	গ্লোবাল	২০০০	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত
৩৬	তাকাফুল ইসলামী	২০০১	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত
৩৭	বিডি কো-অপারেটিভ	১৯৮৫	প্রযোজ্য নয়
৩৮	ক্রিষ্ট্যাল	১৯৯৯	তালিকাভুক্ত নয়
৩৯	মেঘনা	১৯৯৬	তালিকাভুক্ত নয়
৪০	সাউথ এশিয়া	১৯৯৯	তালিকাভুক্ত নয়
৪১	ইসলামী কমার্শিয়াল	১৯৯৯	তালিকাভুক্ত নয়
৪২	ইউনিয়ন	২০০০	তালিকাভুক্ত নয়
৪৩	দেশ জেনারেল	২০০০	তালিকাভুক্ত নয়
৪৪	এক্সপ্রেস	২০০০	তালিকাভুক্ত নয়
৪৫	সেনাকল্যাণ	২০১৩	তালিকাভুক্ত নয়
৪৬	সিকদার	২০১৩	তালিকাভুক্ত নয়

সংযুক্তি ৩

আইডিআরএ কর্তৃক অনুমোদিত লাইফ বীমা পরিকল্প

ক্রমিক	কোম্পানির নাম	পরিকল্পের নাম	অনুমোদনের তারিখ
১	আলফা ইসলামী	সঞ্চয়ী বীমা (মুনাফাসহ)	১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৪
		চার কিস্তি বীমা (মুনাফাসহ)	১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৪
		শিশু নিরাপত্তা বীমা (মুনাফাসহ)	১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৪
		একক প্রিমিয়াম সঞ্চয়ী বীমা মুনাফাসহ	১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৪
		পেনশন বীমা (মুনাফাসহ)	১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৪
		দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু বীমা (এডিবি), সহযোগী বীমা	১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৪
		স্থায়ী অক্ষমতা ও দূর্ঘটনাজনিত মৃত্যু বীমা (পিএডিবি), সহযোগী বীমা	১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৪
২	বায়রা		
৩	বেস্ট লাইফ		
৪	চার্টার্ড লাইফ	তিন কিস্তি বীমা (মুনাফা সহ)	১১ ডিসেম্বর ২০১৩
		পাঁচ কিস্তি বীমা (মুনাফা সহ)	১১ ডিসেম্বর ২০১৩
		মেয়াদী বীমা (মুনাফা সহ)	১১ ডিসেম্বর ২০১৩
		মেয়াদী বীমা (মুনাফাবিহীন)	১১ ডিসেম্বর ২০১৩
		মানি ব্যাক বীমা	১১ ডিসেম্বর ২০১৩
		এক কিস্তি বীমা (মুনাফাবিহীন)	২৩ ফেব্রুয়ারী ২০১৪
		পেনশন বীমা (মুনাফাবিহীন)	২৩ ফেব্রুয়ারী ২০১৪
		শিশু শিক্ষা বীমা (মুনাফাবিহীন)	২৩ ফেব্রুয়ারী ২০১৪
		শিশু শিক্ষা বীমা (মুনাফা সহ)	২৩ ফেব্রুয়ারী ২০১৪
		মাসিক সঞ্চয়ী বীমা (মুনাফা সহ)	১১ ডিসেম্বর ২০১৩
		হজ্জ বীমা (মুনাফা সহ)	১১ ডিসেম্বর ২০১৩
		দেনমোহর বীমা (মুনাফাসহ)	১১ ডিসেম্বর ২০১৩
		গ্রুপ সাময়িক বীমা (নুনাফা বিহীন)	২৩ ফেব্রুয়ারী ২০১৪
		গ্রুপ মেয়াদী বীমা (নুনাফা সহ)	২৩ ফেব্রুয়ারী ২০১৪
		জনশক্তি রপ্তানি বীমা	১১ ডিসেম্বর ২০১৩
		গ্রুপ স্বাস্থ্য বীমা	২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৬
৫	ডায়মন্ড লাইফ		
৬	ডেল্টা লাইফ	মাসিক সঞ্চয়ী বীমা পরিকল্প (মুনাফাসহ) ক্ষুদ্র বীমা	৭ জানুয়ারি ২০১৫
		ত্রৈমাসিক সঞ্চয়ী বীমা পরিকল্প (মুনাফাসহ) ক্ষুদ্র বীমা	৭ জানুয়ারি ২০১৫
		অর্ধবার্ষিক সঞ্চয়ী বীমা পরিকল্প (মুনাফাসহ)	৭ জানুয়ারি ২০১৫
		বার্ষিক সঞ্চয়ী বীমা পরিকল্প (মুনাফাসহ)	৭ জানুয়ারি ২০১৫
		মেয়াদভিত্তিক আমুলিয়া জীবন বীমা পরিকল্প	৭ জানুয়ারি ২০১৫
৭	ফারইষ্ট ইসলামী	মেয়াদ ভিত্তিক বীমা পরিকল্প (মুনাফাবিহীন)	২২ সেপ্টেম্বর ২০১৪
		মাসিক কিস্তি বীমা পরিকল্প (মুনাফাসহ)	২২ সেপ্টেম্বর ২০১৪
		কিস্তি বীমা পরিকল্প (মুনাফাসহ)	২২ সেপ্টেম্বর ২০১৪
		স্বাস্থ্য গোষ্ঠী বীমা স্কিম	২২ সেপ্টেম্বর ২০১৪
		স্বাস্থ্য সেবা বীমা (ব্যক্তিগত জীবন)	২২ সেপ্টেম্বর ২০১৪

ক্রমিক	কোম্পানির নাম	পরিকল্পের নাম	অনুমোদনের তারিখ
৮	গোল্ডেন লাইফ		
৯	গার্ডিয়ান লাইফ	ক্রেডিট শিল্ড ঋণ বীমা পরিকল্প	২৭ ডিসেম্বর ২০১৮
		সহজ জীবন বীমা	৩১ মে ২০১৮
		সহজ জীবন প্লাস বীমা	৩১ মে ২০১৮
		বিশেষ সহজ বীমা	৩১ মে ২০১৮
		বিশেষ সহজ জীবন প্লাস বীমা	৩১ মে ২০১৮
		মাসিক সঞ্চয়ী ক্ষুদ্র বীমা পরিকল্প (মুনাফাসহ)	৬ আগস্ট ২০১৪
		মাসিক সঞ্চয়ী ক্ষুদ্র বীমা পরিকল্প (মুনাফাবিহীন)	৬ আগস্ট ২০১৪
		চার কিস্তি বীমা	১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৩
		এককালীন মেয়াদী বীমা	১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৩
		পেনশন বীমা	১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৩
		গোষ্ঠী বীমা	১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৩
		গার্ডিয়ান প্রবৃদ্ধি	৬ আগস্ট ২০১৭
		গার্ডিয়ান সমৃদ্ধি	৬ আগস্ট ২০১৭
		এককালীন মেয়াদী বীমা (গার্ডিয়ান সুরক্ষা)	৬ আগস্ট ২০১৭
		গার্ডিয়ান সঞ্চয়	১০ নভেম্বর ২০১৪
		ব্রাক ব্যাংক এসএমই ঋণ নিরাপত্তা বীমা পরিকল্প	১০ নভেম্বর ২০১৪
		পাঁচ কিস্তি মেয়াদি বীমা	২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৩
		তিন কিস্তি মেয়াদি বীমা	২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৩
১০	হোমল্যান্ড লাইফ		
১১	যমুনা লাইফ	এক কিস্তি বীমা পরিকল্প (মুনাফাবিহীন)	২৯ মার্চ ২০১৬
		এস্যুরেন্স কাম পেনশন বীমা পরিকল্প (মুনাফাবিহীন)	২৯ মার্চ ২০১৬
		মেয়াদী গোষ্ঠী বীমা	২৯ মার্চ ২০১৬
		শিশু নিরাপত্তা বীমা পরিকল্প (মুনাফাসহ)	২৯ মার্চ ২০১৬
		মাসিক সঞ্চয়ী বীমা পরিকল্প (মুনাফাসহ)	২০ নভেম্বর ২০১৭
		মাসিক সঞ্চয়ী বীমা পরিকল্প (মুনাফাবিহীন)	২০ নভেম্বর ২০১৭
		মেয়াদী বীমা	২৪ নভেম্বর ২০১৪
		প্রত্যাশিত মেয়াদী বীমা (তিন কিস্তি)	২৪ নভেম্বর ২০১৪
		প্রত্যাশিত মেয়াদী বীমা (পাঁচ কিস্তি)	২৪ নভেম্বর ২০১৪
১২	জীবন বীমা কর্পোরেশন	সামাজিক নিরাপত্তা বীমা (লাভসহ)	৩ জুলাই ২০১১
		প্রমিলা ডিপিএস (লাভসহ)	১৮ ডিসেম্বর ২০১৭
		হজ্জ বীমা স্কীম (লাভসহ)	১৮ ডিসেম্বর ২০১৭
১৩	লাইফ ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ	এলআইসির পেনশন বীমা পরিকল্প (সারাজীবন টাকা ফেরত বীমা)	১৭ ডিসেম্বর ২০১৮
		এলআইসি জীবন রক্ষক	২৭ আগস্ট ২০১৫
		এলআইসি আনন্দ	২৭ আগস্ট ২০১৫
		এলআইসি সিঙ্গেল প্রিমিয়াম এন্ডওমেন্ট প্ল্যান	২৭ আগস্ট ২০১৫
		এলআইসি মানি ব্যাক প্ল্যান	২৭ আগস্ট ২০১৫
		এলআইসির শিক্ষা বীমা (যুবক নাগরিক)	৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮

ক্রমিক	কোম্পানির নাম	পরিকল্পের নাম	অনুমোদনের তারিখ
		এলআইসি এক বছর মেয়াদী নবায়নযোগ্য গোষ্ঠী বীমা	১৭ জানুয়ারি ২০১৭
		এলআইসি এক কিস্তি গোষ্ঠী বীমা পরিকল্প	১৭ জানুয়ারি ২০১৭
		এলআইস গোষ্ঠী বীমা পরিকল্প	১৭ জানুয়ারি ২০১৭
১৪	মেঘনা লাইফ	হজ্জ বীমা পরিকল্প (লাভযুক্ত)	২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৪
		একক বীমা পরিকল্প (লাভবিহীন)	২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৪
		দেনমোহর বীমা পরিকল্প (লাভযুক্ত)	২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৪
১৫	মার্কেন্টাইল ইসলামী	হজ্জ বীমা (লাভযুক্ত)	২৪ মে ২০১৬
		দেনমোহর (বীমা লাভযুক্ত)	২৪ মে ২০১৬
		শিশু নিরাপত্তা বীমা (মুনাফাসহ)	২৪ মে ২০১৬
		এক কিস্তি বীমা পরিকল্প (মুনাফাবিহীন)	২৪ মে ২০১৬
		মেয়াদী গোষ্ঠী বীমা পরিকল্প (প্রতি বছর নবায়নযোগ্য)	২৪ মে ২০১৬
		কিস্তিভিত্তিক গোষ্ঠী বীমা (মুনাফাসহ)	২৪ মে ২০১৬
		মাসিক সঞ্চয়ী বীমা পরিকল্প (মুনাফাসহ)	২৪ মে ২০১৬
		মাসিক সঞ্চয়ী বীমা পরিকল্প (মুনাফাবিহীন)	২৪ মে ২০১৬
		এস্যুরেন্স কাম পেনশন বীমা (মুনাফাবিহীন)	২৪ মে ২০১৬
		সহযোগী মেয়াদী গোষ্ঠী বীমা (মুনাফাবিহীন)	২৪ মে ২০১৬
১৬	মেট লাইফ	প্রিমিয়াম ফেরত যোগ্য মারাত্মক অসুস্থতাজনিত বীমা (সিআই আরঅপি)	১ ডিসেম্বর, ২০১৩
		এক কিস্তি জমা নিরাপত্তা স্কিম (এসডিপিএস)	১ ডিসেম্বর, ২০১৩
		সেবা বীমা পরিকল্প	১ ডিসেম্বর, ২০১৩
১৭	ন্যাশনাল লাইফ	এ্যস্যুরেন্স কাম পেনশন (মুনাফাবিহীন)	৭ ডিসেম্বর, ২০১৫
		মাসিক সঞ্চয়ী ক্ষদ্রবীমা-এম.ডি.এম. এই (লাভযুক্ত)	৭ ডিসেম্বর, ২০১৫
		মাসিক সঞ্চয়ী বীমা-এম.এস.আই (লাভযুক্ত)	১৯ ডিসেম্বর, ২০১৭
		তিন কিস্তি বীমা	৭ ডিসেম্বর, ২০১৫
		চার কিস্তি বীমা	৭ ডিসেম্বর, ২০১৫
১৮	এনআরবি গ্লোবাল লাইফ		
১৯	পদ্মা ইসলামী		
২০	পপুলার লাইফ		
২১	প্রাইম ইসলামী লাইফ	সহযোগী গোষ্ঠী স্বাস্থ্য বীমা স্কিম	৩ জুলাই, ২০১৮
		পারিবারিক নিরাপত্তা বীমা	১৭ নভেম্বর, ২০১৪
		জনতা সঞ্চয়ী বীমা	১৭ নভেম্বর, ২০১৪
২২	প্রগতি লাইফ		
২৩	প্রগ্রেসিভ লাইফ		
২৪	প্রোটেক্টিভ ইসলামী		
২৫	রূপালী লাইফ		
২৬	সন্ধানী লাইফ	কিস্তি বীমা পরিকল্প মুনাফাসহ	৭ মে, ২০১৮
২৭	স্বদেশ লাইফ	এক কালীন প্রিমিয়াম পরিশোধযোগ্য বীমা পরিকল্প (লাভবিহীন)	২৯ অক্টোবর ২০১৪
		দ্বি-বার্ষিক প্রদান পরিকল্প	২৯ অক্টোবর ২০১৪
		প্রত্যাশিত মেয়াদী বীমা (লাভসহ) (তিন কিস্তি)	২৯ অক্টোবর ২০১৪

ক্রমিক	কোম্পানির নাম	পরিকল্পের নাম	অনুমোদনের তারিখ
		প্রত্যাশিত মেয়াদী বীমা (লাভসহ) (চার কিস্তি)	২৯ অক্টোবর ২০১৪
		নিশ্চয়তাসহ পেনশন বীমা পরিকল্প (লাভবিহীন)	২৯ অক্টোবর ২০১৪
		দেনমোহর বীমা (মুনাফাসহ)	২৯ অক্টোবর ২০১৪
		হজ্জ বীমা (লাভযুক্ত)	২৯ অক্টোবর ২০১৪
		মেয়াদান্তে লাভসহ টাকা ফেরত পরিকল্প (নিশ্চিত বোনাসসহ)	২৯ অক্টোবর ২০১৪
		সাধারণ মেয়াদি বীমা পরিকল্প (লাভবিহীন)	২৯ অক্টোবর ২০১৪
		সাধারণ মেয়াদি বীমা পরিকল্প (লাভসহ)	২৯ অক্টোবর ২০১৪
		স্বদেশ মাসিক সঞ্চয় (এমএমএস) (লাভবিহীন)	২৯ অক্টোবর ২০১৪
		স্বদেশ মাসিক সঞ্চয় (এমএমএস) (লাভসহ)	২৯ অক্টোবর ২০১৪
		গ্রুপ বীমা	২৯ অক্টোবর ২০১৪
		শিশুর নিশ্চিত আর্থিক নিরাপত্তা পরিকল্প (লাভসহ)	২ সেপ্টেম্বর ২০১৫
		মাসিক সঞ্চয়ী ক্ষুদ্র বীমা পরিকল্প (লাভসহ)	২ সেপ্টেম্বর ২০১৫
২৮	সোনালী লাইফ	সাধারণ কিস্তি বীমা (মুনাফাসহ)	১ নভেম্বর, ২০১৬
		শিশু নিরাপত্তা বীমা (মুনাফাসহ)	১ নভেম্বর, ২০১৬
		শিক্ষা ব্যয় এ্যসুরেন্স বীমা (মুনাফাসহ)	১ নভেম্বর, ২০১৬
		এক কিস্তি বীমা (মুনাফাসহ)	১ নভেম্বর, ২০১৬
		এ্যসুরেন্স কাম পেনশন বীমা (মুনাফাবিহীন)	১ নভেম্বর, ২০১৬
		দেনমোহর বীমা (মুনাফাসহ)	১ নভেম্বর, ২০১৬
		হজ্জ বীমা (মুনাফাসহ)	১ নভেম্বর, ২০১৬
		মাসিক সঞ্চয়ী বীমা (মুনাফাসহ)	১ নভেম্বর, ২০১৬
		মাসিক সঞ্চয়ী ক্ষুদ্র বীমা (মুনাফাসহ)	১ নভেম্বর, ২০১৬
		বন্ধকী বীমা	১ নভেম্বর, ২০১৬
		গ্রুপ বীমা ও সহযোগী বীমা	১২ জুন ২০১৪
		সাধারণ সঞ্চয়ী বীমা পরিকল্প (লাভবিহীন)	১২ জুন ২০১৪
		মানি ব্যাক টার্ম বীমা পরিকল্প (নিশ্চিত লাভযুক্ত)	৩০ জুলাই ২০১৩
২৯	সানফ্লাওয়ার লাইফ		
৩০	সানলাইফ	গোষ্ঠী বীমা	১০ আগস্ট, ২০১৭
৩১	ট্রাস্ট ইসলামী	শিশু নিরাপত্তা বীমা	১৯ অক্টোবর, ২০১৫
		পেনশন বীমা	১৯ অক্টোবর, ২০১৫
		দেনমোহর বীমা	১৯ অক্টোবর, ২০১৫
		গোষ্ঠী সাময়িক বীমা	১৯ অক্টোবর, ২০১৫
		সহযোগী দূর্ঘটনাজনিত মৃত্যু বীমা	১৯ অক্টোবর, ২০১৫
		স্থায়ী অক্ষমতাজনিত এবং দুর্ঘটনাজনিত সহযোগী বীমা	১৯ অক্টোবর, ২০১৫
		মাসিক সঞ্চয়ী ক্ষুদ্র বীমা	১৯ অক্টোবর, ২০১৫
		মেয়াদি বীমা	১২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪
		প্রত্যাশিত মেয়াদী বীমা (তিন কিস্তি)	১২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪
		প্রত্যাশিত মেয়াদী বীমা (চার কিস্তি)	১২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪
		প্রত্যাশিত মেয়াদী বীমা (পাঁচ কিস্তি)	১২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪
৩২	জেনিথ ইসলামী		

সংযুক্তি ৪

আইডিআরএ কর্তৃক অনুমোদিত নন-লাইফ বীমা পরিকল্প

ক্র নং	পরিকল্পের নাম	সার্কুলার নাম্বার	অনুমোদের তারিখ
১	নিবেদিতা বীমা (শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য)	নন-লাইফ-৩৮/২০১৪	৪ মে ২০১৪
২	বাংলাদেশের তফসিলি ব্যাংকের জন্য অর্থ বীমা পলিসি	নন-লাইফ-৪১/২০১৪	১০ সেপ্টেম্বর ২০১৪
৩	হজ্জ ও ওমরাহ ভ্রমণ বীমা	নন-লাইফ-৪১/২০১৪	১০ সেপ্টেম্বর ২০১৪
৪	প্রাইম হেল্থ বীমা	নন-লাইফ-৪১/২০১৪	১০ সেপ্টেম্বর ২০১৪
৫	জিডি হেল্থ বীমা	নন-লাইফ-৪১/২০১৪	১০ সেপ্টেম্বর ২০১৪
৬	নিরাময় মাইক্রো হেল্থ বীমা	নন-লাইফ-৪২/২০১৫	২৯ জানুয়ারী ২০১৫
৭	বাংলাদেশের উপকূলীয় জাহাজের দায়বদ্ধতা বীমা কভার	১৫০তম সিআরসি সভায় অনুমোদিত	১০ নভেম্বর ২০১৪
৮	প্রবাসী কর্মীদের জন্য পেশা নির্বিশেষে বীমা স্কীম	নন-লাইফ-৪৩/২০১৫	১৫ ফেব্রুয়ারী ২০১৫
৯	গণস্বাস্থ্য বীমা পলিসি	নন-লাইফ-৪৩/২০১৫	১৫ ফেব্রুয়ারী ২০১৫
১০	আবহাওয়া সূচকভিত্তিক ফসল বীমা	নন-লাইফ-৪৩/২০১৫	১৫ ফেব্রুয়ারী ২০১৫
১১	ব্যাংকারস ব্ল্যাংকেট বন্ড, কম্পিউটার অপরাধ এবং পেশাদার ক্ষতিপূরণ নীতি	নন-লাইফ-৪৩/২০১৫	১৫ ফেব্রুয়ারী ২০১৫
১২	রবি গ্রাহকদের জন্য গ্রুপ হাসপাতালে চিকিৎসার পরিকল্প	নন-লাইফ-৪৬/২০১৫	৩০ জুন ২০১৫
১৩	(i) আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি সামগ্রিক অপরাধ বীমা (ii) বৈদ্যুতিক ও কম্পিউটার অপরাধ বীমা পলিসি	নন-লাইফ-৪৬/২০১৫	৩০ জুন ২০১৫
১৪	বন্যার কারণে কনটিঞ্জেন্ট লস অব আর্নিং সংক্রান্ত বীমা	১৫৩তম সিআরসি সভায় অনুমোদিত	১৬ নভেম্বর ২০১৫
১৫	এক্সটেন্ডেট ওয়ারেন্টি বীমা		১৩ জুলাই ২০১৬
১৬	কাসাভার জন্য আবহাওয়া সূচকভিত্তিক বীমার পাইলট প্রকল্প	নন-লাইফ-৪৯/২০১৭	১৭ জানুয়ারী ২০১৭
১৭	এজেন্ট ব্যাংকিং বীমা পলিসি	নন-লাইফ-৫০/২০১৭	৩ এপ্রিল ২০১৭
১৮	নিবেদিতা প্লাস	নন-লাইফ-৫৬/২০১৮	২১ অক্টোবর ২০১৮
১৯	নিবেদিত ইকো	নন-লাইফ-৫৬/২০১৮	২১ অক্টোবর ২০১৮
২০	রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি সনাক্তকরণ (আরএফআইডি) ট্র্যাকিং সিস্টেম ব্যবহার করে গবাদি পশু বীমা পলিসি	নন-লাইফ-৬২/২০১৯	৭ মে ২০১৬

সংযুক্তি ৫

বীমা সংক্রান্ত প্রকাশিত আইন বিধি প্রবিধান

ক্রমিক নং	বীমা সম্পর্কিত আইন, বিধি এবং প্রবিধান	গেজেট আকারে প্রকাশের তারিখ
আইন		
১	বীমা আইন, ২০১০	১৮.০৩.২০১০
	বীমা আইন, ২০১০ (ইংরেজি ভার্সন)	১৪.০৬.২০১৮
২	বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০	১৮.০৩.২০১০
	বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ (ইংরেজি ভার্সন)	০১.১০.২০১৩
বিধিমালা		
১	বীমা ব্যবসা নিবন্ধন ফি বিধিমালা, ২০১২	৩০.১২.২০১২
	বীমা ব্যবসা নিবন্ধন ফি বিধিমালা, ২০১২ এর প্রজ্ঞাপন	১১.০৬.২০১৮
২	বিদেশী উদ্যোক্তা কর্তৃক শেয়ার ক্রয় বা ধারণ (শর্তাদি নির্ধারণ) বিধিমালা, ২০১৩	২৬.০২.২০১৩
৩	বীমাকারীর শাখা ও কার্যালয় স্থাপনের জন্য লাইসেন্স ফি বিধিমালা, ২০১২	৩০.১২.২০১২
৪	দলিলাদি পরিদর্শন ও অনুলিপি সরবরাহ ফি বিধিমালা, ২০১৪	০১.০১.২০১৫
৫	বীমাকারীর মূলধন ও শেয়ার ধারণ বিধিমালা, ২০১৬	২৫.০৯.২০১৬
৬	নন-লাইফ ব্যবস্থাপনা ব্যয়ের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণী বিধিমালা, ২০১৮	৩০.০৯.২০১৮
৭	স্বল্প অংকের বীমাদাবী সংশ্লিষ্ট বিরোধ নিষ্পত্তি বিধিমালা, ২০১৮	৩০.০৯.২০১৮
৮	বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (বীমা জরিপকারীগণকে লাইসেন্স প্রদান) বিধিমালা, ২০১৮	২৮.১০.২০১৮
প্রবিধান		
১	বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (তহবিল ব্যবস্থাপনা) প্রবিধানমালা, ২০১১	২০.১০.২০১১
২	বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (উপদেষ্টা পরিষদ) প্রবিধানমালা, ২০১১	২০.১০.২০১১
৩	বীমা কোম্পানী (মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা নিয়োগ ও অপসারণ) প্রবিধানমালা, ২০১২	০৩.০১.২০১৩
৪	বীমাকারীর শাখা ও কার্যালয় স্থাপন (লাইসেন্স প্রাপ্তির আবেদন) প্রবিধানমালা, ২০১২	০২.০১.২০১৩
৫	বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটি) প্রবিধানমালা, ২০১২	০২.০১.২০১৩
৬	বীমাকারীর নিবন্ধন প্রবিধানমালা, ২০১৩	১০.০২.২০১৩
৭	গ্রামীণ বা সামাজিক খাতে বীমাকারীর দায়বদ্ধতা প্রবিধানমালা, ২০১২	০২.০১.২০১৩
৮	বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (সেন্ট্রাল রেটিং কমিটি) প্রবিধানমালা, ২০১২	০১.০১.২০১৩
৯	রিভিউ এর (সময়, ফরম ও ফি) প্রবিধানমালা, ২০১৫	২৫.০৮.২০১৫
১০	লাইফ ইন্স্যুরেন্স পুনঃবীমা (শর্তাদি নির্ধারণ) প্রবিধানমালা, ২০১৫	১৬.০৩.২০১৬
১১	নন-লাইফ ইন্স্যুরেন্স ব্যবসা ব্যবস্থাপনা ব্যয়ের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণী প্রবিধানমালা, ২০১৬ (রহিতকরণ প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে)	১৮.০৭.২০১৬ রহিতকরণ প্রজ্ঞাপন ৩০.০৯.২০১৮
১২	লাইফ ইন্সুরেন্স গ্রাহক নিরাপত্তা তহবিল প্রবিধানমালা, ২০১৬	০২.০৪.২০১৭
১৩	বীমাকারীর রেজিস্ট্রার (পলিসি ও দাবী) সংরক্ষণ প্রবিধানমালা, ২০১৭	১৬.০৪.২০১৮

সংযুক্তি ৬

বিদেশ ভ্রমণ সংক্রান্ত তথ্য জুন, ২০১৭ হতে ডিসেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত

ক্রঃ নং	ভ্রমণের মেয়াদ	ভ্রমণের ধরণ	বিষয়	অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী
০১	৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ ০১ (এক) দিন	প্রশিক্ষণ/ সেমিনার/শিক্ষা সফর (চীন)	"The 3rd China–ASEAN Summit Forum on Insurance Cooperation and Development, Naning, Guangxi, China	১। জনাব মোঃ শাহ আলম, পরিচালক (উপসচিব) ২। জনাব কামরুল হক মারুফ, পরিচালক (উপসচিব) ৩। জনাব আবুল কাশেম মোহাম্মদ ফজলুল হক, পরিচালক (উপসচিব)
০৩	২৪ জুলাই, ২০১৭ হতে ২৮ জুলাই, ২০১৭	প্রশিক্ষণ (চীন)	Supervisory Capacity Building Actuarial Services Prudential Supervision and Risk Management in Insurance in Xining Qinghai, China	জনাব খলিল আহমদ, নির্বাহী পরিচালক (যুগ্মসচিব)
০৫	০৫ নভেম্বর, ২০১৭ হতে ১৮ নভেম্বর, ২০১৭	ওয়ার্কশপ (চীন)	Workshop on Asian Solvency Regulation & Cooperation 2017 (WASCR 2017) Beijing, Shanghai and Hangzou, China	১। জনাব খলিল আহমদ, নির্বাহী পরিচালক (যুগ্মসচিব) ২। জনাব কামরুল হক মারুফ, পরিচালক (উপসচিব)
০৬	১০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ হতে ১১ ফেব্রুয়ারি ও ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮	সেমিনার (ভারত)	4th South Asian Insurance Regulator's Meet and International Conference, India	১। জনাব বোরহান উদ্দিন আহমেদ, সদস্য (আইন) ২। ড. শেখ মহা: রেজাউল ইসলাম, নির্বাহী পরিচালক (যুগ্মসচিব)
০৭	২৫ জুন, ২০১৮ হতে ২৯ জুন, ২০১৮	প্রশিক্ষণ (ভারত)	Regulators Interaction session, Insurance Institute of India, Mumbai	১। জনাব বোরহান উদ্দিন আহমেদ, সদস্য ২। ড.এম. মোশাররফ হোসেন, এফসিএ, সদস্য ৩। ড.শেখ মহ: রেজাউল ইসলাম, নির্বাহী পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) ৪। ড.মহা: বশিরুল আলম, পরিচালক (যুগ্মসচিব) ৫। জনাব ফারুক আহম্মেদ, পরিচালক (যুগ্মসচিব) ৬। জনাব মোঃ শাহ আলম, পরিচালক (উপসচিব) ৭। জনাব আবু মাহমুদ, অফিসার
০৮	০২ জুলাই, ২০১৮ হতে ০৬ জুলাই, ২০১৮	প্রশিক্ষণ (ভারত)	Regulators Interaction session, Insurance Institute of India, Mumbai	১। জনাব গকুল চাঁদ দাস, সদস্য ২। কাজী মনোয়ার হোসেন, নির্বাহী পরিচালক (যুগ্মসচিব) ৩। জনাব খলিল আহমেদ, নির্বাহী পরিচালক (যুগ্মসচিব)

ক্রঃ নং	ভ্রমণের মেয়াদ	ভ্রমণের ধরণ	বিষয়	অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী
				৪। জনাব কামরুল হক মারুফ, পরিচালক (উপসচিব) ৫। জনাব আবুল কাশেম মোহাম্মদ ফজলুল হক, পরিচালক (উপসচিব) ৬। জনাব হামেদ বিন হাসান, জুনিয়র অফিসার
০৯	০৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ হতে ০৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত	সভা (রাশিয়া)	10th AFI Global Policy Forum (GPF) and Annual General Meeting (AGM) Russia	১। জনাব মোঃ শফিকুর রহমান পাটোয়ারী, চেয়ারম্যান ২। জনাব গকুল চাঁদ দাস
১০	২৪ জুলাই, ২০১৮ হতে ২৭ জুলাই, ২০১৮ পর্যন্ত	সভা (নেপাল)	21st APG Annual Meeting and Technical Assistance Forum 2018 (Nepal	১। ড.এম. মোশাররফ হোসেন, এফসিএ, সদস্য
১১	০৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৮	সেমিনার (চীন)	4th China ASEAN Summit Forum on Insurance Cooperation and Development in Nanning 7th September, 2019	১। ড.এম. মোশাররফ হোসেন, এফসিএ, সদস্য ২। ড. শেখ মহ: রেজাউল ইসলাম, নির্বাহী পরিচালক, অতিরিক্ত সচিব ৩। জনাব ফারুক আহম্মেদ, পরিচালক (যুগ্মসচিব) ৪। জনাব আবুল কাশেম মোহাম্মদ ফজলুল হক, পরিচালক (উপসচিব)
১২	২৯ অক্টোবর, ২০১৮ হতে ২ নভেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত	সভা (মরক্কো	BAM-AFI Member Training on Innovations in Digital Financial Inclusion, Rabat, Morocco	ড.মহা: বশিরুল আলম, পরিচালক (যুগ্মসচিব)
১৩	১ অক্টোবর, ২০১৮ হতে ২ অক্টোবর, ২০১৮ পর্যন্ত	ওয়ার্কশপ (লন্ডন)	Chartered Insurance Institute, U.K. and LLYODS, FCA Workshop and Exposure Visit	১। জনাব গকুল চাঁদ দাস, সদস্য ২। জনাব খলিল আহমেদ, নির্বাহী পরিচালক (যুগ্মসচিব) ৩। জনাব কামরুল হক মারুফ, পরিচালক (উপসচিব)
১৫	১২ জুলাই, ২০১৮ হতে ১৩ জুলাই, ২০১৮ পর্যন্ত	এ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠান (সিঙ্গাপুর)	ইন্স্যুরেন্স এশিয়া এ্যাওয়ার্ড ২০১৮ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে।	১। জনাব গকুল চাঁদ দাস, সদস্য ২। জনাব খলিল আহমেদ, নির্বাহী পরিচালক (যুগ্মসচিব)
১৬	৬ নভেম্বর, ২০১৮ হতে ৮ নভেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত	সভা (জাম্বিয়া)	14th International Microinsurance Conference, Zambia 2018	ড.এম. মোশাররফ হোসেন, এফসিএ, সদস্য
১৭	০৮ নভেম্বর, ২০১৮ হতে ৯ নভেম্বর, ২০১৮	সেমিনার (Luxembourg)	25th Annual Conference in Luxembourg 8-9 November, 2018	জনাব মোঃ শফিকুর রহমান পাটোয়ারী, চেয়ারম্যান

ক্রঃ নং	ভ্রমণের মেয়াদ	ভ্রমণের ধরণ	বিষয়	অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী
১৮	২৪ অক্টোবর, ২০১৮ হতে ২৬ অক্টোবর, ২০১৮ পর্যন্ত	সেমিনার (থাইল্যান্ড)	AITRI Regional Seminar for Insurance Supervisors in Asia and the Pacific on Market Conduct regulation and Compliance Thailand	১। ড.এম. মোশাররফ হোসেন, এফসিএ, সদস্য ২। জনাব মোঃ শাহ আলম, পরিচালক (উপসচিব)
১৯	১২ নভেম্বর, ২০১৮ হতে ১৬ নভেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত	প্রশিক্ষণ (মালয়েশিয়া)	BNM-AFI Member Training on AML/CFT Considerations and Approaches for Financial Inclusion	জনাব ফারুক আহম্মেদ, পরিচালক (যুগ্মসচিব)
২০	২৬ নভেম্বর, ২০১৮ হতে ২৭ নভেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত	সেমিনার (ফিজি)	AFI-RBF Conference on Smart Policies for Green Financial Inclusion	ড.শেখ মহ: রেজাউল ইসলাম, নির্বাহী পরিচালক, অতিঃসচিব
২১	১২ নভেম্বর, ২০১৮ হতে ১৪ নভেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত	সেমিনার (সিঙ্গাপুর)	১২ নভেম্বর, ২০১৮ হতে ১৪ নভেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিতব্য Fintech Conference 2018 এ অংশগ্রহণ	জনাব বোরহান উদ্দিন আহমেদ, সদস্য
২৩	২৩ ডিসেম্বর, ২০১৮ হতে ২৬ ডিসেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত	সেমিনার (নেপাল)	JICA Alumni Association Forum of SAARC Countries (JAAFSC) Annual Meeting/Seminar	জনাব আবুল কাশেম মোহামন্দ ফজলুল হক, পরিচালক (উপসচিব)

সংযুক্তি ৭

লাইফ বীমাকারীর গ্রস প্রিমিয়াম সংগ্রহ (২০০৯-২০১৭) (কোটি টাকায়)

বীমাকারীর নাম	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭
আলফা						২	৩	৬	৬
বায়রা	৫৯	১১২	৭২	২৬	২৬৫	১৮	১২	১৮	১৪
বেস্ট					৪	৯	১০	১২	১৭
চার্টার্ড						৩	৫	৭	৯
ডায়মন্ড						৩	৯	৪	১৩
ডেল্টা	৪৩৯	৪৮৩	৫০১	৫০৯	৫৩৫	৫৪৪	৫৫৮	৫৮৯	৬২৫
ফারইষ্ট	৬৩১	৬৫১	৬৯১	৭০৭	৭১০	৭৬৭	৮৫১	৯২৫	১০১২
গোল্ডেন	১১৩	১৪৫	১১১	১১৮	৬১	৭১	৫৫	৩২	২৫
গার্ডিয়ান						৩	১১	৪৬	১৫১
হোমল্যান্ড	১৪৫	১২৩	১২৬	১১৫	১২৬	১৩৫	১৩৮	১১৭	১১৩
যমুনা						১০	৯	৯	১১
জীবীক	৩৩৫	৩৪২	৩০৮	৩৪৩	৩৬৫	৩৯০	৪০৪	৪১৩	৪৭৫
এলআইসি									৭
মেঘনা	২৬৮	৩৩৮	৩৯৩	৪০০	৪২৫	৪৪৩	৪৩৫	৪২৪	৪২৯
মার্কেন্টাইল					২	৪	৭	৮	১০
মেটলাইফ	৮৯৭	১১৪৭	১৪৬১	১৬৮৩	১৭৪০	১৯২২	১৯৩০	২১৩৪	২৪২৮
ন্যাশনাল	৪৭২	৬০৭	৬৩২	৭০৩	৭৩৮	৭৬৪	৭৮২	৮১১	৮৭১
এনআরবি গ্লোবাল					২	৮	৬	৪	৪
পদ্মা	১৬২	১৭৯	১১১	১৫২	১৫৫	১৬০	১৪৪	১৩৩	১০৯
পপুলার	৪৬৩	৫৪০	৬০৫	৬৬২	৬৪১	৬৬২	৬৭০	৬০১	৫০১
প্রগতি	১১১	১৮০	১৯২	১৮৭	১৪৩	১৬৬	১৯৯	২২০	২৩২
প্রাইম	১৪২	১৭৫	২০৬	২১১	২০৫	২২৭	২৬১	৩১২	৩৪৭
প্রগ্রেসিভ	১০৮	১৩১	১৫৮	১৬২	৯৫	৮০	৮৯	৮১	৭৫
প্রটেক্টিভ					২	৬	৫	৭	১২
রূপালী	১২৬	১৬১	১৬৬	১৪২	১৪৪	১৭৫	১৯১	২০২	২০৫
সন্ধানী	২২০	২৫১	২৬৩	২২৫	২৩৭	২২৩	২১৬	১৮১	১৮২
স্বদেশ					০	১	২	২	৩
সোনালী					২	১৫	২৪	২০	৪১
সানফ্লাওয়ার	৯১	১১৯	১০৩	৯৪	৯৫	৯৬	৮৯	১১৯	১২০
সানলাইফ	১৪৭	১৫২	১৫৫	১৪৮	১৪৪	১৪৬	১৬৫	১১৪	১০৮
ট্রাস্ট					০	১১	১৭	২০	১৯
জেনীথ					৪	১০	১৯	১৭	২৫
মোট	৪৯২৮	৫৮৩৫	৬২৫৫	৬৫৮৭	৬৮৪০	৭০৭৬	৭৩১৬	৭৫৮৮	৮১৯৮

সংযুক্তি ৮

লাইফ বীমাকারীর সম্পদের পরিমাণ (২০০৯-২০১৭) (কোটি টাকায়)

বীমাকারীর নাম	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭
আলফা						২২	২১	২১	২২
বায়রা	৫৫	৮৩	১১০	১২৪	১৩০	১৩১	১২৯	১২৫	১১৭
বেস্ট					২৬	২৪	২১	২২	২৪
চার্টার্ড					২২	২৫	২৪	২২	২৪
ডায়মন্ড						২২	২৫	২০	২১
ডেল্টা	১৭৫০	২১৫৯	২৪৬৫	২৭৭২	৩০৮৯	৩৭৭১	৩৮৫১	৪০৬৫	৪৩৮৬
ফারইষ্ট	১০১২	১৪৬১	২১৯২	২৮২২	৩২২৬	৩৮৭০	৪০৭৬	৪১৩২	৪২৫৬
গোল্ডেন	১০৩	১৪২	২০৫	২১৯	২৯৪	২৯৩	২৯৯	২৩৫	২১৪
গার্ডিয়ান					২০	২০	২৪	৫৩	১৩৪
হোমল্যান্ড	১৬৩	২০৬	২৩০	২৫২	২৭৯	৩০৫	৩২১	৩১৯	৩১৯
যমুনা						২৪	২২	২২	২৩
জীবীক	১৩০৫	১৩৭৩	১৪৪০	১৫৫৪	১৬৬৭	১৭৬১	১৮৮৬	১৯৬১	২০৩১
এলআইসি								৬১	৬০
মেঘনা	৬১৯	৮৩৪	১০০৫	১১৬৩	১৩৪৯	১৪৭০	১৫২১	১৫৯৬	১৭০৫
মার্কেন্টাইল					২২	২১	২০	২১	২২
মেটলাইফ	৩৭২২	৪৫১১	৫৫১৬	৬৬২৪	৭৮৫৪	৯০০৭	১০১০৬	১১৩৫০	১২৬৭৫
ন্যাশনাল	১৬২৯	২০৪২	২৩৮২	২৭৯২	৩২৩৬	৩৬১৫	৩৭৬৬	৩৯৭৮	৪১০৮
এনআরবি গ্লোবাল					২০	২০	১৯	১৯	১৮
পদ্মা	১৬৫	২৩৮	২৮৪	৩১৬	৩৫৪	৩৬৩	৩৬৪	৩৩১	২৩৯
পপুলার	৯৪৮	১৩২২	১৬৭২	২১২৪	২৫৪০	২৮৮১	২৯২৬	২৬৭২	২৫৩৩
প্রগতি	১৭৪	২৬০	২৮৪	৩১৮	৩৫১	৩৭৯	৪১৩	৪৭৪	৫৪২
প্রাইম	২৫০	৩৭৪	৪৯৭	৬০৭	৭০৩	৭৯৯	৮৫৩	৮৯৬	৯৪০
প্রগ্রেসিভ	১৫৪	২১৪	৩০০	৩৮৪	২৯৪	৩০৩	৩১৮	৩৩০	৩৩৩
প্রটেক্টিভ					২১	২৩	২২	২০	১৭
রূপালী	১৭০	২৬৬	৩০৫	৩১৯	৩৫০	৪২৪	৪৫৭	৪৯২	৫২০
সন্ধানী	৬২১	৭৯৪	৯০৩	১০১৪	১১০২	১১১৩	১০৯০	১০৭৩	১১০৩
স্বদেশ						২০	১৮	১৮	১৮
সোনালী					২২	৩৩	৪০	৪৩	৫৭
সানফ্লাওয়ার	১১৪	১৬৩	১৮৮	১৯৪	২০৭	২০৪	১৮৬	১৯১	১৯২
সানলাইফ	১৪৮	২০৪	২৭৩	৩৬৬	৩৭০	৪০৭	৪২৯	৪০৮	৩৫৩
ট্রাস্ট						২২	২৪	২৩	২৫
জেনীথ					২১	২১	২১	১৯	২৩
মোট	১৩১০২	১৬৬৪৬	২০২৫৩	২৩৯৬৪	২৭৫৬৯	৩১৩৯৩	৩৩২৯০	৩৫০১৫	৩৭০৫২

সংযুক্তি ৯

নন-লাইফ বীমাকারীর গ্রস প্রিমিয়াম সংগ্রহ (২০০৯-২০১৭) (কোটি টাকায়)

বীমাকারীর নাম	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭
অগ্রনী	১৯	২৬	২৯	২৬	২৭	৩০	৩৬	৪১	৩৭
এশিয়া	২৮	২৯	৩০	৩২	৩২	৪০	৪৫	৪৮	৫১
এশিয়া প্যাসিফিক	১৩	২২	২৪	২৭	২৮	৩৩	৩৭	৪০	৪৭
কো-অপারেটিভ	৩	৪	৫	৮	১১	৮	১০	১০	১৩
বিজিআইসি	৩৬	৪২	৫০	৫৯	৬২	৬৪	৬৬	৬৯	৭৩
বিডি ন্যাশনাল	১২	১২	১৩	১৪	৩১	৩৩	৩৬	৪৪	৪৮
সেন্ট্রাল	১৯	২০	২৪	২৫	২৭	৩০	৩১	৩৪	৩৫
সিটি জেনারেল	১৫	১৯	২২	২৫	২৯	২৯	৩৫	৪২	৪৩
কন্টিনেন্টাল	২৯	৩৫	৪০	৪৬	৬০	৭০	৫৭	৫৩	৫৯
ক্রিষ্টাল	১৬	১৫	১৯	৩০	৩২	৩৫	৩৭	৩৯	৪১
দেশ জেনারেল	১০	১১	৯	১০	১৩	১১	১২	১৫	১৬
ঢাকা	১৩	১৬	২০	২৫	২৮	২৮	২৯	২৬	৩০
ইষ্টল্যান্ড	৪০	৪৯	৫৫	৬৫	৭০	৭০	৮২	৮৬	১০৩
ইষ্টার্ন	২২	২৭	৩১	৩৩	৩৫	৩৬	৩৮	৩৯	৪২
এক্সপ্রেস	২৭	৩১	৩৩	৩৯	৪২	৪২	৪০	৩৯	৪০
ফেডারেল	২৬	২৭	৩২	৩৪	৪৩	৪৪	৪৮	৪৩	৪৪
গ্লোবাল	১৭	১৮	২০	২৩	২৫	২৩	২৬	২৩	২৩
গ্রীন ডেল্টা	১৬০	২০০	২৩৫	২৬০	২৬১	২৬৮	৩০২	৩১৬	৩২৯
ইসলামী ইন্স্যু বিডি	২৫	২৭	২৮	৪৪	৪০	৩৬	৪২	৩৯	৪৩
ইসলামী কমার্শিয়াল	১৪	১৬	১৯	২২	২৩	২৫	২৭	৩৩	৪১
জনতা	১৬	২১	২১	১৯	২৩	৩০	২৭	৩৪	৩২
কর্নফুলি	১৯	২১	২৩	২৮	২৭	২৭	২৮	২৯	৩১
মেঘনা	১০	১৪	১৬	২৯	৩৩	৩৯	৪২	৪৭	৪১
মার্কেন্টাইল	১৫	২০	২৬	৩০	৩০	২৯	৩০	৩০	৩২
নিটল	২২	৩৪	৩৫	২৯	৪৩	৬০	৬১	৬১	৬৭
নর্দান জেনারেল	২০	২৯	৩২	৩৭	৩৬	৩৩	৩৫	৩৭	৪২
প্যারামাউন্ট	৭	১২	১৩	১৮	১৬	১৪	১৪	১৭	১৯
পিপলস	৩৪	৩৯	৪৪	৪৪	৪৭	৪৭	৫৪	৬১	৬৫
ফিনিক্স	৩৯	৪৬	৫৩	৬২	৫৯	৬১	৬৪	৬৫	৭১

বীমাকারীর নাম	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭
পাইওনিয়ার	৮৬	১২৫	১৬০	১৭০	১৮৭	২১৪	২২৮	২৫০	২৬৬
প্রগতি	১০৪	১০৬	১১৪	১১৫	১২৭	১৩৯	১৫১	১৫৪	১৬৬
প্রাইম	১৮	২০	৩১	৪৪	৫৪	৫৫	৫৮	৫৪	৬৭
প্রভাতী	২০	২৬	২৭	৩৯	৪১	৩৩	৪১	৪৪	৪৮
পুরবী জেনারেল	৫	৫	৬	৬	৬	৫	৫	৬	৭
রিলায়েন্স	১০৪	১২৪	১৪২	১৪৯	১৬৪	২০৩	২২৭	২৪৯	২৫৭
রিপাবলিক	১৯	২৪	৩০	৪০	৪৭	৪৩	৪৪	৪৬	৪৮
রূপালী	৫০	৬২	৭৬	৭৫	৬৮	৭৫	৮২	৮৫	৮৬
সাবীক	১৬১	১৬৬	১৯৭	২১৯	১৯১	১৭৬	২০৭	২২৩	২৩৯
সেনাকল্যাণ	০	০	০	০	০	৯	১৭	২০	২৬
সিকদার	০	০	০	০	৫	১৯	২৯	২২	২৬
সোনার বাংলা	১৬	২৪	৩২	৩৫	৩১	৩২	৩৫	৩৮	৪১
সাউথ এশিয়া	৫	৬	৮	৭	৭	৬	৫	৬	৭
স্ট্যান্ডার্ড	১৯	২৫	২৮	৩২	৩৯	৩৯	২১	৪	২১
তাকাফুল	১৭	২০	২৩	৩৩	৩৩	৩৬	৩৩	৩৮	৪০
ইউনিয়ন	১৭	১৯	৩০	৩৪	২৮	৩১	৩১	৩১	৩২
ইউনাইটেড	২২	২৬	৩০	২৭	৩১	৩৫	৩৮	৪২	৪৫
মোট	১৩৯০	১৬৫৮	১৯৩৩	২১৬৭	২২৯৩	২৪৪৬	২৬৪৩	২৭৭৩	২৯৮১

সংযুক্তি ১০

নন-লাইফ বীমাকারীর সম্পদের পরিমাণ (২০০৯-২০১৭) (কোটি টাকায়)

বীমাকারীর নাম	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭
অগ্রনী	৩৬	৪১	৪৬	৫৪	৫৯	৬২	৬৩	৬৯	৭৩
এশিয়া	৬৩	৯২	১৩৫	১৩৮	১৪৪	১৪৬	১৫৪	১৬৫	১৫৫
এশিয়া প্যাসিফিক	৪০	৮১	৮৫	৯৫	১০৮	১০৮	১১৫	১২২	১৩৫
কো-অপারেটিভ	৩৯	৪৪	৪৩	৫১	৫১	১৭	১৮	২০	২১
বিজিআইসি	৯৯	১২৫	১৪৩	১৪৮	১৫৬	১৫৬	১৬০	১৬৫	১৭২
বিডি ন্যাশনাল	২৭	৩০	৩০	৩৫	৪৪	৭২	৮৩	১১২	১২৪
সেন্ট্রাল	৭৬	৯৭	১০৬	১৩০	১৪৭	১৫৭	১৬৩	১৬১	১৭০
সিটি জেনারেল	৩৪	৪১	৭৬	৮০	৯০	১০১	১১৩	১২৩	১২৪
কন্টিনেন্টাল	৩৯	৪৯	৬৬	৭৫	৯৩	১০০	৯৯	১০২	১০৮
ক্রিষ্টাল	১৬	২১	২৪	৩৫	৪৬	৫৫	৬৬	৭৫	৮৮
দেশ জেনারেল	১৪	১৬	১৬	১৭	১৯	২১	২৭	৩২	৫৩
ঢাকা	৫৯৫	৭৭	৯৭	১২২	১৩৪	১৪৩	১৫৪	১৫৯	১৯২
ইষ্টল্যান্ড	৯৫	১১০	১৩২	১৫৫	১৭২	১৭৮	২১৭	২৩৫	২৪৮
ইষ্টার্ন	৭৭	৮৭	১৬৬	১৮২	১৯১	১৯৮	২০৫	২০৯	২১৬
এক্সপ্রেস	৩১	৩৯	৭৩	৮৫	৯৫	৯৭	১০৩	১০৯	১০৯
ফেডারেল	৫৯	৬৪	৯৮	১০২	১১২	১১৯	১১০	১১৩	১৩২
গ্লোবাল	৩৮	৪৩	৫০	৫৭	৬৫	৫৯	৬৭	৭৩	৭২
গ্রীন ডেল্টা	৩৮৯	৫৬৪	৫০০	৬৪৬	৭২৬	৭৬৮	৮২০	১০০০	১০৫০
ইসলামী ইন্স্যু বিডি	৩৭	৪২	৫১	৫৯	৭০	৭৬	৭৯	৮৮	৯৬
ইসলামী কমার্শিয়াল	২৪	২৯	৩৪	৪২	৫৬	৬৩	৭১	৮০	৮৮
জনতা	২৭	৩০	৬৩	৬৬	৬৭	৭৬	৮১	৮২	৮৯
কর্নফুলি	৫৪	৯৫	১০৭	১১২	১১৯	১২৪	১২২	১২৩	১৩১
মেঘনা	১৩	১৮	১৯	৩৩	৩৯	৪৯	৫৬	৬৭	৬৮
মার্কেন্টাইল	৪৫	৫৩	৮৮	১০৩	১১৬	১২৪	১৩০	১৩৫	১৩৮
নিটল	৪২	৫০	৫৫	৬২	৭৭	১০০	১০৯	১২৪	১৪৩
নর্দান জেনারেল	৪৯	৭৪	৮১	৮৭	৯৪	১১৯	১২৫	১১৩	১২৮
প্যারামাউন্ট	৪৭	৫৪	৩৩	৩৯	৪৫	৪৮	৪৮	৫৪	৬১
পিপলস	৮০	১২৩	১৩৩	১৫০	১৬২	১৭৪	১৭৯	১৮৯	২০৫
ফিনিক্স	৩৯	৪৬	৪৬	১১৮	১২৭	১১২	১১১	১৯৪	২৩৬

বীমাকারীর নাম	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭
পাইওনিয়ার	৮১	১০০	১৫২	১৭৭	২০৩	২২৭	২৭২	৩১৬	৪০৮
প্রগতি	২৭১	২৭৭	৩২৮	৩৪০	৫২০	৩৭৬	৩৯৬	৪২০	৪৩১
প্রাইম	৫৫	৬৫	৭৮	৯২	১০৪	১১৯	১১৪	১১১	১২২
প্রভাতী	৯৭	৪২	৪৫	৫৭	৬৪	৬৯	৭৮	৯৫	১০২
পুরবী জেনারেল	২৮	৩৫	৩৮	৪০	৬৫	৭৪	৮০	৮৮	৯৭
রিলায়েন্স	১৮৮	৪৬১	৪৫৩	৪৪১	৪৮০	৫৭৩	৬৩০	৬৬০	৮২৩
রিপাবলিক	৩৫	৪২	৪৮	৫৬	৬৬	৭৫	৮২	৯২	১০১
রূপালী	১০৫	১২২	১৩২	১৮৯	১৯৮	২০৬	২১৫	২২১	২২৮
সাবীক	৯৯৫	১১২১	১৩৩৮	১৫৭৩	১৮৪৭	২০৫৩	২৩৮৩	২৮১৫	৩৫০৬
সেনাকল্যাণ	০	০	০	০	২৫	৩২	৩৬	৪২	৪৬
সিকদার	০	০	০	০	৩৫	৭৫	৯০	১০২	১০৪
সোনার বাংলা	৩৬	৩৭	৫০	৫৯	৬৪	৭৩	৭৩	৮১	৯২
সাউথ এশিয়া	১৬	১৯	২২	২৫	২৪	২৫	২৬	২৫	২৭
স্ট্যান্ডার্ড	৩৪	৩৭	৪৪	৬২	৮০	৮৬	৯০	৮৯	৯৮
তাকাফুল	৩৮	৪৬	৫২	৬৪	৭২	৭৫	৮০	৮৯	৯৫
ইউনিয়ন	২২	২৪	৩১	৩৭	৩৪	৩৯	৪৭	৬৩	৬৯
ইউনাইটেড	৬৮	৭৮	৮৯	১০১	১০৯	১১৮	১২৬	১৩৭	১৫০
মোট	৪২৮৯	৪৭৪১	৫৪৯৯	৬৩৯২	৭৪১৬	৭৯১৬	৮৬৬৩	৯৭৩৭	১১১২৪